উপনায়ন

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৪০

দাম দেড় টাকা

১১ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীআশুতোষ ঘোষ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ গুহ রায়
কর্ত্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১নং রমানাথ
মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

শ্রীসত্যেন্দ্র প্রসাদ বসু

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের লেখা

* কবিতা *

প্রথমা

গল্প

পঞ্চশর

বেনামীবন্দর

পুতুল ও প্রতিমা

মৃত্তিকা

নিশীথ নগরী

উপন্যাস

পাঁক

মিছিল

উপনায়ন

ছেলেদের বই

পিঁপড়ে-পুরাণ

ভয়ঙ্কর

হিমালয়ের চূড়ায়

পাতালে পাঁচ বছর

উপনায়ন

লোকাল ট্রেণে যাহারা যাতায়াত করে তাহাদের গোটা কতক অসুবিধা ও উপদ্রব গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। রেল কোম্পানীর ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই তাহারা জানে। দিনের পর দিন সেই ট্রেণের কামরায় আলোভাব, ছারপোকায় ভর্ত্তি বেঞ্চি ও কামরার জঞ্জাল তাহারা বরদাস্ত করিয়া আসিয়াছে। এখন আর তাহা বোধ হয় চোখেই পড়ে না। কিন্তু তাই বলিয়া সকল উপদ্রবের সেরা উপদ্রব ট্রেণের ভাড়াটে ক্যানভ্যাসারদের বক্তৃতাও তাহাদের সহিয়া গিয়াছে বলিলে ডেলি প্যাসেঞ্জারদের বোধ হয় অপমান করা হয়।

সমস্ত দিন সহরে হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ট্রেণে ঠাসাঠাসি করিয়া শক্ত কাঠের বেঞ্চে কোন রকমে একটু বসিয়া পাঞ্জাবের বিখ্যাত কোন গুলির হজম করাইবার শক্তি সম্বন্ধে দীর্ঘ একটানা সুরে বক্তৃতা শ্রবণ করার মত ধৈর্য্য বুঝি বাঙ্গালী কেরাণীদেরও দুর্লভ। কিন্তু পৃথিবীর অন্য অনেক উৎপীড়নের মত ইহারও প্রতিকার নাই। মারিয়া না তাড়াইলে এ সমস্ত পেশাদার ফেরিওয়ালাদের মুখ বন্ধ করা অসম্ভব। সে উৎসাহ আর কার সাত ঘণ্টা কলম পিষিবার পর থাকে!

শুধু 'হজমিগুলি' একা হইলেও বা রক্ষা ছিল। রাবণের গুষ্টির মত ইহাদের আর শেষ নাই। 'হজমিগুলি' এক ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে না যাইতেই, চুলওঠা, মাথাধরা হইতে

দেহের যাবতীয় ব্যাধির ধন্বন্তরী-প্রদত্ত তৈল লইয়া নিঃস্বার্থ পরোপকার-ব্রতধারী আর এক মহাপুরুষ তাঁহার শূন্য স্থান দখল করেন এবং পরের ষ্টেশনে তাঁহার যে উত্তরাধিকারীকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া যান তিনি কৈলাস পর্ব্বতের গহন-গুহাবাসী সিদ্ধ সন্ন্যাসীর আদেশে ধরাধামে রোগ, শোক, দারিদ্র্য, মোকদ্দমায় পরাজয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাথিব দুঃখনিবারক আশ্চর্য্য মাদুলি বিতরণ করিতে বাহির হইয়াছেন। মাদুলির মূল্য নাই কিন্তু বলা বাহুল্য মনস্কাম পূর্ণ হইলে পূজা দিবার জন্য পাঁচ সিকা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় প্রেরিতব্য। বক্তৃতার ভঙ্গি ভাষা সকলেরই বিভিন্ন, কিন্তু দিনের পর দিন একঘেয়ে ভাবে তাহা শুনিয়া শুনিয়া যাত্রীদের সবগুলিই মুখস্থ হইয়া গেছে বলিলেই হয়। 'হজমি-গুলি' কোন্ রসিকতার পর হাসিবে ও 'মাদুলি' কোন কথার পর কাশিবে তাহাও তাহারা জানে।

এ উপদ্রব তাহাদের গা-সওয়া সত্যিই হয় নাই, তবে বিধাতা বাঙ্গালী কেরাণীর শাস্তির জন্য মশা, ম্যালেরিয়া ও বড় বাবুর মেজাজের সঙ্গে ট্রেণের পেশাদার ফেরিওয়ালারূপ এই চতুর্থ নিগ্রহটিও জুড়িয়া দিয়াছেন এই দার্শনিক চিন্তা দ্বারাই তাহারা বোধ হয় কোন রকমে ক্ষিপ্ততা হইতে নিজেদের রক্ষা করে।

কিন্তু এই বহু অত্যাচারিত ডেলী প্যাসেঞ্জারের দলও সচকিত হইয়া যখন একাগ্র মনে নড়িয়া চড়িয়া বসে, তখন বিস্ময় লাগিবার কথা।

যাহার জন্য এত বড় একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটিয়া যায় সেও পেশাদার ট্রেণের বক্তা—কিন্তু কোথায় পার্থক্য আছে। পার্থক্যও একটু নয়, অনেকখানি।

প্রথমেই অবাক করিয়া দেয় তাহার কণ্ঠ। পিতা পিতামহের জীর্ণ জীবনের পুঁথিতে দিনের পর দিন দাগা বুলাইয়া যাহাদের ক্লান্ত মন অসাড় হইয়া আসিয়াছে তাহাদের কাছেও সে কণ্ঠের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য কি যেন নূতন রহস্য বহন করিয়া আনে। ক্লান্তি ও তন্দ্রার গভীর আচ্ছাদন ভেদ করিয়া সে কণ্ঠ তাহাদের মনের গোপন দ্বারে গিয়া ঘা দেয়। মানুষের কণ্ঠ বুঝি বিধাতা এমনি অপরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন! প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণ জীবন-যাত্রার তুচ্ছ অকিঞ্চিৎ-কর কথায় তাহাকে ব্যবহার করিয়া তাহার সমস্ত মাধুর্য্য আমরা যেন খোয়াইয়া ফেলিয়াছি।

তাহার পর তাহার তরুণ সুকুমার মূর্ত্তিটির দিকে চোখ পড়ে। কাষায় বস্ত্রে এই কিশোর গৌরতনু সন্ন্যাসীটিকে কি সুন্দরই না মানাইয়াছে! দীর্ঘ ঋজু দেহ, যৌবনের পূর্ণতা এখনও আসে নাই, তবু সৌষ্ঠব আছে। আর আছে দীর্ঘায়ত দুটি নারীর মত কোমল, দীর্ঘপক্ষ্মছায়াচ্ছাদিত চোখে অনির্ব্বচনীয় মায়া।

অতিশয়োক্তি নয়, দেখিতে দেখিতে সত্যই মনে হয় বহু শতাব্দী আগে সমস্ত পৃথিবীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া যে তরুণ রাজপুত্র একদিন পথে বাহির হইয়াছিলেন তাঁহাকে বুঝি কাষায় বস্ত্রে এমনি মানাইয়াছিল।

উপনায়ন

বিংশ শতাব্দীর কিশোর সন্ন্যাসী কিন্তু সমস্ত পৃথিবীকে জরা মৃত্যু শোক তাপ হইতে মুক্তি দিতে বাহির হয় নাই; একটি অনাথ-আশ্রমের অসহায় শিশুদের জন্য ভিক্ষাসংগ্রহই তাহার কাজ।

গত তিন মাস ধরিয়া এই দিকের লোকাল ট্রেণে তাহাকে দেখা যাইতেছে; তবে আর সকলের মত প্রত্যহই সে আসে না, সপ্তাহে মাত্র একবার করিয়া ভিক্ষা করিয়া যায়। তাহার বক্তৃতাতেও বিশেষত্ব আছে, বাঁধা মুখস্থ গৎ এক নিশ্বাসে আওড়াইয়া যাইতে তাহাকে শোনা যায় নাই। তাহার প্রতিবারের আবেদনে দুর্লভ আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া সমস্ত অসহায় শিশুর কাতর প্রার্থনা সে কেমন করিয়া যেন মূর্ত্ত করিয়া তোলে।

নিজেদের সঙ্কীর্ণ জীবনের বাহিরে আর কিছু লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর বা উৎসাহ কিছুই যাহাদের নাই, সেই ক্লান্ত কেরাণীদেরও কত জন এই রাজপুত্রের মত সুন্দর, সুকুমার, কিশোর সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

উত্তরে সে শুধু মৃদুমধুর একটু হাসিয়া বলিয়াছে—"ব্রহ্মচারীর কি পরিচয় হয়? আমার নাম অনৃতানন্দ।"

কথাগুলি বড় পাকা পাকা, কিন্তু কেন বলা যায় না তাহার মুখ হইতে মোটেই অশোভন শোনায় না। তাহার সমস্ত ভাবভঙ্গী মুখচোখ যেন একথার সাক্ষ্য দেয়।

এই কিশোর বয়সে এই সুন্দর ছেলেটি কেন যে এমন হইয়াছে এ রহস্যের মীমাংসা এখনও কেহ কবিতে পারে নাই।

কিন্তু ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দেব সত্যই অন্য পবিচয় আছে, অমৃতানন্দও তাহাব আসল নাম নয়।

অমৃতানন্দ সে সব দিনেব কথা সত্যই ভুলিতে চায় কিন্তু ভোলা সহজ নয়।

ছেলেবেলার কথা ভাবিলে প্রথম তাহার মনে পড়ে একটি ছোট সঙ্কীর্ণ ঘর ;—ভালো আলো আসে না। একদিকে ইটের উপর বসান একটা পুরাতন খাট ঘরের অর্দ্ধেকের বেশী জুড়িয়া আছে। আর একদিকে আলনার উপর একগাদা ময়লা পুরাতন কাপড়। আলনার বিপরীত দিকে পরের পর কাঠের একটা সিন্ধুক, একটা বড় তোরঙ্গ, তুইটা টিনের স্যুটকেশ স্তূপাকার করিয়া সাজান।

এই সমস্ত আসবাব-পত্র ঘরের অধিকাংশ দখল করিয়া সামান্য একটু স্থান মানুষের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি ছোট ছেলে সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে একটি মাতুরের উপর ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ জাগিয়া ওঠে। হাতটা বাড়াইয়া দেখে মা তাহার কাছে বসিয়া আছে। ঘরের এককোণে কেরাসিনের ঝুল-পড়া লণ্ঠনটা জ্বলিতেছে।

ছেলেটি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে—"বাবা এখনো আসে নি মা?"

মা পুরাতন একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করিতেছিলেন। ছেলেকে উঠিতে দেখিয়া ছুঁচটি জামার গায়ে বিঁধিয়া রাখিয়া জামাটি একধারে সরাইয়া বলেন,—"তোর ক্ষিদে পেয়েছে?"

ক্ষুধা তাহার সত্যই পাইয়াছে, তবু বিনু বলে—"না মা, বাবা এলে খাব।"

কিন্তু তাহার মা সবই বোধ হয় বুঝিতে পারেন। বলেন, "না, এখনই খেয়ে নে, ওঁর আসতে অনেক দেরী হবে।"

এ কথা সে রোজই শুনিয়া আসিতেছে। বাবার উপর

তাহার রাগ হয়। কেন তিনি সকাল সকাল আসিতে পারেন না? তাহাদের যে একলা বাড়িতে রাত্রে থাকিতে ভয় করে তাহা কি তিনি জানেন না?

এক এক দিন বিমুর বাবা হঠাৎ সকাল সকাল বাড়ি আসেন। সে দিন বিমুর ভারী ভাল লাগে। মাকে বিমু ভালবাসে কিন্তু বাবার কাছেই থাকিতে তাহার বেশী ভালো লাগে। বাবা সকাল সকাল আসিলে কত রকম মজাই যে হয়—বাবার মত আমোদ করিতে কেহ পারে না। বাবার স্ফূর্তির ছোঁয়াচ সমস্ত বাড়ীতে লাগে; মা মুখে বলেন বটে, "আঃ, ছেলেমানুষী করতে লজ্জা করে না!" কিন্তু সেই সঙ্গে না হাসিয়াও পারেন না।

কিন্তু এক একদিন আবার বাবার যেন কি হয়। রাত্রে হঠাৎ চেঁচামেচি শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া বাবার চেহারা দেখিয়া বিমুর ভয় করিতে থাকে। বাবা আসিয়া কাহারও সহিত কথা ক'ন না। সটান জামাজোড়া গায় দিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়েন। বিমুর মা উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলিতে থাকেন। বিমু সব কথা বুঝিতে পারে না, তবু তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে তাহার বুক ধুক্ ধুক্ করিতে থাকে।

কথা কহিতে কহিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া বিমুর মা আঁচলে চোখ মোছেন। বিমু বিছানা হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া মায়ের একটি হাত ধরিয়া ডাকে—"মা"।

সে ডাকের অনেক কিছু মানে আছে, সেই ডাকে সে মাকে

সান্ত্বনা দিতে চায়, নিজের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিতে চায়,—সেই ডাকে তাহার অসহায় একটী জিজ্ঞাসাও ধ্বনিত হয়।

মা হঠাৎ চোখ মুছিয়া সহজ কণ্ঠে বলেন—"কি বাবা! ঘুমোও।" তাহার পর শুনিতে পায় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা তাহার বাবার উদ্দেশে বলিতেছেন—"ছিঃ, আমাকে না হয় একটা মানুষ বলেই গণ্য কর না, আমি তোমার কেউ নই। কিন্তু বিনুর মুখের দিকে চেয়েও কি চৈতন্য হয় না, লজ্জা করে না তোমার!"

বিনু হঠাৎ অবাক হইয়া যায়—তাহার বাবাও কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন বয়স্ক লোক যে এ রকম করিয়া কাঁদিতে পারে তাহা বিনুর জানা ছিল না। সে বিস্মিত হইয়া মায়ের মুখের দিকে তাকায়। তাহার বাবা হঠাৎ এক হাত দিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া জোরে জোরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলেন—"আমি মানুষ নই লীলা, আমি মানুষ নই—তোমার মত দেবীর আমি যোগ্য নই—মাইরি বলছি আমি পশু,—পাষণ্ড।"

বাবার স্বাভাবিক গলা এ নয়। কথাগুলাও কেমন যেন জড়াইয়া যাইতেছে। বিনু বাবার সবল বাহুবন্ধনের মধ্যে হাঁফাইয়া ওঠে। কি রকম যেন একটা গন্ধ বাবার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বাহির হইতেছে; বিনুর তাহা অসহ্য লাগে।

কাঁদিতে কাঁদিতে বাবার উৎসাহ বাড়িয়া যায়। বিনুকে ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিতে আরম্ভ করেন—"আমি পাষণ্ড,

জান লীলা ? তোমার সমস্ত জীবন আমি নষ্ট করে দিচ্ছি—আমি কি বুঝতে পারি না ভেবেছ !"

মা হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলেন—"চুপ করে শোও এখন—আমার জীবন নষ্ট করেছ তা আমি বলি নি, তোমার নিজের জীবন কি করে তুলছ তা ভেবেছ।"

"হ্যাঁ আমার আবার জীবন, আমি একটা পাষণ্ড জান লীলা, তোমার জীবন, বিনুর জীবন সব আমি নষ্ট করে দিচ্ছি। কিন্তু এই আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি লীলা—"

বিনুর মা হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলেন,—"থাক্, প্রতিজ্ঞা করো না—এ পর্য্যন্ত কতবার প্রতিজ্ঞা করেছ জান ?"

"জানি আমি পাষণ্ড, আমি ত বলছি আমি পাষণ্ড; কেমন আমি নিজেকে পাষণ্ড বলি নি ?—তবু পাষণ্ডকে আর একবার সময় দিতে হবে ত লীলা। তোমার পাষণ্ড স্বামীকে আব একবার ক্ষমা করতে পার না লীলা—আর একবার !"

বিনুর বাবা বসিয়া থাকিতে থাকিতে আবার ঢুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়েন।

মা বাবার মাথায় বাতাস করিতে করিতে বিনুর দিকে একবার মুখ ফিরাইতেই কাতর কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে—"বাবার কি হয়েছে মা ?"

"ওঁর অসুখ করেছে বাবা, তুমি ঘুমোও।" বলিয়া বিনুর মাথাটা মা কোলের কাছে টানিয়া ল'ন। কিন্তু বাবা আবার

হাত বাড়াইয়া বিনুকে কোলের কাছে টানিয়া জড়িত কণ্ঠে বলেন—"তোর বাবা পাষণ্ড! জানিস্ বিনু।"

তাহার পরে কয়েকদিন বিনুর বড় সুখেই কাটে। বাবা রোজ সকাল সকাল বাড়ি ফেরেন। কোন দিন বা তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হন, কোন দিন বা ঘরে বসিয়া গল্প করেন। মায়ের মুখ আর আগের মত অন্ধকার নাই। লুকাইয়া লুকাইয়া মা আর কাঁদে না। বাবা আজকাল রোজ তাহার ও মায়ের জন্য কত কি কিনিয়া আনে।

তা ছাড়া বাবা যে কত রকম মজা করিতে পারে তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

গলির ভিতর তাহাদের বাড়ি। বিকাল বেলা বাহির হইতে পিওন ডাকে—"মোনি অর্ডার আছে, মোনি-অর্ডার, লীলাবোতি ঘোষ কে আছে এ বাড়ীতে—"

মা তাড়াতাড়ি বিনুকে ডাকিয়া বলেন—"ওমা আমার নামে মণি-অর্ডার আবার কোথা থেকে এল? দেখ ত বিনু দরজা খুলে, আমাদের বাড়ি না পাশের বাড়িতে ডাকছে।"

বিনু আজকাল কিছু দিন হইল আঙুলের উপর ভর দিয়া কোনরকমে বাহিরের দরজার খিলটা উঠাইয়া ফেলিতে পারে। দরজা খুলিবার ফরমাসে তাই তাহার মনে আনন্দের অবধি থাকে না। তাড়াতাড়ি সে ছুটিয়া যায়।

বিন্নুর মা চৌবাচ্চা পরিষ্কার করিতে করিতে দরজা খোলার শব্দ শুনিতে পান কিন্তু তাহার পর আর বিন্নুর সাড়া শব্দ না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া ডাকেন—"ও বিন্নু, পিয়ন কি বল্লে ?"

তবুও বিন্নুর সাড়া পাওয়া যায় না। পিয়নও সেই একবার ডাক দিয়া নীরব হইয়াছে।

বিন্নুর মা অকস্মাৎ ভীত হইয়া ভিজাকাপড়েই দরজার কাছে আগাইয়া যান।

দরজা হাট করিয়া খোলা, সেখানে বিন্নু বা পিয়ন কাহাকেও দেখা যায় না।

অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বিন্নুর মা দরজা হইতে সন্তর্পণে মুখ বাহির করিয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখিতেই হঠাৎ পিছন হইতে হাসির শব্দ শুনিতে পান। বিন্নু আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। বিন্নুর মা ফিরিয়া দেখেন বিন্নু তাহার বাবার কোলে বসিয়া হাসিতেছে। তাঁহার কলতলা হইতে বাহির হইবার আগেই কখন তাহারা ঘরে ঢুকিয়া লুকাইয়াছে তাহা তিনি টেরই পান নাই।

হাঁফ ছাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলেন—"মাগো অমনি করে ভয় দেখায়! আমি ত অবাক্! আমার নামে মণি-অর্ডার কোথা থেকে আসবে তাইত ভেবে পাই না। তার ওপর ডাক দিয়ে বিন্নুর সাড়াশব্দ না পেয়ে বুকটা একেবারে ধড়াস্ করে উঠেছিল! কলকাতার সহরে কি না হতে পারে বাপু!"

তারপর স্বামীকে মৃদু একটু ভর্ৎসনা করিয়া বলেন,—"দিন-দিন কচি খোকাটি হ'চ্ছ, না ?

বিন্নুর বাবা মুখ গম্ভীর করিয়া বলেন—"কচি খোকাটি কি রকম ? তোমার নামে মণি-অর্ডার আসেনি মনে করছ ! পিয়ন বেটা যে আমার হাতে দিয়ে গেল।"

"হ্যাঁ গেল—কই দেখি !" বলিয়া বিন্নুর মা হাসিতে থাকেন।

বিন্নুর বাবা পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া তাহাতে একবার আঙ্গুল দিয়া আঘাত করেন। ভিতরে টাকার শব্দ শোনা যায়। বলেন—"শুনলে ত ?"

মা বলেন—"বেশ, কিন্তু ও আমার মণি-অর্ডার যদি হয়, তুমি ওতে আর হাত দিতে পারবে না বলে রাখলাম।"

মার হাতে ব্যাগটা দিয়া বিন্নুর বাবা গম্ভীর মুখে বলেন—"আমি আবার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গব আমায় এত অমানুষ ভাব লীলা !"

বিন্নুর মার চোখ ছলছল করিয়া ওঠে। বলেন,—"আমি কি সেই জন্যে ও কথা বল্লাম তুমি মনে কর ?"

বিন্নুর বাবা তবুও গম্ভীর মুখে বলেন,—"তোমার দোষ নেই লীলা, আমি তোমার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিনি। এতবার আমি কথার খেলাপ করেছি যে তোমার পক্ষে আমাকে বিশ্বাস করাই শক্ত।"

বিন্নুর মা তাড়াতাড়ি ব্যাগটা স্বামীর পকেটে ফেলিয়া দিয়া

বলেন—"তুমি যদি ওরকম করে কথা বল তাহলে এ টাকা আমি ছুঁতে চাই না। তোমায় বিশ্বাস না করে যেন আমার বড় সুখ।"

বিনুর বাবা এবার তাহার মায়ের হাত ধরিয়া বলেন,—"রাগ কোরো না লক্ষ্মীটী। আমার নিজের অনুশোচনা করবারও কি অধিকার নেই?"

তাহার পর খানিক বাদেই মিটমাট হইয়া যায়। বিনুর বাবা খবরের কাগজ কাটিয়া বিনুর ঘুড়ি তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত হন এবং বিনু বড় হইলে ঘুড়ি ওড়াইবার জন্য একটা প্রকাণ্ড ছাদ-ওয়ালা বাড়ি কোথায় কেনা হইবে তাহারই গল্প করেন।

বিনুদের এ বাড়ীতে ছাদ আছে কিন্তু তাহাতে উঠিবার সিঁড়ি পাশের ভাড়াটেদের অধিকারে।

কিন্তু বিনুর জগৎ আবার অন্ধকার হইয়া আসে।

তাহার ওইটুকু শিশু-মনেও নিষ্ঠুর নির্ব্বিকার ভাগ্য গভীর ভাবে দাগ রাখিয়া যায়। আট বছরের ছোট ছেলে, কিন্তু সেও বুঝিতে পারে তাহাদের জীবনে কোথায় যেন একটা মস্ত গ্লানি আছে। সমস্ত পৃথিবী ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে পদে পদে সে গ্লানি যেন দেখাইয়া দেয়।

বিনু আজকাল স্কুলে যায়। বিনুর স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রখর; তাহার মনের অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য ও সজীবতা একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই ধরা পড়ে। কিন্তু নারীসুলভ একটি লজ্জা ও সঙ্কোচে কিছুই সে ভালভাবে করিতে পারে না। অনেক লোকের মাঝে পড়িলেই কোথা হইতে সব কাজে তাহার আড়ষ্টতা দেখা যায়। তাহার ফুলের মত সুন্দর মুখখানি লইয়াও বিনু কেমন করিয়া সকলের আড়ালে পড়িয়া থাকে।

স্কুল তাহার ভাল লাগে না, বেঞ্চিতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে কখন সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়, মাষ্টার মহাশয় কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন শুনিতে পায় না, ছেলেরা হাসিয়া উঠিলে সেই হাসির শব্দে সচেতন হইয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া

কোন কোন মাষ্টারের এমনি নিরীহ শীকারকে উৎপীড়ন করায় বোধহয় অসীম আনন্দ আছে। মাথার চুল ধরিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে নিজের টেবিলের কাছে হিড় হিড়

করিয়া টানিয়া আনিয়া মাষ্টার মহাশয় বলেন—"কি ভাবছিলে গোরাচাঁদ? ইস্কুলটা কি মামার বাড়ি!"

ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের উৎসাহ আছে কিনা ভালো করিয়া বুঝিতে না পারিয়া সাবধানে একটু হাসে। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় অভিপ্রায় গোপন রাখেন না। ছেলেদের স্পষ্ট উৎসাহ দিয়া তিনি বলেন—"মাকাল ফল দেখেছো গো, মাকাল ফল? ওপরে টুকটুকে; ভেতরটা পচা;—এই দেখো আমাদের মাকাল ফল।" সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলে আরো জোরে টান পড়ে। হতভম্বের মত সে টানে মাথা তুলিয়া কাতর দুটি অসহায় চোখে বিনু মাষ্টার মহাশয়ের মুখের পানে তাকায়।

ক্লাশের ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের উৎসাহ পাইয়া জোরে জোরে হাসিতে থাকে।

মাষ্টার মহাশয় চুল ছাড়িয়া এবার তাহার কাণ ধরিয়া বলেন, "আমি কি জিজ্ঞেস করেছিলাম বল ত বাবু?"

বিনু কিছুই বলিতে পারে না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মাষ্টার মহাশয় অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া বলেন—"বলছিলেম এখন একটু ডাংগুলি খেললে হয় না! কিংবা একটু মার্ব্বেল?"

ছেলেরা সশব্দে হাসিয়া উঠে, বিনু সকলের সামনে অপদস্থ হইয়া লজ্জায় অপমানে মাটিতে একেবারে মিশিয়া যাইতে চায়।

কিন্তু তাহার লাঞ্ছনা তখনও শেষ হয় নাই। হঠাৎ খপ্ করিয়া তাহার কাপড়ের কোঁচাটা তুলিয়া ধরিয়া মাষ্টার মহাশয় ঘৃণায় নাক সিটকাইয়া বলেন—"তাই ভাবি এত দুর্গন্ধ আসে

কোথা থেকে! ঈস্ চিম্‌টি কাটলে যে ময়লা ওঠে রে! কেনা অবধি আর সাবান-জল পড়েনি, না রে!"

সত্যই বিনুর কাপড় অত্যন্ত নোংরা, শুধু নোংরা নয় বহুদিন ব্যবহারে তাহা একেবারে শতছিন্ন হইয়া গিয়াছে। হাঁটুর কাছে একটা মস্ত বড় গেরো; সেখানে বোধ হয় সেলাই করিবার সুযোগ মেলে নাই। মাষ্টার মহাশয় মুখভঙ্গি করিয়া সেই গেরোটি তুলিয়া ধরেন।

ছেলেদের হাসি এবার তুমুল হইয়া উঠে। মাষ্টার মহাশয় হাঁক দিয়া বলেন—"চুপ চুপ", কিন্তু তাঁহার চোখ দেখিয়া বোঝা যায় বিশেষ অসন্তুষ্ট তিনি এ হাসিতে হন নাই।

এইবার বিনুকে এক ঠেলা দিয়া তিনি সরাইয়া দিয়া বলেন, —"যা বাপু যা; বাবাকে একটা কাপড় কিনে দিতে বলিস, না হলে মাকে বলিস কাপড়টা কেচে দিতে, ঈস, গন্ধের চোটে ভূত পালায়!"

বিনু কোন রকমে মাথা হেঁট করিয়া গিয়া বেঞ্চিতে বসে। দারিদ্র্যের লজ্জার অনুভূতি তাহার এই প্রথম।

বিনুর মনের কাঠাম সাধারণ ছেলেদের হইতে একটু পৃথক। অনেক ছেলে এই বয়সেই বাহিরের অনেক কিছু লক্ষ্য করিতে শেখে কিন্তু বিনুর মন অন্তর্মুখী, মাষ্টার মহাশয় ব্যঙ্গ করিবার আগে কখনও সে কাপড়চোপড়ের কথা ভাবে নাই। কাপড় পরিতে হয় পরিয়াছে, কিন্তু অন্যের সহিত তুলনা করিবার কথা কখনও তাহার মনে আসে নাই। তাহার অপরিচ্ছন্নতা সে

নিজেও এই প্রথম আবিষ্কার করে। আবিষ্কার করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়।

বাহিরের এই সমস্ত দুঃখ, বেদনা লাঞ্ছনা ভুলিবার আশ্রয় ছিল তাহার বাড়ী। কিন্তু বাড়ীতেও কি যেন আজকাল হইয়াছে। বিনু অস্পষ্টভাবে অনুভব করে সমস্ত বাড়ীতে যেন ভাঙ্গন লাগিয়াছে—চারিদিকে অস্বস্তিকর বিশৃঙ্খলা।

আজকাল এক একদিন তাহার বাবা মোটেই বাড়ী আসেন না। সকাল বেলা ঠিক চোরের মত ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"তোর মা কোথায় বিনু?"

স্কুলের হাতের লেখা লিখিতে লিখিতে মুখ তুলিয়া বাবার চেহারার দিকে চাহিয়া বিনু অবাক হইয়া যায়। উস্কোখুস্কো চুল, জামার হাতার খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কাপড়ে কাদার দাগ। ধীরে ধীরে সে বলে—"মা! মা ত' রান্নাঘরে।"

সেই মুহূর্ত্তেই মা আসিয়া ঘরে ঢোকেন। বিনুর ভয় হয় আজও বুঝি মা রাগিয়া উঠিবে। অনেক দিনের এমনি অনেক কুৎসিত দৃশ্যের অভিজ্ঞতা তাহার আছে। কিন্তু মা আজ কোন দিকে চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখেন না। মুখের চেহারা শুধু তাঁহার কঠিন হইয়া উঠে। একটী মাত্রও কথা না বলিয়া মা খাটের তলা হইতে একটা কাঁসি বাহির করিয়া লইয়া আবার বাহিরে চলিয়া যান। বাবা যে আসিয়াছে তাহা যেন মা লক্ষ্যও করেন নাই।'

বিন্নুর বাবা বোধ হয় আসন্ন বাক্যবাণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, স্ত্রী চলিয়া যাইবার পর ক্লান্তভাবে বিছানার ধারে বসিয়া পড়িয়া লজ্জিতভাবে মাথার চুলের ভিতর আঙ্গুল চালাইতে থাকেন।

বিন্নু সসঙ্কোচে বলে—"আমায় একটা খাতা কিনে দেবে বাবা? এ খাতাটায় আর পাতা নেই।"

হঠাৎ যেন সচেতন হইয়া বিন্নুর বাবা বলেন—"খাতা? খাতা সেদিন কিনে দিলাম না?"

"সেটা ফুরিয়ে গেছে বাবা।"

বিন্নুর বাবা বিছানা হইতে নামিয়া আসিয়া হঠাৎ সস্নেহে বিন্নুর মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন—"দেখি তুই কেমন লিখতে শিখেছিস? বাঃ, এ যে খাসা লেখারে বিন্নু!"

বিন্নুর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বাবা হঠাৎ পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিন্নুর হাতে দিয়া বলেন—"স্কুলে তোদের খাবাব বিক্রী হয় না বিন্নু?"

বিন্নু মৃদু কণ্ঠে বলে—"হয় বাবা, আমি খাই না।"

"আচ্ছা খাতা কিনে যা থাকবে তাতে তুই খাবার খাস্,—কেমন?"

বিন্নু টাকাটা হাতে করিয়া অবাক হইয়া বলে—"এক টাকার বাবা!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ এক টাকার।"

তাহার পর বিনুর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে তাহার বাবা হঠাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যান।

খানিকটা বাদেই মা আসিয়া আবার ঘরে ঢোকেন। এদিক ওদিক চাহিয়া বাবাকেই মা খুঁজিতেছেন তাহা বিনু বুঝিতে পারে। মাকে সে নিজে হইতেই এইবার জানায়—"বাবা বেরিয়ে গেলেন মা।"

মার মুখের চেহারা বিস্মিত ব্যথিত হইয়া উঠে, এটুকু বিনু টের পায়, কিন্তু মা তাচ্ছিল্যের ভাণ করিয়া বলেন—"যাক্‌গে।"

একটু চুপ করিয়া যে জন্য ঘরে আসিয়াছিলেন সেই কথাই বোধ হয় স্মরণ করিয়া মা বলেন—"এক পয়সার লঙ্কা এনে দিতে পারিস বিনু? গলি থেকে বেরিয়েই দোকান—খুব সাবধানে যাবি, বুঝেছিস্।"

মা বিনুর সহিত কথা বলিতে বলিতে বাক্স খুলিয়া পয়সা বাহির করিতেছিলেন। পয়সা রাখিবার কৌটাটা কিন্তু উপুড় করিয়া ফেলিয়াও গোটাকতক কড়ি, কয়টা বোতাম, দুটি মাথার কাঁটা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না!

বাক্সের তলাটা বৃথা হাতড়াইয়া দেখিয়া মা বলেন, "থাকগে আর লঙ্কা আনতে হবে নারে।"

পয়সার অভাবেই মা যে লঙ্কা আনিতে দিতে পারিতেছে না এটুকু বিনুর অগোচর থাকে না। এমন অনেক দিন তাহাদের হইয়াছে। সে একগাল হাসিয়া বলে—"আমি লঙ্কা এনে দিতে পারি মা!"

মা স্নেহের হাসি হাসিয়া বলেন—"বিনা পয়সায় তোকে জিনিষ দেবে কেন রে পাগলা!"

বিনু হঠাৎ হাতের মুঠা হইতে টাকাটা বাহির করিয়া মাকে দেখাইয়া বলে—"বাবা আমায় খাতা কিনতে আর খাবার খেতে দিয়ে গেল মা! এইটে ভাঙ্গিয়ে আনি না, কেমন?"

মার মুখ আবার অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া যায়—খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলেন—"না বাবা তুমি ওতে খাবার খেয়ো। লঙ্কা এ বেলা না হলেও চলবে।"

কিন্তু ওবেলাও যে মার পয়সা কোথা থেকে আসিবে তাহা বিনু ভাবিয়া পায় না। বাবা যে অনেকদিন রোজগার করিয়া আনিয়া মাকে কিছু দেয় নাই একথা বিনু জানে, এই কয়দিন আগেই বাবার সঙ্গে মায়ের এই ব্যাপার লইয়া ঝগড়াও সে শুনিয়াছে। স্কুলে এক এক দিন খাবার খাইতে তাহার ইচ্ছা করে কিন্তু বাড়ীতে যখন মায়ের হাতে একটি পয়সা নাই—সেই সময় এক টাকায় খাবার খাওয়ার কথা সে ভাবিতে পারে না।

আর একবার সে অনুরোধ করিয়া বলে—"আমি ত এত খাবার খেতে পারব না মা! আনি না মা এক পয়সার লঙ্কা।"

বিনুর সমস্ত উৎসাহ ম্লান করিয়া দিয়া মা যেন এবার একটু বিরক্ত হইয়াই বলেন—"না না এ টাকা তুই রেখে দে।"

স্বামীর উপর রাগে তখন তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছে। স্ত্রীপুত্র দুবেলা দুমুঠো ভাত খাইতে পায় কি না এটুকুও দেখিবার

কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহার নাই, হঠাৎ একদিন ছেলেকে এক টাকার খাবার খাইতে দিয়া বাহাত্নরী করা তাহার কেন?

*　　　*　　　*　　　*

বিন্থু স্কুলে যাইবার খানিক পরে মা ঘরে আসিয়া অবাক হইয়া দেখেন বাসনের চৌকির একধারে বিন্থু টাকাটি রাখিয়া গিয়াছে।

নিজের সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গেও বিন্থু ভাল করিয়া মিশিতে পারে না। আজকাল বিকালে বা সন্ধ্যায় বাবার সাহায্য পাওয়া যায় না। অজস্র কাজের মাঝে মা ব্যস্ত হইয়া থাকেন। একলা একলা ঘরে থাকিতে বিন্থুর ভাল লাগে না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিবার লোভে সে বাহির হইয়া যায় কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভাল করিয়া নিজেকে খাপ খাওয়াইতে, কেন বলা যায় না, সে পারে না। এইটুকু বয়সের ছেলেদের পক্ষে যাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর তাহাই কেমন করিয়া বিন্থুর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। বিন্থু নিতান্ত আত্ম-সচেতন। তাহার উপর স্কুল-মাষ্টারের রসিকতাটা তাহার কোন সহপাঠি পাড়ায় আসিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছে। ছেলেরা কারণে অকারণে তাহাকে 'মাকাল ফল' বলিয়া ক্ষেপায়।

এ সমস্তও সে সহ্য করিতে পারিত কিন্তু সেদিন পাড়ার ছেলেরা একটা ব্যাপারে তাহার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

পাড়ার একটি ছেলের প্রতি বিন্থুর নীরব শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। সে শ্রদ্ধার সঙ্গে হয়ত একটু ঈর্ষ্যাও মিশ্রিত ছিল। বিন্থু মনে মনে তাহারই মত দুরন্ত প্রাণবন্ত হইতে ইচ্ছা করে। সে যেমন সহজে সব খেলায় সব কাজে সকলকে ছাড়াইয়া যায়, সকল ছেলের নেতৃত্ব অনায়াসে অধিকার করে বিন্থুর তাহাতে লোভ হয়। বিন্থুর শিশু-মনের জগতে সেই প্রথম আদর্শ।

বিন্নুর জগতের এই দেবতার নিকট হইতেই আঘাতটা প্রথম আসে বলিয়াই বুঝি এত বেশী বাজে।

বিন্নু সেদিন একটি অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলিয়াছিল। চোর চোর খেলায় রবিকে ধরা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। তাহার সহিত দৌড়াইয়া কেহ পারে না। কিন্তু সেদিন কেমন করিয়া বিন্নুর কাছ হইতে পাশ কাটাইতে গিয়া সে পা ফস্‌কাইয়া হঠাৎ পড়িয়া গেল। তাহার পর বিন্নু ছুঁইয়া ফেলায় অকারণে তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল বিন্নুর উপর। দৌড়াইতে গিয়া পড়িয়া গেলে সেই অবস্থায় ছোঁয়া 'সই' কি না তাহা লইয়া প্রথম তর্ক করিতে সে ছাড়িল না। কিন্তু পূর্ব্বের নানা নজির থাকায় সে তর্কে জয় লাভ করিতে না পারিয়া আক্রোশ তাহার বিন্নুর উপর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। নির্ম্মমভাবে চেষ্টা করিয়া বিন্নুকে কোনরকমে চোর করিয়া তবে সে ছাড়িল।

রবিকে ছুঁইয়া ফেলায় বিন্নু মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। রবির বিরাগভাজন সে কোন মতেই হইতে চায় না। তাহার উপর রবির আক্রোশের পরিচয়ে সে সত্যই ভীত হইয়া উঠিল। রবি চোর হইয়া আর সকলকে ছাড়িয়া তাহাকে ধরায় সে খুব দুঃখিত হয় নাই, ভাবিয়াছিল রবির রাগ হয়ত ইহাতেই শান্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু রবি যখন আর সকলের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকেই বার বার চোর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল তখন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া সে খেলিতে অস্বীকার করিয়া বসিল।

কিন্তু ছেলেরা ছাড়িবে কেন? না খেলার জন্য অপমান লাঞ্ছনার তাহার সীমা রহিল না। হঠাৎ ইহারই ভিতর রবি বলিয়া বসিল—"তোর বাবা ত মাতাল, মদ খেয়ে নর্দ্দামায় পড়ে থাকে।"

এটা কত বড় অপমানের কথা ভাল করিয়া না বুঝিলেও বিনু প্রবলভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"কখ্‌খন না।"

রবি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"কখ্‌খন না বই কি? সেদিন যখন পাহারাওয়ালা ধরে মারতে মারতে নিয়ে গেছল—দেখেছিলি।"

একটা ছেলে এই অবসরে তাহার বাবা কি ভাবে মদ খাইয়া টলিতে টলিতে চলে তাহাও দেখাইয়া দিল।

এবার আর বিনুর ধৈর্য্য রহিল না। অপমানে ক্ষোভে উন্মত্তের মত সেই ছেলেটার ঘাড়ের উপর পড়িয়া সে মারিয়া আঁচড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু সে একা। রবির নেতৃত্বে সবাই মিলিয়া তাহাকে মারধর করিয়া যখন ছাড়িয়া দিল তখন তাহার কপাল কাটিয়া গিয়াছে, ছেঁড়া কাপড় জামার আর কিছু অবশিষ্ট নাই বলিলেই হয়।

পৃথিবীর অন্যায় অর্থহীন অবিচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নিস্ফল ক্ষোভ লইয়া বিনু বাড়ি ফিরিল। কাহাকেও এ অপমানের ও দুঃখের কথা সে জানাইল না। তাহার মা তাহার অবস্থা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া সেই যে বিনু চুপ করিয়া রহিল, আর

তাহার কাছ হইতে কোন কথা মা বাহির করিতে পারিলেন না।

রাত্রে মায়ের কোলের কাছে শুইয়া সে শুধু একবার বলিল—"বাবাকে বলে এখান থেকে চলে যাবে মা,—অনেক দূরে—খুব দূরের একটা বাড়ীতে ?"

মা চিন্তিত হইয়া সস্নেহে তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিলেন—"কেন বাবা ?"

কিন্তু কেন তাহা বিনু ভালো করিয়া বলিতে পারে না। বুঝি অসহায় দুর্ব্বল মানুষের দুঃখ শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যর্থ আশা তাহাকেও প্রথম লুব্ধ করিয়াছে।

বিনুদের একদিন সত্যই বাড়ি ছাড়িতে হয়। বিনুর বাবার চাকুরী গিয়াছে, অনেক দিনের বাড়িভাড়া বাকী। বাড়িওয়ালারা আর তাহাদের থাকিতে দিবে না।

দুপুর পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদার জন্য পরিশ্রম করিয়া তাহার বাবাকে ক্লান্ত দেখায়। তাহার মায়ের মুখ ম্লান। কিন্তু বিনুর ভারী ভালো লাগে। এ বাড়ী ছাড়িতে মার কেন যে এত কষ্ট হইতেছে সে বুঝিতে পারে না।

মার ও বাবার কথাবার্ত্তা সে শুনিয়াছে, শুনিয়াও তাহাদের দুঃখের কারণ ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। মা বলিয়াছেন "এগার বছর এ বাড়ীতে ছিলাম, বাড়ীটা যেন আপনার হ'য়ে গেছল।"

বাবা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন,—"শুধু ভাড়াটা মাসে মাসে দিতে হ'ত এই যা'।"

"তুমি ঠাট্টা কোরো না—আমার ভালো লাগে না।" বলিয়া মা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছেন এবং তাহার পর আবার বলিয়াছেন—"এখানে ভদ্রপাড়ার ভেতর ছিলাম, রাতবিরেতে একলা থাকতে তত ভয় করত না। সেখানে অজানা অচেনা পাড়ায় একলা ঐ ছেলেটুকুকে নিয়ে কোন্ ভরসায় থাকব বল ত!"

বাবা আবার একটু হাসিয়া বলিয়াছেন—"আমাকে একেবারে বাতিল করে যদি একলা থাকার ব্যবস্থা কর. তাহলে আর কি বলব!"

মা রাগের স্বরে বলিয়াছেন—"হ্যাঁ তোমাকে আমিই ত বাতিল করে দিচ্ছি। চিরদিন কি করে এসেছি জান না!"

বিনুর বাবার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। মা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়াছেন—"এবাড়ী যখন ছাড়তে হচ্ছে তখন আমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে আমি জানি। সংসার নিয়ে আমার কত আশাই ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গাছতলাতেও আমাদের আশ্রয় জুটবে না! কেন তুমি এমন হলে!"

বিনুর বাবার চোখও সজল হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের একটা হাত হঠাৎ ধরিয়া ফেলিয়া বাবা বলিয়াছেন—"কেঁদো না লীলা, তোমার চোখের জল আমি সহ্য করতে পারি না! তোমাদের এই অবস্থায় এনে ফেলে আমার যন্ত্রণা কি কম হচ্ছে মনে করো!"

তার পর মুখ ফিরাইয়া ভারী গলায় বাবা আবার বলিয়াছেন,—"লজ্জায় গ্লানিতে আমার এক এক সময়ে আত্ম-হত্যা করতে ইচ্ছা করে! আমার স্বভাব কি কিছুতেই বদলাতে পারব না! তুমি ত জান লীলা, আমি এমন অমানুষ ছিলাম না!"

মা চোখের জল মুছিয়া বলিয়াছেন—"এখনো তুমি আগের মত হ'তে পার।"

বাবা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছেন—"আমার আর আশা করতে সাহস হয় না লীলা! কিন্তু এখনো যদি পারি ত তোমার জোরেই পারব।"

মার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, বলিয়াছেন—"ও কথা বোলো না, তুমি চেষ্টা করলে সব পার আমি জানি।"

* * * *

বিনুর জীবনে এমন মজা খুব কমই হইয়াছে। সমস্ত বাড়িঘর ওলটপালট করিয়া গরুর গাড়িতে জিনিষপত্র বোঝাই করা কি কম আনন্দের ব্যাপার। কয়েকটা জিনিষ সে ত নিজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। কাঠের সিন্দুকের তলায় একটা অমন সুন্দর পেন্সিল পড়িয়াছিল কে জানিত। খাটের উপর পাতা মাদুরের নীচে তাহার ছেলেবেলার একজোড়া মোজা পাইয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। খুব ছোট বেলায় তাহার জন্য বাবা নাকি এটা কিনিয়া আনিয়াছিলেন।

গরুর গাড়ির উপর তাহার যথাসর্ব্বস্ব খুঁজিয়া-পাতিয়া

বোঝাই করিতে সে ভোলে নাই। পাশের বাড়ির মেনি-বেড়ালটাকেও বাক্সবন্দী করিয়া লইয়া যাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল। মা বারণ করায় সেটা আর হইয়া উঠিল না।

গলির মোড় হইতে গরুর গাড়ির সঙ্গে বাবা ও মায়ের হাত ধরিয়া চলিতে তাহার ভারী ভালো লাগিতেছিল। আজ পাড়ার ছেলেদের সহিত দেখা হইলেও সে কথা বলিবে না। সে এখন তাহাদের ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়াছে—এ রকম দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশিবার আর তাহার দরকার নাই। ছেলেরা অবাক হইয়া নিশ্চয় তাহাদের যাওয়া দেখিবে, হয়ত জিজ্ঞাসাও করিবে কোথায় যাইতেছে—কিন্তু সে আজ উত্তর দিবে না।

গলির মোড় ছাড়াইয়া একটুখানি যাইতেই কিন্তু তাহার সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় ভাসিয়া গেল। কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়াইয়া সত্যই তাহাদের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়াছিল।

একজন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছিস্ রে বিনু?"

বিনু পরম উৎসাহে চীৎকার করিয়া জানাইল—"আমরা অনেক দূরে চলে যাচ্ছি—আমাদের নতুন বাড়ি ভাড়া হয়েছে কিনা!"

ছেলের দল এবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল—"আর আসবি না?"

আর আসবি না! এক মুহূর্ত্তে নূতন যায়গায় যাইবার সমস্ত উৎসাহ বিনুর ম্লান হইয়া গেল। চলিয়া যাওয়ার এ অর্থ সে ত

আগে উপলব্ধি করিতে পারে নাই! অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে সে বলিল—"না।"

ছেলেদের দল অনেকদূর পর্য্যন্ত তাহাদের আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল। যে বাড়ি হইতে একদিন সে নিজেই চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল, যে ছেলেদের হাতে একদিন সে মার খাইয়াছে ও অপমানিত হইয়াছে, তাহাদের জন্যই তখন বিমুর মন একান্ত কাতর হইয়া উঠিয়াছে।

মাটির দেওয়াল দেওয়া টিনের চালের বাড়ি। দুখানি থাকিবার ঘরের সঙ্গে একটি পাতায় ছাওয়া রান্নাঘর এবং তাহারই সংলগ্ন ছোট একটু উঠান। সস্তায় ইহার চেয়ে ভালো বাড়ি পাওয়া সহরের মধ্যে কঠিন।

বিনুর মা প্রথম দিনকয়েক স্বামীর কাছে অভিযোগ করিয়াছিলেন—“মাগো দেয়ালগুলোর অর্দ্ধেকটা পর্য্যস্ত রাতদিন ভিজে থাকে। এমন ঘরে থাকলে অসুখ করবে যে।”

বিনুর বাবা বলিয়াছেন—“রোসো না, কটা মাস বাদেই ত উঠে যাব! এই কদিনে কিছু হবে না।”

মা বলিয়াছেন—“নর্দ্দামাটা একেবারে বাড়ির পিছনে; রাত দিন কি রকম দুর্গন্ধ আসে দেখেছ!”

বাবা ইহার উত্তরে আর কিছু বলেন নাই, তাঁহাকে শুধু অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাইয়াছে। দরিদ্র হইলেও এমন বাড়িতে থাকিতে তাহারা কোন দিন অভ্যস্ত নয়।

বিনু কিন্তু এ বাড়ি কোন্ দিক দিয়া খারাপ বুঝিতে পারে না। মাটির ঘরের একটি যেন বিশেষ আকর্ষণ তাহার কাছে আছে। সেখানে যে সিমেণ্ট-করা মেঝেতে গুলি খেলিবার গর্ত্ত করা যাইত না। এখানে কাঁচা উঠানে কত বেশী সুবিধা।

আর বাড়ির বাহিরেই যে ছোট জমিটুকু আছে তাহার আকর্ষণই কি কম! বাড়ি করিবে বলিয়া কাহারা সেখানে একগাদা ইট বহু দিন হইতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। বাড়ি যে কারণেই হোক্ আরম্ভ হয় নাই।

সেই ইটের পাঁজায় কয়েক বৎসরের বর্ষায় প্রচুর পরিমাণ শ্যাওলা ধরিয়াছে। দুএক জায়গায় ছোট দুএকটা গাছও বাহির হইয়াছে।

সেই ইটের পাঁজার উপর আরোহণ করার মত মজা আর কিছু নাই; বিনু কখনও পাহাড় দেখে নাই, ইটের স্তূপকে পাহাড় কল্পনা করিয়া সে তাহার উপর গিয়া বসিয়া থাকে। মনে হয় সমস্ত পৃথিবী হইতে সে যেন দূরে সরিয়া আসিয়াছে। এই দূরে সরিয়া যাওয়াটাই তাহার ভাল লাগে।

যে নোংরা কাঁচা নর্দ্দামাটা সম্বন্ধে মার অত আপত্তি তাহাও বিনুর কাছে অপরূপ।

দুর্গন্ধ হয়ত একটু আছে—তা থাক্; কিন্তু তাহার কাদার উপর যে সবুজ রঙের ছোপ লাগিয়াছে তাহা বিনুর কাছে অদ্ভুত মনে হয়। বর্ষার দিনে যখন সেই কাদার ভিতর স্রোত হয়, সবুজ পঙ্কমিশ্রিত জল প্রবল বেগে দূরের ড্রেণের ভিতর সশব্দে গিয়া পড়িতে থাকে তখন বিনুর আনন্দের অবধি থাকে না। কাগজের নৌকা ভাসাইবার এমন নদী সে কখনও পায় নাই।

নর্দ্দামা পার হইবার কাঠের তক্তাটা সেদিন একটা প্রকাণ্ড সেতু হইয়া ওঠে। কাগজের বড় বড় জাহাজ তাহার তলা দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। খেলনার একটা রেলগাড়ির জন্য তখন বিনুর মন লুব্ধ হইয়া ওঠে। ওপাড়ার সাধনদের মত তাহার একটা খেলনার রেলগাড়ি থাকিলে বিনু পোলের উপর দিয়া চালাইয়া দিত। যাই হোক সাধনদের এমন নর্দ্দামা নাই।

আর বর্ষার রাতে টিনের চালের উপর জলের শব্দ! বর্ষার গভীর রাত্রে হঠাৎ বজ্রপতনের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া কি মধুর ভয়ই না বিনু অনুভব করে। টিনের চাল যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আকাশের সমস্ত বৃষ্টি যেন কলরব করিয়া পৃথিবীতে তাহাদের খেলার সাথী খুঁজিতে আসিয়াছে।

মায়ের গায়ে একটি হাত রাখিয়া অন্ধকার ঘরের জানলায় ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ-চমক দেখিয়া একটু একটু ভয় পাইতে বিনুর কি ভালোই না লাগে।

টিনের চালটা পুরাতন। বেশী বৃষ্টি হইলে তাহার কয়েক জায়গা দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে থাকে।

মা বিরক্ত হইয়া বলেন—"দেখেছ, ঘরদোর সব নষ্ট হয়ে গেল।"

বিনুর বাবা উঠিয়া একটা টিনের বালতি যেখান দিয়া জল পড়ে তাহার নীচে রাখিয়া দেন। ভারী মিষ্টি বাজনার মত টুপ্‌টাপ করিয়া উপরের জল তাহার উপর পড়িতে থাকে।

বাবা বলেন—"এই মাসটা গেলেই উঠে যাব। নেহাৎ বিপদে পড়েই না এমন বাড়ি নিয়েছিলাম।"

মা বলেন—"মাগো, মাটির ঘরে বর্ষাকালে মানুষ কি করে থাকে! ঘরের ভেতরও যেন পুকুর হয়ে আছে।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলেন—"ছবিগুলো দেখেছ পেছনে সব উঁই ধরেছে! এই ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার

করলাম, ওমা তারপর রাতারাতি কোত্থেকে এত উই যে এসে জুটল কে জানে!"

বাবা বলেন,—"কাল অফিস থেকে ফেরবার সময় একটা বাড়ি দেখে এসেছি! একজনদের সঙ্গে থাকতে হবে—তা হোক—কোঠা ঘর। এই মাসের মাইনেটা পেলেই আগে বাড়ি বদল করে তবে অন্য কথা।"

বিন্নুর কিন্তু বাড়ি বদল করার কথা ভালো লাগে না। এমন সুন্দর বাড়ি পরিত্যাগ করিবার জন্য মা বাবা কেন যে এত ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাও সে বুঝিতে পারে না।

এখানে এত ভালো লাগার আর একটি কারণ অবশ্য তাহার বাবার সুমতি। বাবার আর একটা চাকরী হইয়াছে সে জানে। কিন্তু বাবা আজকাল অফিসে যাওয়া ছাড়া আর বাড়ির বাহির হন্ না।

বিন্নু আজকাল স্কুলে যায় না। সকাল বিকাল বাবা নিজে তাহাকে পড়ান।

সন্ধ্যাবেলা পড়া সাঙ্গ হইলে সে বাবার কাছটিতে বসে। ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া হারিকেন লণ্ঠনের আলোয় বাবা একটা প্রকাণ্ড কাগজ লইয়া তাহার উপর কি ছবি আঁকেন।

বাবার কাছে শুনিয়াছে সেটা ছবি নয়—কোথায় কাহাদের বাড়ি তৈয়ারী হইবে তাহারই নক্সা বাবা নকল করেন। নানা রঙ দিয়া বাবার আঁকা সেই ছবি দেখিতে বিন্নুর ভারী

মজা লাগে; এই ছবির জন্ত বাবা পয়সা পাইবে ভাবিয়া সে আরো অবাক হইয়া যায়। অফিসের পব উপরি রোজগারের জন্ত তাহার বাবা নাকি এই কাজ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনেন। বাড়ি ত' রাজমিস্ত্রীরা ইট কাঠ দিয়া তৈয়ারী করে! তাহার ছবি কি জন্ত দরকার সে ভাবিয়া পায় না।

ছবির ভিতর কোন্‌টা ঘর, কোন্‌টা রান্নাঘর, কোন্‌টা উঠান বাবা সব তাহাতে দেখাইয়া দেন।

তাহার পর বাবা জিজ্ঞসা করেন "হ্যাঁরে বিনু, এই রকম একটা বাড়ি আমাদের হলে বেশ ভালো হয় নারে?"

বিনু মাথা নাড়িয়া বলে, 'না'। এত বড় বাড়ি লইয়া তাহার কি হইবে? সেখানে টিনের চালও থাকিবে না, নৌকা ভাসাইবার মত নর্দ্দামাও না, হয়ত ইটের পাঁজাও সেখানে নাই।

বাবা হাসিয়া তাহার মাকে ডাকিয়া বলেন—"ওগো শুনছ, তোমার ছেলে সন্ন্যেসী হবে!"

মা কাজ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করেন—"কেন?"

"এত বড় বাড়ি ঘর দেখালাম, সে ও চায় না!"

মা বলেন—"আহা, বিনু বুঝি বোকা ছেলে—ও ছবির বাড়ি ঘর নেবে কেন? সত্যিকার বাড়ি ঘর দিয়ে দেখ দিকি?"

কিন্তু বিনু মনে মনে ভাবে সত্যিকারের বাড়িঘরও ত সে চায় না।

বাবা অনেক রাত জাগিয়া নক্সা আঁকার কাজ করেন। রাত্রে এক একদিন উঠিয়া সে শুনিতে পায়, মা বলিতেছেন—"হ্যাগা সেই ভোরে উঠেই ত কাজে ছুটতে হবে। এত রাত জেগে কাজ করলে ঘুমোবে কখন? শরীর খারাপ হবে না!" মেঝে হইতে বাবা বলেন—"এই যে উঠি, এটা আবার কালকের মধ্যে শেষ করে না দিলে টাকা পাব না, নতুন কাজও দেবে না।"

মা বলেন, "অত টাকার আমাদের দরকার নেই। তোমার রোজ রোজ রাত জেগে শরীর নষ্ট করতে হবে না।"

বাবা হাসিয়া বলেন, "টাকা খরচ করে শরীর নষ্ট করার চেয়ে শরীর নষ্ট করে টাকা পাওয়া ভাল নয়?"

"না, কোনটারই আমাদের দরকার নেই। আর তুমি ওকাজ এনো না।"

বাবা মেঝে হইতে উঠিয়া পড়িয়া গম্ভীর হইয়া বলেন—"তুমি কি ভাব এতে আমার কষ্ট হয় লীলা!"

মা ভারী গলায় বলেন—"কিন্তু আমাদের ত হয়! আমাদের এমনিই বেশ চলে যাবে! তোমায় এমন করে শরীর পাত করতে হবে না।"

বাবা বলেন, "ওকথা বোলো না লীলা! আমায় একটু অন্ততঃ প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।"

দুজনের আর কোন কথা হয় না। বাবা কাজ সারিয়া কত রাত্রে যে ঘুমাইতে যান তাহা বিন্থু জানিতেই পারে না।

যে পাড়ায় বিনুরা থাকে, সে পাড়ার বাসিন্দাদের অবস্থা যে তাহাদের অপেক্ষাও খারাপ এটুকু বিনুও বুঝিতে পারে। মার কথাবার্ত্তা ইসারা ইঙ্গিত হইতে এটুকুও সে বুঝিয়াছে যে তাহাদের সহিত মেলা-মেশা করা উচিত নয়। আগের বাড়িতে থাকিতে কোন কোন দিন তাহার মা পাড়ায় বেড়াইতে যাইতেন। কিন্তু এখানে মা কাহারও :বাড়ি যান না। পাড়ার মেয়েরাও কেন বলা যায় না তাহাদের বাড়ি আসে না।

পাড়ার ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে বিনুর একটু ভাব করিতে ইচ্ছা হয় নাই এমন নয়। কিন্তু তাহার বয়সী যে কয়টি ছেলে মেয়ে আছে, তাহারা কেমন যেন তাহাকে এড়াইয়া চলে। বিনু তাই একলাই থাকে।

কিন্তু ইহার ভিতর একদিন তাহার এক জনের সঙ্গে ভাব হইয়া গেল। ভাব হইয়া গেল একটি মেয়ের সঙ্গে।

মেয়েটি বয়সে তাহার অপেক্ষা কিছু বড়ই হইবে। কিন্তু যেমন রোগা তেমনি কালো। সুন্দর কুৎসিত বিচার করিবার বয়স হইলে বিনু হয়ত বুঝিতে পারিত যে মেয়েটিকে বিধাতা সকল রকম শ্রী হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

তাহাদের বাড়ির খানিক দূরেই তাহাদের মাটির ঘর। কাঠের তক্তা দিয়া তাহাদের বাড়িতেও নর্দ্দামা পার হইয়া যাইতে হয়।

বিনু অনেক দিন মেয়েটিকে এক তাল গোবর লইয়া

সামনের মাঠের উপর ঘুঁটে দিতে দেখিয়াছে। আলাপ করিবার কথা অবশ্য মনেও হয় নাই। মেয়েদের সহিত আলাপ করিবার তাহার ইচ্ছাই কোন দিন ছিল না।

কিন্তু সেদিন তাহার পাহাড় হইতে হঠাৎ একটা মস্ত বড় বাঘের তাড়া খাইয়া প্রাণপণে দৌড়াইতে দৌড়াইতে বিনু অসাবধানে মাঠের উপর শুকাইতে দেওয়া কয়েকটা ঘুঁটে ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

আর যায় কোথায়! মেয়েটি গোবরমাখা হাতে কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সে যে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল বিনু জীবনে তাহা শোনে নাই। সেগুলি গালাগাল এইটুকু মাত্র বুঝিয়া সে মুখ চোখ লাল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটির মুখ হইতে যেরকম অনর্গল ধারে গালাগালির স্রোত বহিতেছিল তাহাতে বাঘে তাড়া করিলে মানুষের যে দিগ্বিদিকজ্ঞান থাকা স্বাভাবিক নয় এটুকু তাহাকে বোঝাইবার অবসর পাওয়া অসম্ভব!

মেয়েটি নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য একবার একটু থামিতে বিনু শুধু বলিল—"আমি কি দেখে ভেঙ্গেছি।"

কিন্তু ইহাতে অগ্নিতে ঘৃত প্রয়োগ করা হইল মাত্র।

"ওমা, ঘুঁটে ভেঙ্গে আবার মুখ নাড়া দেওয়া! দেখতে পাওনি? কেন কাণা নাকি, চোখের মাথা খেয়ে এসেছ নাকি?"

হাজার লাজুক হইলেও ওইটুকু একটা মেয়ের মুখ হইতে এত

কথা শুনিতে বিনু প্রস্তুত নয়। সে একটু রাগিয়া বলিল, "যা তা বোলোনা বলছি, শুধু জুটো ত' ঘুঁটে ভেঙেছে।"

মেয়েটি এবার শুধু গালাগালি দিয়াই সন্তুষ্ট হইল না। "তবে রে হতচ্ছাড়া ছেলে—ঘুঁটে ভেঙে আবার 'চোপরা! দেব মুখখানা গোবরে রগড়ে!" বলিয়া সে সত্যই বিনুকে তাড়া করিয়া আসিল।

পিছনে গোবরের তাল ছিল, বিনু দেখিতে পায় নাই। ভয়ে পিছাইতে গিয়া গোবরে পা হড়কাইয়া সে অকস্মাৎ চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। মাথায় আঘাত ত' লাগিলই, দেখা গেল গোবরেও সর্ব্বাঙ্গ মাখামাখি হইয়া গেছে। বিনু বেদনায় ভয়ে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যে উলঙ্গ ছেলেগুলা এতক্ষণ বিনুকে গালাগালি খাইতে দেখিয়া কাছে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল তাহারা কেন বলা যায় না বিনুকে পড়িতে দেখিয়া এবার পলাইয়া গেল।

শুধু মেয়েটা কেমন যেন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনুর পায়ে মাথায় মুখে সব জায়গায় গোবর লাগিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু বাড়ি যাইতে সাহস করিল না।

সবে খানিক আগে মায়ের কাছে অনেক অনুরোধ করার পর বাবার আনা নতুন জামাটা মা তাহাকে পরিতে অনুমতি দিয়াছেন। সে জামার এ অবস্থা মাকে সে কেমন করিয়া দেখাইবে। মাথার বেদনার চেয়ে সেই ভয়ই তাহার প্রবল হইয়া উঠিল।

গায়ের ও জামার গোবর সে নিজেই খানিকটা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে জামার দাগ যাইবে কেন? বিনু হতাশ ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পাহাড়ের ধারে গিয়া বসিল। মা যে জানালা হইতে দেখিতে পায় নাই এই তাহার ভাগ্য! মেয়েটা তখনও তেমনি নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বিনু পড়িয়া যাওয়ার পর একটা ঝগড়া বাধিতে পারে জানিয়া তাহার জন্যই সে প্রস্তুত ছিল। বিনু যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া এমন অসহায় ভাবে কাঁদিবে ইহা সে আশা করে নাই। বিনু বলিয়া দিয়া মার খাওয়াইতে পারে এই রকম একটা আশঙ্কা করিয়া যে ছেলেগুলা পলাইয়া গিয়াছিল তাহারা এতক্ষণে আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। একজন কি একটা ঠাট্টাও করিল। কিন্তু এবারে মেয়েটা তাহাদের দাঁত খিচাইয়া এক রকম তাড়াইয়াই দিল।

ছেলেরা এবার একটা নূতন মজা পাইল। মেয়েটির নাম বোধ হয় কালী। 'কালী' 'কেলিন্দী' বলিয়া এবং তাহার সহিত আহার্য্য হিসাবে অচল বিশেষ এক প্রকার কাসুন্দীর একটা অসঙ্গত মিল জুড়িয়া দিয়া তাহারা ছড়া বাঁধিয়া মেয়েটাকে দূর হইতে ক্ষেপাইতে সুরু করিল।

কালী খানিক গালাগালি দিয়া হয়রাণ হইয়া নিজের মনে আবার ঘুঁটে দিতে সুরু করিয়া দিল। কিন্তু বেশীক্ষণ নিজের কাজ করিতে সে পারিল না। খানিক বাদেই দেখা গেল বিনুর কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে।

তাহাকে দেখিয়া বিন্থ কান্না থামাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু কথা বলিল না। কালী নিজে হইতেই বলিল, "জামা কাপড় ধুয়ে ফেলবে না?"

বিন্থ তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

কালী কিন্তু হঠাৎ তাহার মনের কথাটি অনুমান করিয়া বলিল—"বাড়ি গেলে মা বকবে বুঝি?"

বিন্থ এবার আর কান্না রোধ করিতে পারিল না। কালী নীচু হইয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া চুপি চুপি বলিল—"কাঁদে না, আমাদের বাড়ী গিয়ে ধোবে চল, মা জানতে পারবে না!"

যে মেয়েটার জন্য এত কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহারই সহিত তাহাদের বাড়ি যাইতে বিন্থুর ইচ্ছা ছিল না কিন্তু সে বাধা দিতে পারিল না। কালীর হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়িই বিন্থুকে যাইতে হইল।

ইহার আগে এত নোংরা এত দরিদ্র কাহারও বাড়িতে বিন্থ কখনও যায় নাই। কালীদের ঘরত্নয়ারের অবস্থা দেখিয়া সত্যই সে অবাক হইয়া গেল। এ রকম বাড়িতে এমন অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে এ ধারণা তাহার ছিল না। অপরিচিত বাড়িতে লজ্জাও তাহার কম করিতেছিল না। বিশেষতঃ সে বাড়িতে ঢুকিতেই অপরিচিত একটি স্ত্রীলোক যখন বলিয়া উঠিল—"ও আবার কাদের ছোঁড়াকে নিয়ে এলিরে কালী?"

কালী অবশ্য তৎক্ষণাৎ ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"ছোঁড়া

নয় গো ছোড়া নয়, টিনের চালের বাড়ির ভাড়াটেদের ছেলে। ওর বাবা আফিসে চাকরী করে!" স্ত্রীলোকটি তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া যেন অত্যন্ত বিরক্তিভরে 'হুঁ' বলিয়া চলিয়া গেল।

বিনুর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। কিন্তু কালী ছাড়িল না। তাহাকে কোথা হইতে একখানা ময়লা কাপড় আনিয়া পরাইয়া একটা অন্ধকার ঘরে বসাইয়া রাখিয়া সে নোংরা কাপড় জামাগুলা কাচিতে লইয়া গেল এবং খানিক বাদে সেগুলা এক রকম পরিষ্কার করিয়া লইয়া আসিয়া বলিল —"একটু সাবান পেতুম ত একেবারে ধবধবে করে দিতুম, দেখতে! যাকগে এখন আর তত বুঝতে পারবেনা। বোলো কাদায় পড়ে গিয়ে রাস্তার কলে ধুয়ে ফেলেছি!"

সে যুক্তি মার কাছে কতদুর টিঁকিবে তাহা বিনু জানেনা, কিন্তু ইহার চেয়ে ভালো কোন কথা তাহার মনেও পড়িল না।

ভিজা কাপড় জামা পড়িয়াই সে বাড়ি চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কালী তাহাকে পিছন হইতে ডাকিল।

বিনু ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কি?"

কালী অত্যন্ত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার ওপর রাগ করনি?"

একটু বিব্রত হইয়া কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া বিনু বলিয়া ফেলিল—"আগে করেছিলুম।"

"আর এখন?"

"এখন করিনি" বলিয়া বিনু হাসিয়া ফেলিল।

কালীও হাসিয়া ফেলিয়া বিনুর একটা হাত ধরিয়া হঠাৎ গলার স্বর নামাইয়া বলিল—"একটা কথা বলব ?"

বিনু অবাক হইয়া বলিল—"কি ?"

কালী তেমনি চুপি চুপি বলিল—"আমার বড্ড ইচ্ছে করে। তোমাদের বাড়ি একদিন যাব ? তোমার মা কি তাহ'লে বকবে ?"

বিনু গম্ভীর হইয়া খানিক মায়ের মনোভাব বিচার করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিল—"না, যেওনা।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। অন্ধকারে কালীর মুখের ভাব অবশ্য বোঝা গেল না।

বিস্ময়ের কথা এই যে মা সে দিন বিনুকে বকিলেন না। বকা দূরের কথা মা বরং সস্নেহে তাহার ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া দিয়া কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় পড়ে গিয়েছিলি বাবা ?"

মায়ের স্নেহের স্বরে একটু আশ্চর্য্য হইলেও বিনু ভয়ে ভয়ে তাহার পড়িয়া যাওয়ার কথা জানাইল। শুধু কালীর জামা কাপড় ধুইয়া দিবার কথা সে বলিতে পারিল না। মা কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই আদর করিয়া বলিলেন—"তাই বুঝি নিজে নিজে জামা কাপড় ধুয়ে এনেছিস্ ভয়ে ভয়ে। পাগলা ছেলে, পড়ে গেলে কি আমি বকৃতে পারি!"

বিনু মায়ের কোলে মাথা রাখিযা চুপ করিয়া রহিল। সত্যই মা আজকাল আর বকে না। তাহাদের বাড়ির আজকাল যেন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মার মুখে দুশ্চিন্তার সে ছায়া আর দেখা যায় না। যেন মুখে প্রসন্ন হাসি সদাই লাগিয়া আছে। কোন দিন যে তাহাদের বাড়িতে অশান্তি ছিল সে কথা আর যেন মনেই পড়ে না।

বিনুকে পড়াইতে বসাইয়া মা কাজ করিতে উঠিয়া গেলেন কিন্তু খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে আজ শনিবার না?" তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজের মনেই বলিলেন "শনিবার ত' এত দেরী হয় না!"

মা একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন বোঝা যায়। বাবার আজকাল কোন দিন দেরী হয় না। শনিবার দিন বিকালের

আগেই তিনি বাড়ি আসেন। রাতের পর রাত তাঁহার জন্য যে একদিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া কাটাইতে হইয়াছে একথা আর বিনুর মার মনেই যেন নাই। কিছুক্ষণ পরেই রান্নাঘর হইতে মা ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ্ ত বিনু, দরজার কড়া ন'ড়্ল যেন!"

বিনু কান পাতিয়া খানিক শুনিবার চেষ্টা করিয়া বলে—"কই না ত মা!"

"আচ্ছা তুই পড়।"

খানিক বাদে সত্যই দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। বিনুর মা রান্নাঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দরজা খুলিতে খুলিতে বলিলেন—"আজ এত দেরী হ'ল যে!"

কিন্তু দরজা খুলিয়া তিনি লজ্জিত ও অপ্রস্তত হইয়া পড়িলেন। গোয়ালা দুধ দিতে আসিয়াছে।

দেরী হওয়ার কথায় গোয়ালা অবাক হইয়া আপত্তি জানাইল। বিনুর মা কিছু বলিতে পারিলেন না। গোয়ালা চলিয়া গেলে বিনুর মা হাসিয়া বলিলেন—"আজ এলে খুব করে বকে দিস্ ত বিনু। আজ না তোকে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা ছিল!"

সকাল বেলা বাবা এই রকমই একটা আশ্বাস দিয়াছিলেন এতক্ষণে বিনুর মনে পড়িল। কথা না রাখায় বাবার উপর একটু অভিমানও যে না হইল তাহা নয়, তবু বাবার দেরী করিয়া আসার ভিতর খুব বেশী দুঃখিত হইবার সে কিছু পাইল না।

মা যেন তাহার মনে হইল অকারণে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

পড়িতে পড়িতে সে বুঝি একটু ঘুমের ঘোরে ঢুলিতেছিল। মা রান্নাঘর হইতে আসা-যাওয়ার সময় তাহা দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"ঘুমোস্ নি বাবা। আমার রান্না হয়ে গেল বলে। উনি এলে এক সঙ্গেই খাবি কেমন!"

কিন্তু মার রান্না হইয়া গেল তবুও বাবার আসিবার নাম নাই। বাবা এ বাড়ীতে আসা অবধি এত দেরী কখনও হয় নাই। ঘুমে চোখ জড়াইয়া না আসিলে মার মুখ যে ক্রমশঃ কাতর হইয়া উঠিতেছে সে দেখিতে পাইত।

বিনুকেই তিনি কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত দেরী হচ্ছে কেন বল ত বিনু?"

বিনু সে কথার কি উত্তর দিবে। অত্যন্ত ঘুম পাইলেও লজ্জায় সে ক্ষুধার কথা বলিতে পারিতেছিল না। কেন বলা যায় না নিজে হইতে খাবার কথা বলিতে তাহার বাধে, এমন কি মার কাছেও।

রাত ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল, অপেক্ষা করিয়া করিয়া হতাশ হইয়া মা কখন যে তাহাকে আধঘুমন্ত অবস্থায় খাওয়াইয়া দিয়াছেন, তাহা বিনু ভাল করিয়া টেরই পায় নাই।

হঠাৎ বিনুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একটু একটু করিয়া নয়, তাহার মনে হইল তন্দ্রার ঘোর যেন তাহার এক মুহূর্ত্তে একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। ভীত ত্রস্ত হইয়া সে বিছানার উপর

উঠিয়া বসিল। বাড়ীতে কি যেন একটা ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল চলিতেছে। কি যে হইতেছে ভাল করিয়া বুঝিবার তাহার ক্ষমতা নাই—তবু অজানা আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল।

মা ঘরে নাই। তাহাদের বাহিরের দরজায় কে যেন জোরে পদাঘাত করিতেছে। পরমুহূর্ত্তে মার উচ্চ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল—"কি দরকার ছিল আসবার? শেষ রাতটুকু কাটিয়ে এলেই ত পারতে।"

দরজায় আবার পদাঘাতের শব্দ শোনা গেল, তাহার পর তাহার বাবার অস্বাভাবিক রূঢ় গলার স্বর, "খোল দরজা, নইলে ভেঙ্গে ফেল্‌ব বলছি।"

"ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভেঙ্গেই ফেল, খুলব না আমি কিছুতে!" তাহার মাকে এমন উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে আর কখনও বিনু শোনে নাই। বিছানা হইতে সভয়ে নামিয়া সে ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাইরের দরজা বাবার আঘাতে মড়্‌মড় করিয়া উঠিতেছে। তাহার মা নিকটেই দাঁড়াইয়া আছেন।

হঠাৎ পাড়ার মধ্যে কেলেঙ্কারীর কথাটা স্মরণ করিয়া কিনা বলা যায় না বিনুর মা দরজাটা খুলিয়া দিলেন। কিন্তু কেলেঙ্কারীর কিছু বাকী রহিল না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সামলাইয়া লইয়া বাবা মার মুখের কাছে গিয়া হাত পা

নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া কি-যে বলিলেন ভাল করিয়া বিনু শুনিতে পাইল না, কিন্তু তাহার মায়ের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। মা বলিতেছিলেন—"কেন দরজা বন্ধ রাখব না শুনি, রাত তিনটের সময় বাড়ী ঢুকতে লজ্জা করে না!"

বাবা টলিতে টলিতে ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বলিলেন,—"আমার খুশী, রাত তিনটেয় বাড়ি ঢুকবো! তোমার ঘ্যান-ঘ্যানানি অনেক সয়েছি তাই তোমার আস্পর্দ্ধা এত বেড়েছে।"

বাবা বিনুর পাশ দিয়াই দরজায় একবার টাল খাইয়া ঘরে ঢুকিলেন, কিন্তু বিনুকে তিনি লক্ষ্য করিলেন না।

"আমার স্পর্দ্ধা বেড়েছে?" রাগে ক্ষোভে দুঃখে মার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনাইতেছিল। বাবার পিছু পিছু দাওয়ায় উঠিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "রাত দুপুরে মাতাল হয়ে তুমি বাড়ী ফিরবে, তাই মুখ বুঁজে না সইলেই আমার স্পর্দ্ধা হয়!—কেন আমি কি তোমার কেনা বাঁদী?"

বাবা ঘরের চৌকাঠের কাছে তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কটু কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"চুপ, চেঁচিও না।"

"কেন চেঁচাব না, যার স্বামী তোমার মত ইতর তার আবার মানসম্ভ্রম কিসের?" বিনুর মার স্বাভাবিক জ্ঞান যেন লোপ পাইয়াছে। এমন ভাবে উত্তেজিত তিনি কখনও হন নাই। স্বামীর এবারকার পরিবর্ত্তন গভীরভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই এই আকস্মিক আঘাত তাঁহাকে বুঝি এতখানি বিচলিত করিয়াছিল। অনেকখানি আশা করিবার সুযোগ দিয়া স্বামী

যেন তাঁহাকে শেষ মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। শান্তিময় সংসারের যে স্বপ্ন তিনি অনেক কষ্টে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এমন ভাবে তাহা ধূলিসাৎ হইবার পর আর যে তাহার পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে না, মনের গোপনে তিনি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর আশাহত অন্তরের শেষ আর্ত্তনাদ তাই এমনি ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

মা আবার বলিলেন—"চিরদিন চুপ করে থেকেছি বলেই ত আমার এই দুর্দ্দশা তুমি করেছ।"

"তবে চেঁচাও" বলিয়া মাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বাবা ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। ঠেলাটা যে অত জোর হইবে তাহা বাবাও বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই। বিনু শিহরিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। সামলাইতে না পারিয়া মা দাওয়ার উপর হইতে একেবারে উঠানে সজোরে পড়িয়া গেলেন।

বিনু আতঙ্কে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যেমন ভাবে পড়িয়াছিলেন তেমনি ভাবেই মা উঠানের উপর পড়িয়া রহিলেন—শুধু তাঁহার চাপা কান্নার শব্দ অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে শোনা যাইতে লাগিল।

বাবা ঘরের ভিতর হইতে আর বাহির হইলেন না।

বিনুর সমস্ত বোধশক্তি যেন লোপ পাইয়াছে। কি যে হইয়া গেল ভাল করিয়া কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। শুধু নিজেকে তাহার একান্ত অসহায়, একান্ত পরিত্যক্ত বলিয়া মনে হইতেছিল।

পৃথিবীতে তাহার কথা কাহারও মনে নাই—সে একান্ত অনাবশ্যক। নিজের অজ্ঞাতেই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল, কিন্তু সে কান্না কেহ লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে সে সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িল সে জানে না।

ভোর বেলাতেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মা উঠানের ধারে একটি হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া আছেন। তাহার দিকে একবার তিনি চাহিলেন, কিন্তু সে দৃষ্টি একেবারে উদাসীন। এক রাত্রে মার যেন কত বড় একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

কি করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিনু উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে ভয়ে একবার ঘরের দিকে গেল। বাবা খালি মেঝের উপরই জামা কাপড় জুতা সমেত চিৎ হইয়া শুইয়া গভীর ভাবে ঘুমাইতেছেন। সেইখান হইতে ফিরিয়া মায়ের কাছে একবার দাঁড়াইল। মা কোন প্রকার সাড়া দিলেন না। উদ্গত অশ্রু কোন রকমে দমন করিয়া বিনু ধীরে ধীরে বাহিরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। দরজা রাত হইতে তেমনি খোলাই আছে।

হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। অত ভোরেও কালী তাহাদের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চুপি চুপি সে ডাকিল—"শোন।"

কাহারও সঙ্গ এখন বিন্নুর ভালো লাগিতেছিলনা। তাহার গভীর নিঃসঙ্গতার বেদনায় কাহারও সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা নাই একথা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে। তবু কালীর ডাকে যন্ত্রচালিতের মত সে আগাইয়া গেল।

তাহার মনের অবস্থা কালী বুঝিয়াছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু তাহার পিঠে একটা হাত দিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়া ছাড়া কোন কথা বলিবার চেষ্টা সে করিল না।

ইটের পাঁজার একধারে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর কালী হঠাৎ আঁচল দিয়া বিন্নুর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"তোমাকে মারেনি ত ?"

বিন্নু বলিল "না।"

কালী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আমার বাবাও মদ খেত—খুব মদ খেত।" কেন বলা যায় না কালীর বাবার সহিত তাহার বাবার তুলনাটা বিন্নুর মোটে ভাল লাগিল না। কালী যে তাহাদের গত রাত্রের কথা জানিতে পারিয়াছে ইহাতেও সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল।

তাহার পর দিন অবশ্য যায়, কিন্তু তেমন করিয়া নয়। সেই রাত্রিটাই তাহাদের সংসারের উপর গভীরভাবে নিজের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

বাবা অবশ্য তাহার পর দিনই ঘুম হইতে উঠিয়া অনুতাপে

অনুশোচনায় কাতর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনি কোথায় যাইতেছিলেন বলা যায় না। মাঠে বিনুকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বলিয়াছিলেন, "এইটে তোমার মাকে দিয়ে আসতে পারবে বাবা ?"

একটা রুমালে বাঁধা অনেকগুলো টাকা ও নোট দেখিয়া বিনু অবাক হইয়া গিয়াছিল। এ সময়ে দিলে মা লইবেন কিনা সে বিষয়ে বিনুর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু মার কাছে গিয়া দাঁড়াইতে মা তাহা লইতে আপত্তি করেন নাই। সে লওয়ার ভিতর উৎসাহ অবশ্য ছিল না। রাতের ঘটনার পর মা যেন কেমন অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। কিছুতেই যেন তাঁহার আর গা নাই।

বিনু বলিয়াছিল—"বাবা দিলে, মা।"

মা 'হুঁ' বলিয়া সায় দিয়াছিলেন।

বিনু বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছিল বাবা তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত দ্বিধাভরে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"নিয়েছে ?"

বিনু মাথা নাড়ায় একসঙ্গে বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন।

তাহার পরও কয়দিন অবশ্য বাবা মার সামনে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া কথা বলেন নাই। বিনুর মধ্যস্থতায় উভয়ের কথাবার্তা হইয়াছে। কিন্তু সে বেশী দিন নয়।

একদিন দেখা গেল আবার দুজনের মিল হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সত্যকার মিলন তাহা বুঝি নয়। বিনুর মা কেমন যেন আজকাল বিনুর বাবাকে ভয় করিয়া চলেন। বিনু বড় হইলে বুঝিতে পারিত আগেকার সে সহজ সম্বন্ধ দু'জনের মধ্যে নাই। একটি রাত্রি দুইজনকে পরস্পরের নিকট হইতে অনেকখানি পৃথক করিয়া দিয়াছে।

সেই রাত্রির শারীরিক নয়, মানসিক আঘাত অপ্রত্যাশিত বলিয়াই হয়ত অত্যন্ত নিদারুণ হইয়াছিল। বিনুর মার আত্মমর্য্যাদাবোধের মূল পর্য্যন্ত তাহাতে শুকাইয়া গিয়াছে। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে অন্যান্য অনেক সাধারণ মেয়ের মত সে মর্য্যাদাবোধ কোনদিনই তাঁহার গভীর ছিল না; কখনও তাহার পরীক্ষা হয় নাই বলিয়াই তাহা কোন মতে এতদিন টিকিয়া ছিল। জীবনের প্রথম আঘাতে তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। স্বভাবতঃ তিনি নম্র। সে নম্রতা এখন যেন ভীরু দীনতায় নামিয়া আসিয়াছে।

বাহির হইতে দেখিলে বিনুদের সংসারে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে না। শুধু অর্থের অনিশ্চয়তাটা একটু বাড়িয়াছে। কোনদিন বা তাহাদের সংসারে সকল জিনিষের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তাহার পর হয়ত বহুদিন ধরিয়া অভাবের আর সীমা থাকে না।

সংসার সম্বন্ধে বিনুর অবশ্য কৌতূহল নাই, কৌতূহল

থাকিবারও কথা নয়। কিন্তু টুক্‌রাটাক্‌রা অনেক কথা তাহার কানে আসিয়াছে। সে রাত্রে বাবা যে ঘোড়দৌড় খেলিয়া অত টাকা জিতিয়া আসিয়াছিলেন সে তাহা জানে।

ঘোড়দৌড় খেলা জুয়া বলিয়া সে সম্বন্ধে মা বুঝি একটু মৃদু আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবা বুঝাইয়াছিলেন জুয়ায় হার হইলেই তাহা খারাপ, জিতিলে নয়। প্রথম যেদিন হার হইবে সেইদিনই তিনি ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন—ততদিন পর্য্যন্ত উপরি টাকা যদি আসে ত আসুক না।

মার ইহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছু ছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু তিনি কিছু বলেন নাই। তাছাড়া উপর্য্যোপরি কয়েকবার অনেক টাকা লইয়া আসায় মাকে খুশীই হইতে দেখা গিয়াছিল।

বাবা অবশ্য তাঁহার কথা মত কাজ করেন নাই। গত কয়েকবার তাঁহাকে শুষ্কমুখে শূন্যহাতে ফিরিতে দেখা যাইতেছে। বিস্ময়ের কথা এই যে মাও তাঁহাকে পূর্ব্বের শপথ স্মরণ করাইয়া দিতে একেবারে ভুলিয়া গেছেন। মায়ের পরাজয় যে সম্পূর্ণ হইয়াছে সে কথা বিনু কেমন করিয়া জানিবে।

শুধু সে লক্ষ্য করে যে মা আজকাল একটু উৎসাহের সহিত বাবার ঘোড়দৌড়ের কথাতেও যোগদান করেন। ভাগ্য-পরীক্ষার আগের দিন সকালে হয়ত মা বলেন—"দেখ, আজ

সরষের তেলের ভাঁড়টা বার করতে গিয়ে দেখি, ভেতরে চারটে আরসুলা পড়েছে।”

কথাটা বলিয়া বিন্নুর মা উৎসুক ভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকান।

বিন্নুর বাবা সকালে উঠিয়াই দাওয়ায় বই-কাগজ লইয়া রেসের হিসাব কষিতে লাগিয়া গিয়াছেন। পেন্সিলটা কাগজ হইতে তুলিয়া হাসিয়া বলেন—“তার মানে আজ চার নম্বর আসচে কেমন?”

“যাঃ আমি বুঝি সেই কথা ভাবছি—” বলিয়া বিন্নুর মা চলিয়া যান, কিন্তু খানিক বাদেই ঘুরিয়া আসিয়া বলেন—“তুমি আমার কথা শুনে খেলে দেখো আজ ঠিক চার নম্বর আসবে।”

বিন্নুর বাবা হাসিয়া বলেন—“আচ্ছা।”

কোন দিন বা ঘোড়দৌড়ে কি ভাবে হঠাৎ লোকে বড় লোক হইয়া যায় এবং কে কে তাহা হইয়াছে বাবা তাহার গল্প করেন।

মা অনেকক্ষণ শুনিবার পর জিজ্ঞাসা করেন—“আচ্ছা তুমি একদিন ওই রকম কেউ খেলেনি এমন একটা ঘোড়া খেলতে পারনা?”

বাবা হঠাৎ ধমক দিয়া বলেন “যা বোঝনা তা নিয়ে যা তা বল কেন? সে রকম ঘোড়া খেললেই আসে নাকি?” বাবার মেজাজ আজকাল সহজেই গরম হইয়া উঠে, মায়ের প্রতি ব্যবহারেরও আজকাল তাঁহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

মা চুপ করিয়া যান। কিন্তু কৌতূহল তাঁহার দূর হয় না। খানিক বাদে আবার বলেন—"আচ্ছা একদিনে ঠিকমত টিপ্ মিলে গেলে একশ টাকা থেকে কত টাকা করা যায়?"

বাবা বলেন,—"তা দশ হাজার হতে পারে!"

মা সবিস্ময়ে শব্দটিকে যেন উপভোগ করিতে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন—"দ-শ—হা-জা-র!" নিত্যকার অসচ্ছলতার মধ্য হইতে বিনুর মার অর্থলাভের অনায়াস-সাধ্য পদ্ধতিতে লোভ জন্মিয়াছে। তাঁহার অধঃপতন সম্পূর্ণ।

বিনুর এ সমস্ত টাকার কথা শুনিতে মন্দ লাগে না। শনিবার সন্ধ্যার পর বাবার আসিবার আগে মার উদ্বেগ এক একদিন তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া যায়। কিন্তু সে ক্ষণিক।

এদিকে তাহাদের সংসারে গ্লানির অন্ত নাই—সে গ্লানি বিনুকেও স্পর্শ করে না এমন নয়।

সকালে হয়ত তাহাদের দরজায় আসিয়া কেহ তাহার বাবার নাম ধরিয়া ডাকে। বিনুর বাবা মাকে ইসারায় আহ্বান করিয়া কি যেন বলেন। মা বিনুর কাছে আসিয়া তাহাকে যাহা বলিতে শিখাইয়া দেন, তাহাতে বিনু প্রথমটা অবাক হইয়া যায়, তাহার পর ব্যাপারটাকে অত্যন্ত মজা বলিয়াই তাহার মনে হয়।

বাড়ির ভিতর হইতে বিনু চেঁচাইয়া বলে—"বাবা বাড়ি নেই!" কিন্তু বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। কিন্তু মা যখন সঙ্গে সঙ্গে চোখ রাঙ্গাইয়া ওঠেন, তখন ব্যাপারটা শুধু আমোদের নয় বলিয়া কেমন অস্বস্তিকর সন্দেহ তাহার মনে

জাগে। তাহার মন কি কারণে যে পীড়িত হইয়া উঠে সে ভালো বুঝিতে পারে না।

প্রত্যক্ষভাবে একটু আধটু অপমান তাহাকেও ভোগ করিতে হয়। তাহাদের গলিপথ ছাড়াইলেই সদর রাস্তার উপরে মুদির দোকান। বিনুকেই আজকাল অনেক সময়ে সেখান হইতে জিনিষপত্র আনিতে হয়।

মা বুঝি তাহাকে কি আনিতে ফরমাস করিয়াছেন।

বিনু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলে—"আমি ডাল আন্‌তে যেতে পারব না।"

বিনু অবাধ্যতা করিবার মত ছেলে নয়। মা অবাক হইয়া বলেন—"সে কিরে, পারবিনা কেন?"

বিনু কিন্তু মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া থাকে। মা আবার জিজ্ঞাসা করেন—"পারবিনা কেন বল্? তুই না পারলে কি আমি আনব?"

বিনু তথাপি কোন সাড়া দেয় না। মা এবার একটু উচ্চস্বরেই বলেন—"কথার উত্তর দিচ্ছিস্ না যে বড়?"

বিনু কাতর হইয়া মার মুখের দিকে তাকায়, তারপর ভারী গলায় বলে—"ওরা বাকী পয়সা চায়, না দিলে যা তা বলে।"

মা ধমক দিয়া বলেন—"পয়সা চায়, পয়সা দেওয়া হবে। পয়সা কখন দেওয়া হয়নি না আর দেওয়া হবে না? তার জন্যে আবার যা তা বলবে কি? তুই যা ত—বলিস্ এই শনিবার দিয়ে দেবে।"

ধমক খাওয়া বিনুর অভ্যাস নয়। তাহাকে সেই যাইতেই হয় কিন্তু মন তাহার অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়। মুদির কাছ হইতে কথা শোনার অপমান যে কত তাহা সে মাকে কেমন করিয়া বুঝাইবে! তাছাড়া অনেক শনিবারের আশ্বাস ইতিমধ্যে মুদিকে দেওয়া হইয়াছে, শনিবারের প্রতি তাহার নিজেরই আর আস্থা যে নাই।

বিনু যাহা ভয় করিয়াছিল মুদির দোকানে তাহাই ঘটে।

ভগবান দাস শুষ্ক মরুভূমির দেশের লোক। হয়ত শুধু পিতলের লোটা সম্বল করিয়া সেও এই সুজলা সুফলা দেশে ভাগ্য পবীক্ষা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু ঘটি তাহার আকারে সম্ভবতঃ বাড়িলেও সেই পিতলেরই রহিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে মরুভূমির চিহ্ন স্বরূপ চেহারার শ্রীহীন শুষ্কতাটুকুও তাহার বাঙ্গলা দেশের মোলায়েম আবহাওয়া দূর করিতে পারে নাই।

জীর্ণ দেহের হাড় পাঁজরা সমস্ত বাহির করিয়া কোমরে মাত্র একটা ময়লা ছয় হাতি কাপড় জড়াইয়া ভগবান তাহার দোকানের মাচার উপরে বসিয়া দোকানদারী করে। নেহাৎ দায়ে না পড়িলে বোধ হয় কেহ তাহার দোকানে সওদা করিতে আসে না, কারণ স্বভাব তাহার অত্যন্ত খিটখিটে। বাঙ্গলায় আসিয়া আর কিছু না শিখুক এ দেশের ভাষার কটুকথাগুলি সমস্তই সে আয়ত্ত করিয়াছে। দাঁত খিচাইবার সুবিধা পাইলে ভালো মন্দ কোন খরিদ্দারকেই সে রেহাই দেয় না। তাহার উন্নতি না হইবার কারণই বোধ হয় এই। এ পাড়ার লোকের

দায় অত্যন্ত বেশীই বোধ হয়। দোকানে ভীড় লাগিয়াই আছে।

বিমু গিয়া একধারে চুপ করিয়া দাঁড়ায়। ভীড় না কমিলে তাহার পাইবার আশা নাই সে জানে। কিন্তু ভগবান দাসের অজীর্ণ রোগ কোনও কারণে সে দিন অতিরিক্ত রকম বাড়িয়া থাকিবে। বিমুকে দেখিতে পাইয়াই সে কালো ছোপ লাগান দাঁতের মাড়ি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া বলে—"কি খোকা বাবু, খবর কি? টাকা আনিয়েছো?"

বিমু লজ্জিত হইয়া বলে, "না, টাকা শনিবার দেবে, মা আধসের অড়হর ডাল চাইলো।"

ভগবান দাস ঠোঙ্গায় করিয়া কাহার জন্য নূন ওজন করিতেছিল। বাঁটখারাটা সজোরে কাঠের তক্তার উপর নামাইয়া রাখিয়া সে বলে,—"আর চাল চাই না? আটা, ঘিউ, নূন, তেল?"

বিমু প্রথমটা হতভম্ব হইয়া যায়। ভগবান দাস তখনও বলিয়া চলে "আমার দোকানটা! আমার মাথা!"

জিনিষ কিনিতে যাহারা জড় হইয়াছিল তাহারা সকলে হাসিয়া উঠে। বিমুর কাণের মূল হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

ভগবান দাসের কথা তখনও ফুরায় নাই, সে উত্তেজিত ভাবে বলিতে থাকে—"ডাল নিতে পাঠিয়েছেন, ডাল! ডাল আমি এখানে বিলাইতে বসেছি না! পাঁচ হপ্তা হয়ে গেলো একটা পয়সা পাঠিয়েছে তোর মা? খালি শনিবার আর শনিবার।"

খরিদ্দারের ভিতর একজন রসিকতা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, ভগবানের কাছে তাহার ধারও কম নয়! বলে, "শনিবারে দেবার কথার মানে বুঝলে না, ওর বাবার টাকা যে ঘোড়ার ল্যাজে বাঁধা।"

সকলে আবার হাসিয়া উঠে! কিন্তু দুঃখে অপমানে বিনু কান্না আর চাপিয়া রাখিতে পারে না, সেই খানে কাঁদিয়া ফেলিয়া সে ধীরে ধীরে দোকান হইতে চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করে। কিন্তু যাওয়াও তাহার হয় না। ভগবান দাস পিছন হইতে দাঁত খিচাইয়া ডাকিয়া বলে—"ঈস্ রেগে একেবারে চলেই যায় যে!" তাহার পর তাহার হাতে একটা ঠোঙা দিয়া বলে, "নে, আজ দিলাম, কিন্তু এবার শনিবার টাকা না দিলে তোর বাবার কাপড় কেড়ে নিব রাস্তায়!"

মায়ের কথা ভাবিয়া সেই ঠোঙাটি যে তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত হাত পাতিয়া লইতে হয় এই অপমানটিই বিনুর সবচেয়ে বেশী বাজে।

শিশু-মনকে মুকুলে বিনষ্ট করিবার জন্য যে সমস্ত আয়োজন, উপকরণ ও আবেষ্টনের প্রয়োজন, বিনুর চারিধারে তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। গৃহের এই গ্লানিকর আবহাওয়ার ঊর্দ্ধে মাথা তুলিতে না পারিলে হয়ত আরও অনেক শিশুর মতই বিনুর জীবন লইয়াও লিখিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু বিনু হঠাৎ গৃহের বাহিরে নূতন এক অবলম্বন পাইয়া বাঁচিয়া গেল। তাহাদের সংসারের কলঙ্কের ছাপ তাহার গায়ে লাগিবার সুযোগ পাইল না।

বিনু আজকাল যে নূতন স্কুলে পড়ে সেখানে তাহার এক বন্ধু জুটিয়াছে। ছেলেটি নিজে সাধিয়া তাহার সঙ্গে ভাব না করিলে বিনু তাহার সহিত আলাপ করিতে সাহস করিত কিনা সন্দেহ। বিনু স্বভাবতঃই লাজুক, তাহার উপর মানুষের অবস্থার প্রভেদ সম্বন্ধে সে আজকাল অতিমাত্রায় সচেতন হইতে বাধ্য হইয়াছে। যে ছেলে দরওয়ান সঙ্গে করিয়া ঝকঝকে মোটরে নিত্য অমন নূতন নূতন জামাজোড়া পরিয়া স্কুলে আসে এবং স্কুলের মাষ্টাররাও যাহাকে সমীহ করিয়া চলে বলিয়া সন্দেহ হয় তাহার সহিত বিনু বন্ধুত্ব পাতাইতে যাইবে কোন সাহসে।

কিন্তু দেবব্রতের কেন বলা যায় না ক্লাসের এতগুলি ছেলের ভিতর বিনুকেই অত্যন্ত মনে ধরিয়াছে। দুপুরে টিফিনের সময় দেবব্রতের জন্য নিত্য চাকরে খাবার লইয়া আসে। বিনুর ওজর আপত্তি সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া দেবব্রত একদিন জোর করিয়া সে খাবারের ভাগ দিয়া বন্ধুত্ব পাকা করিয়া লইল।

তাহার পর হইতে বিনুকে কোন দিনই সে টিফিনের সময়ে ছাড়ে না। বিনুর স্বাভাবিক কুণ্ঠা ত আছেই, তাহার উপর আছে অন্যান্য ছেলেদের ব্যঙ্গোক্তির ভয়; কিন্তু দেবব্রতকে সে কথা বলা বৃথা। সে বলে, "আমার ভাই একলা খেতে ভাল লাগে না, আর বারণ করলেও মা কত খাবার দেয় দেখেছিস ভাই; একি একলা খাওয়া যায়!"

দেবব্রত বিনুর কাছে একেবারে নূতন জগতের লোক। শুধু বড় লোকের ছেলে বলিয়াই তাহাকে বিনুর অপূর্ব্ব মনে

হয় বলিলে বিমুর প্রতি অবিচার করা হইবে। দেবব্রতের সাজপোষাক ও সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন বিমুকে মুগ্ধ করে বটে, তাহার অর্থস্বাচ্ছল্য বিমুর কাছে দেবব্রতের নিজস্ব একটা গুণ বলিয়া মনে হয় একথাও সত্য, কিন্তু শুধু তাহাতেই সে আকৃষ্ট হয় নাই। দেবব্রতের গুণ অনেক। বিমুর চেয়েও দুর্ব্বল রুগ্ন ওই ছোট ছেলেটির চারিধারে বুদ্ধি ও আনন্দের দীপ্তি যেন ঝলমল করিতেছে। তাহাদের পাঠ্য পুস্তকের সীমানার বাইরে অদ্ভুত সমস্ত প্রশ্ন করিয়া সে মাষ্টারদেরও বিচলিত করিয়া তোলে। অনায়াসে ইংরেজি বলিয়া যায় যেন প্রায় মাষ্টার মহাশয়দেরই মত, আর এমন সব কথা সে বলে যাহা জীবনে বিমু কখনও শোনে নাই, কল্পনাও করে নাই।

স্কুলের ছুটীর পর এক একদিন দেবব্রত জোর করিয়া বিমুকে তাহাদের মোটরে করিয়া লইয়া যায়। বলে "বেশ গল্প করতে করতে যাই ভাই, চ'না, তোদের রাস্তায় নাবিয়ে দেবখন—" মোটরে চড়িতে পাওয়াটা জীবনের পরম সৌভাগ্য মনে করিলেও বিমু সহজে রাজী হয় না। না রাজী হইবার কারণ আছে। মোটরের সুবেশ সোফার ও দারোয়ান তাহার মলিন ছিন্ন বেশভূষার দিকে যে অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে তাকায় এটুকু বিমু বেশ বুঝিতে পারে। নানাভাবে বিমুর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেও তাহারা ত্রুটী করে না। দেবব্রতের জন্য মোটরের দরজা খুলিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে এবং সে উঠিলেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দেয়। একান্ত সরল বলিয়াই বোধ হয়

দেবব্রত এ সব ছোটখাট ব্যাপারের অনেক উর্দ্ধে। ইহার ভিতরকার অপমানটা সে দেখিতে পায় না, শুধু একটু বিরক্ত হইয়া সে বলে, "আঃ দরজা বন্ধ করলে কেন, বিনু যাবে যে!"

তাচ্ছিল্যভরে ভুরু দুইটি কুঁচকাইয়া সোফার বলে—"ওঃ, তাই নাকি? ওঠ ওঠ খোকা, পা দুটো মুছে ওঠ।" সঙ্গে সঙ্গে সে মোটরে ষ্টার্ট দেয়।

দেবব্রতই দরজাটা খুলিয়া ধরে, বিনু অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে খাতা বই গাড়ির পা-দানির উপর রাখিয়া দুইহাত দিয়া ভর দিয়া মোটর চলিয়া যাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে।

নিজের আচরণের অশোভনতায় তাহার নিজেরই লজ্জা হয়; কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়। কিছুক্ষণ পরেই মোটরে চড়িবার গৌরবের কথাও তাহার মনে থাকে না। দেবব্রত এমন অদ্ভুত সব কথা বলে। হঠাৎ হয়ত সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে—"বড় হলে তুই কি হবি বিনু।"

বড় হইলে কি হইবে? কই বিনু কোনদিন ত সে কথা ভাবে নাই, বড় হইলে বাবার মত চাকরী করিবে এবং কিছুতেই মদ খাইবে না ও রেস খেলিবে না এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা তাহার আছে বটে, কিন্তু সে কথা দেবুকে কেমন করিয়া বলা যায়। দেবু অবশ্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই বলিয়া যায়—বড় হইলে সে বিলাত গিয়া ডাক্তার হইয়া আসিবে। শুধু ডাক্তার হইবে না, এমন একটা ঔষধ সে বাহির করিবে যাহাতে মানুষের যক্ষ্মা সারিয়া যায়। তাহার দিদি যক্ষ্মায় মারা গিয়াছে।

বাবা বলিয়াছিলেন, যক্ষ্মার ঔষধ এখনও কেহ বাহির করিতে পারে নাই। সে সেই অসাধ্য সাধন করিবে এবং তাহার পর বিনামূল্যে সমস্ত গরীব লোকের ভিতর ঔষধ বিলাইয়া দিবে।

বিনু অবাক হইয়া এ সমস্ত কথা শোনে। এ সমস্ত কথা তাহার কল্পনার অতীত। বিলাত সাহেবদের দেশ একথা বিনু জানে কিন্তু সেখানে পড়িতে যাইতে হয় এবং যক্ষ্মা বলিয়া একটা ভয়ঙ্কর রোগের ঔষধ বাহির করা অত্যন্ত দরকার এ কথা কে জানিত। পাশাপাশি বসিয়াও দেবুকে তাহার অনেক দূরের ভিন্ন জগতের ছেলে বলিয়া মনে হয়। তাহার প্রতি বিনুর শ্রদ্ধার ও সম্ভ্রমের সীমা থাকে না।

দেবব্রত উৎসাহভরে বলিয়া যায়—"তুইও যদি আমার সঙ্গে যাস্ ত বেশ হয়।" যক্ষ্মার ঔষধ বাহির করা যেমন কাজই হোক দেবুর সহিত যাইতে পাইবার আশায় বিনু তৎক্ষণাৎ খুশী হইয়া সায় দিয়া বলে—"আমিও যাব।"

দেবু হাসিয়া বলে—"তোর সমুদ্রে জাহাজে চড়ে যেতে ভয় করে না ত! আমার করেনা ভাই। ভয় করবে কেন ভাই, এ ত ভারী মজা। আমার এরোপ্লেনে চড়তেও ভয় করে না।"

চিন্তার এ রকম ধারাই বিনুর কাছে নূতন, সে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলে,—"সমুদ্রে জাহাজ ডুবে যায় না?"

দেবু বলে,—"দূর্! ডুবে যাবে কেন, এখনকার সব বড় বড় ষ্টীমের জাহাজ। আমাদের বাড়িটার চেয়েও ঢের বড়, সে কি সহজে ডোবে।"

বিনু সবিস্ময়ে চুপ করিয়া থাকে।

দেবু খানিক বাদে আবার নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলে—"দু একটা মাঝে মাঝে ডোবে কিন্তু সে খুব কম! কেন, তোর ভয় কর্‌ছে নাকি?"

বিনু তাড়াতাড়ি বলে, "না, আমি ত সাঁতার জানি একটু একটু।"

দেবু হাসিয়া ফেলিয়া বলে, "দূর্‌ একটু সাঁতার জান্‌লে বুঝি সমুদ্রে বাঁচা যায়। সমুদ্র দেখিস্‌ নি বুঝি? ওয়ালটেয়ারে আমি দেখেছি সে কি বড় বড় ঢেউ!"

বিনুর সমুদ্র-যাত্রার উৎসাহ অনেকটা ম্লান হইয়া আসিলেও সে জোর করিয়া বলে, "তুই সঙ্গে গেলে আমার ভয় করবে না।"

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দেবুর সঙ্গলাভও বিনুর ভাগ্যে ঘটে না। দুদিন স্কুলে আসিতে না আসিতেই আবার কয়েকদিন দেবুকে দেখা যায় না। মনমরা হইয়া বিনু ক্লাশের এক ধারে বসিয়া থাকে। ছেলেরা নির্ম্মমভাবে তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে—"কিরে, আজ টিফিনে রসগোল্লা খেলিনে, বড় মানুষের ছেলের রসগোল্লা?" স্কুলের ছুটির পর পরিহাস করিয়া বলে, "বিনয় বাবুর মোটর কোথা গেল আজ?"

দেবু সঙ্গে থাকিলে এ সমস্ত ব্যঙ্গ বিনু অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু অন্য সময়ে এগুলা বড় বাজে।

কয়েকদিন বাদে আয়ো একটু শীর্ণ আরো একটু কাহিল চেহারার সঙ্গে দেবব্রত স্কুলে একগাল হাসি লইয়া হাজির হয়। বিনুকে গোপনে ডাকিয়া বলে—"বড্ড অসুখ করেছিল ভাই মা আজকেও আসতে দিচ্ছিল না, আমি জোর করে এলাম।"

কেন যে সে জোর করিয়া আসিয়াছে তাহা দেবব্রত অবশ্য বলে না, কিন্তু বিনু তাহা জানে। জানিয়া তাহার গর্ব্বের, আনন্দের আর সীমা থাকে না। কিন্তু দেবুর এত অসুখ করে কেন ? অসুখ না করিলে তাহাকে ত বার বার এত কামাই করিতে হইত না।

দেবু সেদিন বিনুকে একেবারে তাহাদের বাড়িতে লইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে দেবুদের বাড়ি বিনু কখনও দেখে নাই। দেবুদের অনেক পয়সা সে জানে, কিন্তু তাই বলিয়া অতবড় বাড়িতে সে থাকে ইহা সে কল্পনা করে নাই। বাবা যে সব বাড়ির ছবি আঁকিত সেগুলাও এ বাড়ির তুলনায় কিছুই নয়। এ বাড়ির বিশালতাই বিনুকে অভিভূত করিল সব চেয়ে বেশী, খুঁটিনাটির কথা মনে করিয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘরের পর ঘর। উপরে নীচে এমন করিয়া সাজান, এত বড় এতগুলা ঘর দেবুদের কি কাজে লাগিতে পারে সে ভাবিয়া পাইল না।

জুতা পায় দিয়া সে ঘরে ঢুকিতে তাহার সঙ্কোচ হইতেছিল, চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল,—"জুতো খুলে যাব ভাই ?"

দেবু অবাক হইয়া বলিল,—"না, জুতো খুলবি কেন !"

দেবুর দেখাদেখি সে জুতা পায়েই চলিল, কিন্তু প্রতি পদেই অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। ছবি আঁকা এ রকম মোটা নরম কাপড় মেজেতে কি জুতা পায়ে ময়লা করিবার জন্য পাতা আছে! আর তার জুতা যা নোংরা।

ঘরের আসবাবপত্র তাহার মনের উপর অস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গেল মাত্র। তাহাকে বিস্মিত ও লুব্ধ করিল প্রকাণ্ড একটা বাঘের মাথা সমেত ছাল। অনেকক্ষণ সেখান হইতে সে নড়িতেই চাহিল না। তাহার পর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি-কারের বাঘ দেবু?"

"হ্যাঁরে সত্যিকারের! গুলি করে বাবা মেরেছিল।" বলিয়া দেবু তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

বিনুর সবচেয়ে ভাল লাগিল দেবুর মাকে। এত ঐশ্বর্য্য এত বৈচিত্র্যের মাঝে দেবুর সাহচর্য্য সত্ত্বেও যেটুকু সঙ্কোচ তাহার মন হইতে দূর হয় নাই, দেবুর মা তাঁর সহজ স্নেহের দ্বারা সেটুকু সম্পূর্ণ ভাবে মুছিয়া দিলেন।

তুলনা করিবার বয়স তাহার নয় তবু বিনুর মনে কেমন করিয়া একটা ধারণা জন্মিয়া গেল যে তাহার মাও যেন দেখিতে এমনি ছিলেন একদিন। এমনি প্রসন্ন হাসি, এমনি স্নেহার্দ্র চোখ সে যেন মারও একদিন দেখিয়াছে।

বেশভূষা বা ব্যবহারে একটুমাত্র ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর থাকিলেও হয়ত বিনুর মন নিজের অজ্ঞাতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত কিন্তু দেবুর মার কোথাও তাহা নাই। অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের

বেশভূষা, অত্যন্ত সহজ ব্যবহার,—কে বলিবে তিনি এতবড় বাড়ির গৃহিণী।

তাঁহার উপস্থিতিতে এ বাড়ির ঐশ্বর্য্য অহঙ্কার হইয়া উঠিতে পারে নাই—একটি সহজ শ্রী লাভ করিয়াছে।

বিনুকে আদর করিয়া তিনি বলিলেন—"ও দেবু, এই এক রত্তি তোর বিনু? তোর কাছে 'এই বিনু সেই বিনু' শুনে শুনে আমি ভেবেছিলাম বিনু না জানি কত বড় একটা বীর।"

বিনু লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া ছিল। তাহার মুখটি সস্নেহে তুলিয়া ধরিয়া দেবুর মা আবার বলিলেন—"দিব্বি ফুটফুটে ছেলেটি! কিন্তু এত রোগা কেন বাবা? দুজনে কি যুক্তি করে পৃথিবীতে এসেছিলে, হাড়ের ওপর চামড়া ছাড়া রাখব না!"

বিনু এবার বলিয়া ফেলিল—"কিন্তু দেবু আমার সঙ্গে পারে না।"

কিন্তু দেবু এত সহজে হার স্বীকার করিতে রাজী নয়, সে তৎক্ষণাৎ জানাইল—"হ্যাঁ, আর তুমি যে বক্সিং কিছু জাননা!"

"আচ্ছা দুজনেই সমান পালোয়ান।" বলিয়া হাসিয়া দেবুর মা তাহাদের খাবারের আয়োজন করিতে গেলেন।

তাহার ছেঁড়া জুতা ও ময়লা কাপড়ের লজ্জা বিনু তখন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে।

খাওয়া দাওয়ার পর দেবু তাহাকে তাহার ছবি ও বই দেখাইতে বসিল,—এমন ছবি ও এমন গল্পের বই বিনু কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। বই ঘাঁটিয়া ছবি দেখিয়া তাহার

আর আশ মেটেনা। দেবু তাহাকে নূতন পৃথিবীর সন্ধান দিয়াছে—সে পৃথিবী যেমন বিশাল তেমনি আশ্চর্য্য রকমের বিচিত্র। গৃহের আবেষ্টন ছাড়াইয়া এমনি একটি বিশাল জীবনের ক্ষেত্রে বিনুর শিশু-মনের মুক্তির প্রয়োজন ছিল।

এমনি করিয়া ঘরের জীবন বিনুব কাছে অত্যন্ত উপযুক্ত সময়ে গৌণ হইয়া আসিল। বাডীতে অনেক দুঃখ অনেক গ্লানি, তাহাদেব সংসাবে হয়ত বড বকমেব ভাঙ্গন সুরু হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিনুব তাহা লক্ষ্য করিবার সময় বহিল না। দেবুব সাহচর্য্যেব ফলে বিনুর জীবনেব নূতন কেন্দ্র গডিয়া উঠিয়াছে।

দেবুর রুগ্ন শবীব আজকাল যেন একটু বেশী খারাপ হইয়াছে মনে হয়। প্রায়ই সে স্কুলে হাজির হইতে পারে না। কিন্তু বিনু আজকাল একলাই স্কুলের পবে দেখা কবিতে যায়।

বিনু আসিলেই দেবু শীর্ণ দেহ লইয়া বিছানার উপর সাগ্রহে উঠিয়া বসে। তাহার রোগ পাণ্ডুর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বিনুর দিকে চাহিয়া সে কাতব ভাবে বলে, "আজ ভাই আবার জ্বব হয়েছে। আমি বল্লাম, একটু ত জ্বর—মোটরে কবে স্কুলে যাব আর আসব—তাতে কি আব হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার বারণ করলে, ডাক্তারদের ভাই যত বাড়াবাড়ি।"

বিনু তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলে—"তোর হাত ত ভাই এখনও গরম।"

"হুঁ এখনও জ্বর আছে।" বলিয়া দেবু ম্লান মুখে চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু খানিক বাদেই উৎসাহিত হইয়া বলে—"কাল

দেখিস্ জ্বর ঠিক সেরে যাবে—আমার ভাই বিছানায় শুয়ে থাকতে মোটে ভাল লাগে না। ডাক্তারটা এমন পাজী, বই পড়তে পর্য্যন্ত বারণ করেছে ; আমি কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি।"

দেবু হাসিতে থাকে কিন্তু বিনু প্রাণ খুলিয়া সে হাসিতে যোগ দিতে পারে না। দেবুর বার বার এত অসুখ করে কেন, ভাবিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া যায়।

দেবু হঠাৎ অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসে—"আচ্ছা তুই ভগবান মানিস্ ?"

ভগবান ? বাঃ ভগবান বুঝি আবার মানা না মানা হইতে পারে ! ভগবান ত আছে।—বিনু সবিস্ময়ে বলে—'মানি।'

দেবু বলে, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস্ না ?"

বিনু সরল ভাবে বলে, "সে-বার অসুখ হলে করেছিলাম।" তাহার পর জিজ্ঞাসা করে—"তুই করিস্ না ?"

"আমিও করি, কিন্তু বাবা কি বলে জানিস্ ভাই—বলে ভগবান নেই ! মার সঙ্গে ভাই কত তর্ক হয় !"

দেবুর বাবার সহিত বিনুর এখনও পরিচয় হয় নাই। সারা-দিন তিনি কাজে থাকেন—রাত্রে যখন তিনি বাড়ী ফেরেন তাহার অনেক আগেই বিনু চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবান না মানার কথায় দেবুর বাবা সম্বন্ধে বিনুর কেমন একটু খারাপ ধারণাই হয়।

দেবু আবার বলে—"বাবার কথা শুনলে ভাই হাসি পায়। বাবা বলে যে ভগবান ব'লে যদি কেউ থাকে তাহলে সে একটা

অত্যন্ত নিষ্ঠুর বদ্ লোক। মানুষের যা দয়ামায়া আছে তাও তার নেই, নইলে পৃথিবীতে এত অন্যায়, এত দুঃখ থাকে।"

এ সব কি অদ্ভুত কথা! বিনু থই না পাইয়া কেমন স্তম্ভিত হইয়া যায়। ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানিবার সে অবশ্য কখনও দরকার বোধ করে নাই। কিন্তু ভগবান নাই এমন কখনও হইতে পারে নাকি! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবার পর সেবার তাহার অসুখ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সারিয়া গিয়াছিল, এত বিনুর প্রত্যক্ষ দেখা।

সে হঠাৎ একটা অকাট্য যুক্তির সন্ধান পাইয়া বলে— "ভগবান না থাকলে এ সব চন্দ্র সূর্য্য তারা কে তৈরী করলে?"

"মাও ত তাই বলে, কিন্তু বাবা বলে, কেউ তৈরী করেছে তাই বা ভাববার কি দরকার!"

না, এ অগাধ সমুদ্র, বিনু ও কথার মানেই বুঝিতে পারে না।

দেবু আবার বলিয়া যায়—"আমার কিন্তু বাবার কথা ভালো লাগে না ভাই। দিদি যে কত কষ্ট পেয়ে মরে গেল, সে ত ভগবান তাকে ডেকে নিয়েছেন বলে। ভগবান না থাকলে দিদি কি মিছিমিছি অত কষ্ট পেল?"

দেবুর চোখ ছলছল করিতে থাকে।

বিনু দেবুর গায়ে হাত রাখিয়া বলে, "দিদিকে তুই খুব ভালো বাসতিস্?"

'খু—ব' বলিয়া দেবু চুপ করে। খানিক বাদে আবার

সে বলে,—"আমিও ত ভাই মরে যেতে পারি! ভগবান নেই, দিদি নেই, ভাবলে আমার মরতে ভয় করে।"

হঠাৎ দেবুর মা ঘরে আসিয়া পড়েন। অপ্রসন্ন মুখে বলেন, "ওসব কি কথা হচ্ছিল দেবু?"

চিররুগ্ন হওয়ার দরুণ দেবুর মন বোধহয় সাধারণ ছেলেদের হইতে একটু পৃথক হইয়াছে; বিকৃত না হউক একটু অস্বাভাবিক তাহাকে বলা যাইতে পারে। ইহার পূর্ব্বেও এমনি ধরণের কথা বলিয়া সে হয়ত মাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে। তাই লজ্জিত হইয়া সে বলে—"না, মা, বিনুকে ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। ও ভগবান মানে, মা!"

মা ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করিবার জন্য বলেন, "ভগবানের ত তাহলে খুব ভাগ্যি বলতে হবে।"

সবাই মিলিয়া হাসিতে থাকে!

কথা গুলা কিন্তু বিনুর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়া যায়। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে সে নগরের ধূলি-মলিন প্রায়ান্ধকার আকাশে প্রথম তাহার শৈশব-জগতের দেবতাকে সন্ধান করে। তাহার জগতের ভগবান একজন এতদিন ছিল। মা ও বাবার কথায় সচেতন ভাবে ও নিজের অজ্ঞাতসারে সে যে দেবতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে সে ঠিক দেবুর 'ভগবান' নয়— সে ভগবান যতটা দয়ালু তার চেয়ে অনেক বেশী কঠোর বিচারক, সমস্ত ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধের সে চুলচেরা বিচার করিয়া শাস্তি দেয়।

কিন্তু ভগবান যদি না থাকে! বিনু অত্যন্ত ভালো ছেলে, কিন্তু তাহারও স্খলন হয় বই কি। সেদিন যে অঙ্কের ক্লাসের মাষ্টার মহাশয়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া সে চারিটা অঙ্কের জায়গায় মাত্র দুইটা অঙ্ক দেখাইয়া সই করাইয়া লইয়াছে, একটি কথাও বলে নাই—সে অপরাধের বিচার করিবার তাহা হইলে কেহ নাই! তাও কি কখনও হইতে পারে? না, ভগবান আছেই। বিনু সমস্ত মন দিয়া অনুভব করে অন্ধকার আকাশের পার হইতে দুই জোড়া তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া আছে। চোখ বুজিলেও সে দৃষ্টির হাত হইতে অব্যাহতি নাই।

একটু ভাল থাকিলেই দেবু কাহারও কথা না শুনিয়া কাঁদাকাটি করিয়া স্কুলে আসিয়া হাজির হয়। আজকাল সে যেন একটু বেশী খেয়ালী হইয়াছে। ভালো থাকিলে তাহার মাথায় নানারকম দুষ্ট বুদ্ধি চাপে। ক্লাসে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে হঠাৎ বিনুর কানে কানে বলে, "আর ভাল লাগছে না ভাই, বাইরে খাবার নাম করে চ' পালিয়ে যাই।"

বিনু ভয়ে ভয়ে বলে—"না ভাই ফিরে এলে বকুনি খাব।"

"নারে খাবি না, আমি তোর হয়ে বলে দেব 'খন।" বলিয়া দেবু বিনুর হাতে টান দেয়। মাষ্টারদের উপর দেবুর রহস্যময় প্রভাব যে আছে তাহার প্রমাণ বিনু ইতিপূর্ব্বেও পাইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত সে রাজী হইয়া বলে, "কোথায় যাবি?"

দেবু বলে, "কেন, রাজবাড়ির সেই পুকুর পাড়ে!"

রাজবাড়িটি আসলে তাহাদের স্কুলের অনতিদূরস্থ একটি বিশাল পোড়ো বাড়ি। বহুদিন আগে সেখানে নাকি কোন ধনী বাস করিতেন; তাহার পর কি কারণে তাঁহারা সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেন যে সহরের মাঝখানে অবস্থিত হইয়াও বিস্তীর্ণ বাগান সমেত সে বাড়ি এখনও পর্য্যন্ত অবহেলায় জঙ্গলে পরিণত হইতেছে তাহা কেহ জানে না। কিন্তু বৃহৎ বাগানের মাঝে আম কাঁঠালের ঘন ছায়ায় ঢাকা দুধারে ভাঙ্গা বাঁধান ঘাট সমেত একটি পুকুর এখনও সেখানে আছে। একদিন দেবুর খেয়ালে এমনি বেড়াইতে বাহির হইয়া তাহারা এই পুষ্করিণীটি আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার পর হইতে দেবুর কি যে টান পড়িয়াছে এই পুকুরটির প্রতি বলা যায় না। সময়ে অসময়ে সে সেখানে যাইতে চায়।

রাজবাড়ির কথায় বিনু কিন্তু একটু ভীত হইয়া বলে, "না ভাই তোর শরীর ভাল নয়, অতদূর যায় না।"

দেবু একটু অধৈর্য্যের সঙ্গেই বলে, "খালি অসুখ আর অসুখ, ভাল লাগে না আমার শুনতে! অসুখ অসুখ বলে কাঁচের পুতুল হয়ে থাকব নাকি চিরকাল?"

বিনু ইহার উত্তর দিতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত ফন্দি করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ছুটি লইয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়ে।

দেবু স্কুলের বাইরে পা দিয়াই বলে, "কেমন মিষ্টি মেঘলা

দিন দেখেছিস ভাই—ভালো লাগে এমন সময়ে চুপ করে ক্লাশে বসে থাকতে !”

বিনুও অন্তরে মেঘমেদুর আকাশের এই অপরূপ স্নিগ্ধতাটুকু অনুভব করিতেছিল কিন্তু দেবুর মত প্রকৃতির রূপকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে সে এখনও শেখে নাই। মেঘলা দিন তাহার ভালো লাগে, বিশেষতঃ যেদিন মেঘে সমস্ত আকাশ একেবারে ছাইয়া যায় না, স্বচ্ছ নীল হ্রদের মত তাহার ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও টুকরা টুকরা আকাশ দেখা যায়।

কিন্তু কেন যে ভালো লাগে তাহার বিশ্লেষণ এ পর্য্যন্ত সে কোন দিন করে নাই। দেবুব কথায় তাহার দৃষ্টি খুলিয়া যায় যেন।

বিনু নীরবে দেবুর পাশে পাশে চলিতে থাকে। স্কুল পালানর আনন্দে ও মেঘলা আকাশের মায়ায় তাহাদের অতি পরিচিত পথগুলিও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর উৎসাহ একটু বেশী। দামী জুতাটাকে ধূলার মধ্যে সে ইচ্ছা করিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া চলে।

বহুদিনের পরিত্যক্ত হইলেও রাজবাড়ির চারিধারের ইটের পাঁচিল এখনও অধিকাংশ জায়গাতেই খাড়া হইয়া আছে। সেই পাঁচিলের একটি ভগ্ন অংশ ডিঙ্গাইয়া তবে তাহাদের ভিতরে ঢুকিতে হইবে। আরও কয়েকবার এমনি ভাবে প্রবেশ করিলেও পাঁচিল ডিঙ্গাইবার সময় বিনুর একটু ভয় করে। দেবু তাহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়া বলে, “এমনি করে যাওয়াতেই ত মজা, আমরা যেন ভাই দেশ আবিষ্কার করতে বেরিয়েছি।”

দুর্ব্বল দেহে পাঁচিল ডিঙ্গাইতে কষ্ট অবশ্য দেবুরই বেশী হয়, তাহার দামী জামা কাপড় একটু আধটু ছিঁড়িয়া যায়, হাতে পায়ে দু একটা আঁচড় যে না লাগে তাও নয় কিন্তু তাহার ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। বিনুর পিছনে থাকিয়া ঘন কুকসিমের জঙ্গল পার হইয়া যাইতে যাইতে সে বলে, "এ কেমন মজা বল ত, কেউ জানে না আমরা কোথায় যাচ্ছি!"

বিনুর যে মজা লাগে না তাহা নয় কিন্তু একটু ভয়ও করে। তবে সে ভয় সে স্বীকার করিতে সহজে চায় না।

আম কাঁঠালের পুরান বাগান দিয়া তাহারা চলিয়াছে। প্রতি পদে পায়ের তলায় শুকনো পাতা মড়-মড় করিয়া ওঠে, কয়েকটা পাখী সচকিত হইয়া গাছ হইতে উড়িয়া পলাইয়া যায়।

দেবু নূতন একটা কল্পনা লইয়া হঠাৎ মাতিয়া ওঠে। বলে, "আমরা যেন ভাই ডাকাত, আর এইটে আমাদের লুকোবার জায়গা। ওই পুকুরটার তলায় আমরা যেন সমস্ত টাকাকড়ি লুট করে এনে পুঁতে রাখি। তবে তুই আর আমি ছাড়া কেউ যেন তা জানে না।"

ডাকাত হওয়ার কল্পনাটা বেশীক্ষণ উপভোগ করা যায় না। টাকাকড়ি লুট করিতে গেলে মানুষ মারিতে হয়—সেটা কেমন যেন ভালো লাগে না কাহারও।

এখন দুইজনে পুকুরের ভাঙ্গা ঘাটের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরিত্যক্ত ঘাটের পৈঠাগুলি শ্যাওলায় পিছল। একটা বড়

গাছের শিকড় ঘাটটাকে মাঝামাঝি বিদীর্ণ করিয়া বিশাল অজগরের মত জলের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। তাহার উপর বসিয়া দু'জনে জলের ভিতর মাছের খেলা দেখে।

ছোট ছোট কয়েকটা মাছ দল বাঁধিয়া নির্ভয়ে কিছুক্ষণ তাহাদের একেবারে পায়ের কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, জলে পড়া একটা আমপাতাকে অকারণে ঠোকর মারে। তাহার পর পাতাটি নড়িয়া উঠিতেই অকস্মাৎ ভয় পাইয়া তীরবেগে জলে রূপালী দাগ টানিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

দেবু বলে, "ওগুলো কি মাছ জানিস ত!"

"না, কি মাছ?"

"ওগুলো তেচোখো মাছ!"

"তেচোখো মাছ! ওদের তিনটে চোখ আছে?" বিনু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। দেবু বলে, "ওইতেই অবাক হচ্ছিস! সমুদ্রে কত অদ্ভুত মাছ আছে জানিস?"

দেবু খানিকক্ষণ ধরিয়া সমুদ্রের অদ্ভুত মাছের গল্প করে—তরোয়াল মাছ আর হাঙ্গরের, সাগর-বাদুড়ের আর তিমির। বিনুর এ সমস্ত গল্প সহজে বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। সমুদ্র এমন অদ্ভুত!

হঠাৎ দেবু গল্প থামাইয়া বলে, "কাপড় দিয়ে মাছ ধরবি?"

"না ভাই জলে নামলে আবার অসুখ করবে হয়ত!"

এবার দেবু বিনুর কথায় বিরক্ত হয় না, ম্লান মুখে খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হতাশ ভাবে বলে, "আমার ভাই

কত অদ্ভুত দেশে যেতে ইচ্ছে করে, কত কাজ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কেবল যদি এমনি অসুখই করে কবে সে সব করব ভাই ?"

বিনু ইহার কি সান্ত্বনা দিবে? সে কাতর ভাবে শুধু সামনের দিকে তাকাইয়া থাকে।

একদিন দেবু নিজে সাধিয়া বিনুদের বাড়ি বেড়াইতে গেল। বিনুর আনন্দ আর ধরে না। রাস্তা হইতেই চীৎকার করিয়া সে সমস্ত পাড়াকে জানাইল যে দেবু তাহাদের বাড়ি আসিতেছে। মা উঠানের একপাশে বসিয়া কাপড় কাচিতেছিলেন। দেবুর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সেখানে লইয়া গিয়া বিনু হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, "দেখছ মা, দেবু এসেছে!"

এমন ভাবে মা তাহাকে হতাশ করিবেন বিনু ভাবিতে পারে নাই। এত বড় আশ্চর্য্য ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মা অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবে একবার মাত্র মুখ তুলিয়া শুধু বলিলেন—"তোদের সঙ্গে পড়ে বুঝি!"

তাহার পর আবার কাপড় কাচা চলিতে লাগিল।

বিনুর বুকটা অত্যন্ত দমিয়া গেল। এই কি দেবুর অভ্যর্থনা! দেবুর কথা সে যে মার কাছে একবার নয় একশবার গল্প করিয়াছে। মা একটু হাসিতেও কি পারিতেন না!

দেবুর অবশ্য এসব দিকে লক্ষ্য নাই। ভিজা উঠানের উপরেই বিনুর মায়ের পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম

করিয়া সে একগাল হাসিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিল, "আপনাদের বাড়ি দেখতে এলুম, মাসিমা!"

দেবুর প্রণাম করায় ও 'মাসিমা' বলিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করায় বিনুর একটু লজ্জাবোধ করিল। লজ্জা তাহার নিজের জন্য। প্রথম দিন পরিচয়ের সময় সে ত কই দেবুর মাকে প্রণাম করে নাই! তাঁহাকেও মাসিমা বলা নিশ্চয় বিনুর উচিত ছিল। আজ পর্য্যন্ত ত দেবুর মাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে তাহাই সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই।

দেবুর প্রণামে বিনুর মার মুখ একটু প্রসন্নই হইয়াছে দেখা গেল। বলিলেন, "কি আর দেখবে বাবা? টিনের ঘরে থাকি, একি আর তোমাদের রাজপ্রাসাদ?"

শেষ কথাগুলিতে কণ্ঠের প্রসন্নতাটুকু বুঝি আর ছিল না।

দেবু কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আমার টিনের ঘর ভারী ভালো লাগে মাসিমা!" তাহার পর বিনুর দিকে ফিরিয়া আবার বলিল, "বৃষ্টির সময় ভারী মজা নারে বিনু? আমাদের গ্যারেজটা টিনের কি না—আমি বৃষ্টির সময় লুকিয়ে লুকিয়ে গ্যারেজে গিয়ে বসে থাকি, টিনের ওপর বৃষ্টির শব্দ এমন ভালো লাগে!"

দেবুর টিনের গ্যারেজের কথা শুনিয়া মা ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া আবার কাপড় কাচায় মনোনিবেশ করিলেন। দেবু ততক্ষণে বিনুর সহিত তাহাদের শোবার ঘরে ঢুকিয়া বলিতেছে—"তুই কোথায় পড়িস্ রে বিনু?"

এবার বিনুও একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। দেবুর পড়িবার ঘর সে দেখিয়া আসিয়াছে। সে ঘরে কত ছবি, কত ম্যাপ, টেবিল, চেয়ার, ব্লাক-বোর্ড, কতই না সরঞ্জাম। সে বলিল—"এই মেজের ওপর। দাওয়াতেও পড়ি, মাদুর পেতে।"

কিন্তু দেবু তাহাকে অবাক করিয়া দিল। হঠাৎ সে বলিল, "তোদের বাড়িটা ভাই বেশ! আমার ভাই বড় বাড়ী মোটে ভাল লাগে না।"

বিনু চুপ করিয়া রহিল। দেবু না হইয়া আর কেহ বলিলে সে কথাটা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিত না। কিন্তু দেবু ত আর মিথ্যা কথা বলে না।

দেবু আবার বলিল—"আমার তাই জন্যে ভাই মামার বাড়িতে গিয়ে থাকতে এত ভাল লাগে। মামার বাড়ি পাড়া গাঁয়ে কিনা—মাটির ঘর, খড়ের চাল। আমার ত সেখান থেকে আসতে ইচ্ছা করেনা।"

ঘরে ঢুকিয়া অত্যন্ত কৌতূহলভরে দেবু নানা জিনিষপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। বিনু ইহাতেও কম অবাক হইল না। যাহাদের বাড়িতে অত রকমের অমন আশ্চর্য্য সব সরঞ্জাম তাহার আবার এই সমস্ত সামান্য জিনিষে কৌতূহল থাকিতে পারে! কড়ি দিয়া তৈয়ারী সামান্য একটা লক্ষ্মীর ঝাঁপি, তাহাদের বেঞ্চির ওপর রাখা কয়েকটা পিঠে তৈয়ারী করিবার মাটির ছাঁচ, ইহাই দেবুর এত ভালো লাগিবে কে জানিত।

মা তখন কাপড় কাচা সারিয়া ঘরে ঢুকিয়াছেন। দেবু

হাসিয়া বলিল, "আপনাদের এখানে একদিন পিঠে খাব মাসিমা, এই রকম ছাঁচ দিয়ে তৈরী।"

"তুমি বাবা কত ভালো মন্দ জিনিষ খাও, আমাদের বাড়ির পিঠে কি তোমার ভাল লাগবে?"

"না মাসিমা, আমার পিঠে ভারী ভাল লাগে—মা তৈরী করে না বলে' মাকে কত বলি! একদিন সরকার মশাই-এর বাড়িতে গিয়ে পিঠে খেয়ে এসেছিলাম যে!"

"তোমরা এখন সাহেব হয়ে গেছ, তোমার মা কি আর পিঠে তৈরী করতে জানে!"

কথাটার মধ্যে শ্লেষ হয়ত ছিল কিন্তু দেবু হাসিয়া বলিল, "না, মা জানে ত! তবে মা তৈরী করতে চায় না; বলে, 'কার জন্যে করব; তুই ত মস্ত খাইয়ে, একটার বেশী দুটো খেলেই ত তোর অসুখ করবে'।"

দেবু আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া গেল। তাহাকে মোটর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বাড়িতে ফেরার পর মা বিনুকে বলিলেন "তোর বন্ধু আর কি বললেরে বিনু?"

মা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া বিনু সবিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিল। মা আবার বলিলেন—"একরত্তি ছেলের কি দ্যামাক বাপু! আমাদের টিনের বাড়ি ওঁদের গ্যারেজের মত! আবার বলে কিনা মা কখন পিঠে তৈরী করে না!"

বিনু অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, একে মা দেবুর

যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করেন নাই তাহার উপর এই সমস্ত অন্যায় মন্তব্য। সে বলিল—"দেবু ত তা বলেনি মা!"

"না বলেনি, তুই যেমন হাবা ছেলে! ওসব বড় মানুষের ছেলের বাঁকা কথা তুই কি বুঝবি!"

তাহার পর মা অনেকটা যেন নিজের মনেই মন্তব্য করিলেন —"কিন্তু কি কুচ্ছিরি বাপু! বড় লোকের ছেলে হলে কি হবে —সোণায় মুড়লেও ত আর রূপ ঢাকা দেওয়া যায় না।"

বিনুর মন একেবারে দমিয়া গেল। মা এমন রূঢ় ভাবে দেবুর নিন্দা করিতে পারেন ইহা সে কল্পনাও করে নাই। তাছাড়া এই প্রথম অবাক হইয়া সে শুনিল যে দেবু কুৎসিত। দেবুর চেহারার বিচার সে কখনও অবশ্য করে নাই, কিন্তু যে দেবুকে সে ভালবাসে তাহার কাছে ত নিজেকে বিনুর অত্যন্ত সাধারণ মনে হয়।

আজ প্রথম বিনু মায়ের উপর অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল! প্রথম তাহার মনে হইল মায়ের সহিত তাহার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে কোথায় একটা বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। আর মার কাছে সহজ ভাবে নিজের সব কথা সে বলিতে পারিবে না। মার নিকট হইতেও সে এখন দূর হইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মের ছুটি হইতে তখনও কিছু দেরী আছে। এমন সময় বিনু ও দেবুর দীর্ঘকালের জন্য ছাড়াছাড়ি হইল। দেবুকে শরীর সারাইবার জন্য চেঞ্জে যাইতে হইবে। তাহারা মুসৌরী যাইতেছে।

স্কুলে আজকাল আর দেবু একেবারে আসে না। বিকালে রোজই বিনুকে দেবুর বাড়ী যাইতে হয়। না গিয়া সে থাকিতেও পারে না।

দেবু নূতন যায়গায় যাইবার আনন্দে বিভোর হইয়া আছে। সেখানে কি রকম পাহাড় আছে, বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া কি রকম দেখায়,—তাহার বাবা যদি তাহাকে শীকারে লইয়া যান তাহা হইলে নিকটের জঙ্গলে কি কি জানোয়ার সে দেখিতে পারে ইত্যাদি অনেক কথা সে বিনুকে কয়দিন ধরিয়া শুনাইতেছে! কিন্তু তাহার মাঝে মাঝে বিষন্ন মুখে সে বলে—"তোব সঙ্গে ভাই কতদিন দেখা হবে না! তুই আমায় চিঠি লিখবি, কেমন?"

বিনু ঘাড় নাড়িয়া সায় দেয়! দেবু উৎসাহ ভরে বলিয়া চলে—"আমি তোকে রোজ ভাই একখানা চিঠি দেব, দেখিস্। সেখানকার সব কথা লিখব।"

বিনু নিজে কিসের কথা যে লিখিবে ভাবিয়া না পাইয়া একটু বিব্রত হইয়া বসিয়া থাকে।

দেবু বলিয়া চলে—"বাবা ত এবার একটা ক্যামেরা কিনে দেবে। তাইতে ফটো তুলেও তোকে পাঠিয়ে দেবখ'ন। তুই এখানে বসেই মুসৌরী দেখতে পাবি।"

বিনু এইবার ভাবিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে সে কি লিখিবে। সে লিখিবে রাজবাড়ির কথা। একদিন সে একলা রাজবাড়ি যাইবে দুপুর বেলা। অবশ্য ভয় খুবই করিবে; কিন্তু দেবুকে চিঠি লিখিবার বিষয় পাওয়ার জন্য সেটুকু ভয় পাইতে সে রাজী। সেই রাজবাড়ির পুকুরের কথা লিখিয়া সে দেবুকে একেবারে অবাক করিয়া দিবে।

দেবু খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভাবিয়া হঠাৎ বলে—"তুই যদি আমার সঙ্গে যেতিস তাহলে বেশ হ'ত!"

কিন্তু বড় হইয়া দেবুর সঙ্গে বিলাত যাইতে যেমন সহজে রাজী হওয়া যায় মুসৌরী যাইবার বেলা তেমন হওয়া যায় না। দেবুও তাহা জানে, তবু একবার মাকে ডাকিয়া সে বলে—"মা, বিনু আমাদের সঙ্গে যেতে পারে না?"

দেবুর মা হাসিয়া বলেন—"তা কি হয় বাবা! বিনুর মা যেতে দেবে কেন! আর মাকে ছেড়ে বিনু কি থাকতে পারে অতদিন!"

যাইতে যে পারিবে না তাহা বিনুও জানে, তবু একথায় তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। আর সত্যি মাকে ছাড়িয়া যাইবার কথায় তাহার ত তেমন কষ্ট হয় না। তবু সে তাড়াতাড়ি বলে—"আমি যাবনা ভাই, তুই ভাল হয়ে খুব তাড়াতাড়ি সেরে চলে আসিস্।"

দেবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলে—"এবার আমি সত্যি সেরে আসব দেখিস্! রোজ রোজ তাহলে আর অসুখ

করবে না ভাই।" তাহার পর হাসিয়া আবার বলে—"এবার কিন্তু এমন মোটা হব যে তুই আর আমার সঙ্গে পারবি না।"

বিনু মনে মনে তাহাই কামনা করে। দেবু এত রোগা ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে দেখিলে বিনুর কষ্ট হয়। আজ কাল বিছানা হইতে উঠিয়া সে বেশী বেড়াইতে পারে না। দেবু ভাল করিয়া সারিয়া না আসিলে তাহাদের মেলামেশায় কোন আনন্দই ত হইবে না।

দেবুরা চলিয়া গিয়াছে। বিনু একেবারে নিঃসঙ্গ। পৃথিবীতে তাহার কোথাও যেন আর আশ্রয় নাই। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে কোন কালেই সে ভাল করিয়া মিশিতে পারে না। গৃহে মার কাছে তার যে নিশ্চিত আশ্রয় ছিল সে আশ্রয়ও যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বাবার ত আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।

দেবুর সহিত বন্ধুত্ব হইবার আগে একলা একলা সে যে কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করিয়া আনন্দে থাকিত সে জগৎও আর তাহাকে সান্ত্বনা দেয় না। সে যেন বড় তাড়াতাড়ি বড় হইয়া গিয়াছে। ইটের পাঁজাকে পাহাড় ভাবিতে তাহার আর ভাল লাগে না। দেবুর কাছে পাহাড়ের সে সত্যকার গল্প শুনিয়াছে, অদ্ভুত সব ছবি দেখিয়াছে। নর্দ্দামায় কাগজের নৌকা চালানও আজকাল তেমন মজার খেলা বলিয়া মনে হয় না। ওইটুকু বয়সের ছেলের পক্ষে যাহা অস্বাভাবিক বিনুর তাহাই হইয়াছে—

দিন গুলা তাহার কাছে অত্যন্ত নীরস ঠেকে, মনের উপর তাহারা ভার হইয়া থাকে। সমস্ত দিন কি যে করিবে ভাবিয়া পায় না। সঙ্গীর মধ্যে কালীই তাহার একমাত্র সম্বল, কিন্তু কালীকে তাহার, সত্যকথা বলিতে কি, ভাল লাগে না। প্রথমতঃ সে মেয়ে বলিয়া ভাল লাগে না, দ্বিতীয়তঃ তাহার সহিত কথা বলিবার কিছু নাই। কালীর স্নেহের প্রকাশগুলিতেই তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। কালী যদি অমন করিয়া রাতদিন তাহার সহিত সাধিয়া মিশিতে না আসে তাহা হইলে সে যেন বাঁচে।

কালীর সহিত তাহার পরিচয়টা মাও পছন্দ করেন না। হয়ত তাহাকে ডাকিয়া অপ্রসন্ন মুখে বলেন—"জেলেদের ও কাল্‌টি মেয়েটা তোকে ডাকছিল কেন রে?"

বিনু তাহার পূর্ব্বের স্বাভাবিক সরলতা হারাইয়াছে। নিজেকে এখন সে মার কাছেও গোপন রাখিতে চায়। প্রথমটা সে কথাটা লুকাইবার জন্য বলে—"ও অমনি এসেছিল।"

মা বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়া বলেন—"তবু অম্‌নিটা কি শুনি?"

বিনু মুখ ভার করিয়া বলে—"আমায় রাস দেখতে যেতে বলছিল।"

"হ্যাঁ রাস দেখতে যাবে না! হাড়ি, ক্যাওড়া, জেলে দুলের সঙ্গেই ত তোমার যত ভাব আজকাল। একেবারে উচ্ছন্নে গেছ যে!"

বিন্নু দুঃখে রাগে অভিমানে মুখ লাল করিয়া মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে নিজেই কালীকে যাইতে পারিবে না বলিয়াছে। কিন্তু মা আজকাল এমনিই অবুঝ হইয়াছেন, অকারণে কোন কথা না বুঝিয়াই বকাবকি করেন। বহুদিন মার কাছ হইতে কোন আদর পাইয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে না। তাহার নিজের মনও ভিতরে ভিতরে একটু বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

মা আবার ধমক দিয়া বলেন, "চুপ করে আছিস্ যে বড়, খবরদার বলছি যেতে পারবে না! আর ওই সব হাড়ি ক্যাওড়ার সঙ্গে যদি কোন দিন মিশতে দেখি তাহ'লে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, জেনো!"

বিন্নুর চরিত্রের স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা হরণের অনেক দিনের এত আয়োজন কেমন কবিয়া নিস্ফল হইবে! কোন দিন সে যাহা করে নাই আজ তাহাই সে করিয়া ফেলে! যে কালীকে তাহার ভাল লাগে না, যাহাব সঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সে এক রকম বাঁচিয়া যায়, মায়ের অন্যায় শাসনে হঠাৎ তাহারই স্বপক্ষে দাঁড়াইবার জন্য তাহার জেদ হয়। প্রথম মায়ের মুখের উপর উত্তর দিবার সাহস সঞ্চয় করিয়া মুখ ভার করিয়া সে যাহা বলে তাহাতে যুক্তি অবশ্য নাই কিন্তু প্রথম বিদ্রোহের সূচনা আছে।

বলে, "ওরা ত হাড়ি ক্যাওড়া নয়!"

সৌভাগ্যের বিষয় মা সে কথায় তেমন কান দেন না। নিজের কাজে চলিয়া যাইতে যাইতে বলেন—"অত জাতের

ব্যাখ্যা তোমার কাছে শুনতে চাই না, তুমি যেতে পাবে না এই বলে গেলাম।”

বিনুর মনের বিদ্রোহ গভীর হইবার সুযোগ পায় না।

বিনু অবশ্য সেদিন কালীর সঙ্গে রাস দেখিতে গেল না। তবে মার অন্যায় নিষেধের জন্যই কালীর সহিত মিশিবার একটা জেদ তাহার মনে রহিয়া গেল। বেশী দিন কালীর স্নেহের আতিশয্য তাহাকে কিন্তু সহ্য করিতে হয় নাই। সামান্য একটা ঘটনার পর তাহার জীবন হইতে কালী একেবারে বিদায় লইল। সে ঘটনা সেদিন তাহার মনে এতটুকু দাগ রাখিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

বিকাল বেলা অত্যন্ত মন-মরা ভাবে এদিক ওদিক বেড়াইয়া বিনু বাড়ি ফিরিতেছিল। কালী তাহাকে বাড়ি ফিরিবার পথেই ধরিল। রাস্তার ধারে তাহারই জন্য সে অপেক্ষা করিতেছিল কিনা কে জানে!

বিনু অবাক হইয়া দেখিল কালীর চোখে জল, শুধু তাই নয় তাহার চুল এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, কপালের একটা জায়গা ফুলিয়া ঢিবি হইয়াছে এবং মুখে ও গায়ের নানা জায়গায় আঘাতের দাগ।

কালী তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কালী আজকাল মাথায় অত্যন্ত বড় হইয়া গিয়াছে।

এত বড় মেয়েকে এ রকম ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া বিনু কেমন বিমূঢ় হইয়া গেল। কি যে বলিবে, কি যে করিবে সে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

কালী কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল ভাবে তাহাকে যাহা বলিল তাহাতে তাহার বিস্ময় আরো বাড়িল বই কমিল না। কালীর বাড়ির লোক তাহাকে এক দূর সম্পর্কের বৃদ্ধা আত্মীয়ার সহিত অন্য জায়গায় পাঠাইতে চায়। সে যাইতে রাজী নয় বলিয়াই তাহার এই লাঞ্ছনা। যে বুড়ি তাহাকে লইতে আসিয়াছে তাহার সহিত গেলে কালীর দুঃখের আর সীমা থাকিবে না—তাহাকে বিষ খাইয়া মরিতে হইবে। বিনু যদি তাহার বাবাকে বলিয়া কালীর যাওয়া নিবারণ করিতে পারে তাহা হইলে সে তাহাদের কেনা হইয়া থাকিবে। বিনুদের বাড়িতে সে চিরদিন বিনা মাহিনায় ঝি-গিরি করিতেও রাজী, তবু সে যাইতে চাহে না। তাহার আশ্রয় লইবার কোন জায়গা নাই, তাহার হইয়া কথা বলিবার কেহ নাই। শুধু বিনু যদি তাহার বাবাকে জানায় তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন! সে শুনিয়াছে যে পুলিশে খবর দিলে তাহারা তাহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে। কিন্তু সে কেমন করিয়া তাহা পারে!

এক নিশ্বাসে অমনি আরও অনেক কথা বলিয়া কালী কাতর ভাবে বিনুর মুখের দিকে চাহিল। বিনু অবশ্য ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিল না। কালী তাহার সৎমায়ের আশ্রয়ে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়া থাকে ইহাই সে জানে। এরকম

অপমানের স্থান পরিত্যাগ করিবার সুযোগ পাইয়াও যাইতে কেন তাহার আপত্তি বুঝিতে না পারিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি যাবে না ই বা কেন ?"

কালী খানিক নীরব থাকিয়া ম্লান মুখে বলিল—"সে তুমি বুঝবে না।" কিছুক্ষণ বাদে আবার সে মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আমার দিদিকে অমনি করে ওরা নিয়ে গেছে।" বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সমস্ত ব্যাপারটা বিনুর কাছে একেবারে রহস্যময়। তবু কালীর কান্নায় তখন তাহার মন গলিয়াছে। তাহার বাবা কালীর যাওয়া নিবারণ করিতে পারেন কিনা এবং পারিলেও করিতে চাহিবেন কিনা সে বিষয়ে তাহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবু বাবা যদি বাড়ি আসে তাহা হইলে এসব কথা বলিবার লজ্জা উপেক্ষা করিয়াও সে বাবাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিবে, সঙ্কল্প করিল।

কালী তাহার দুটি হাত ধরিয়া আবার কাতর ভাবে মিনতি করিয়া বলিল, "লক্ষ্মী ভাইটি, তোমার বাবাকে বলবে ত ?"

বিনু মাথা নাড়িয়া বলিল, "বল্‌ব।"

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কালী বলিল, "আমার যে ভয় করে, নইলে আমি এখনি একলা কোথাও পালিয়ে যেতাম!"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। কালী সাশ্রুনেত্রে আর একবার বিনুকে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল।

বিন্থ বাড়িতে ফিরিলে মা বলিলেন, "তোর নামে একটা চিঠি এসেছে রে বিন্থ!"

বিন্থর বুকের ভিতরটা আনন্দে কেমন করিয়া উঠিল। চিঠি আসিয়াছে! সত্যই দেবু চিঠি লিখিয়াছে! মোটা খামখানা হাতে লইয়াও সে যেন নিজের সৌভাগ্য বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এই তাহার প্রথম চিঠি! উপরে তাহারই নাম লেখা! পিয়ন আসিয়া তাহারই নাম ডাকিয়া চিঠি বিলি করিয়া গিয়াছে। চিঠি আসিতেছেও সেই কত দূর হইতে! কত রেলপথে ঘুরিয়া, কত হাত ফিরিয়া এ পত্র আসিল জাক করিয়া জানিলে সে বুঝি আরও খুশী হইত। কিন্তু দেবু তাহারই নাম করিয়া তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া চিঠি লিখিয়াছে ভাবিতেও তাহার সমস্ত শরীরে আনন্দ-শিহরণ জাগে। দেবুর চাইতেও দেবুর চিঠির মূল্য যেন বেশী হইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। চিঠিটি না খুলিয়া খানিকক্ষণ সে শুধু হাতে করিয়া রাখিয়া নিজের সৌভাগ্য উপভোগ করিবার চেষ্টা করিল। আজ সে সমস্ত সাধারণ লোক হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে, তাহার জানা-শুনা সকলের সে উপরে। তাহার নামে সত্যকার চিঠি আসিয়াছে।

চিঠি খুলিয়াও তাহার এ বিস্ময় ও আনন্দের ঘোর বজায় রহিল। কী চমৎকার চিঠিই লিখিতে পারে দেবু! সামান্য একটি কাগজের পাতায় দেবুর গোটা গোটা হাতের লেখার যাদুতে বিন্থর কাছে নূতন এক অপূর্ব্ব জগৎ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। দেবু অনেক কথা লিখিয়াছে। তাহার ট্রেনে ওঠার

কথা, ট্রেনে সারা রাত্রে তাহাদের যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার কথা। ঘটনাগুলি এমন কিছু নয়, নিতান্ত সাধারণ; কিন্তু যে লিখিয়াছে ও যে পড়িতেছে, তাহাদের কাছে সেগুলির মূল্য অনেক বেশী। সবশেষে দেবু মুসৌরীর বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। লিখিয়াছে, ছবি এবার সে পাঠাইতে পারিল না, দিনকতক পরেই ক্যামেরা দিয়া সে ছবি তুলিয়া পাঠাইবে।

বিনু চিঠিটা অবশ্য অনেকবার পড়িল, তাহার পর তাহার কাঠের বাক্সে চিঠিটা সযত্নে সে তুলিয়া রাখিল, খামটা পর্য্যন্ত সে ফেলিল না—খামের দাম তাহাব কাছে বুঝি চিঠির চেয়ে কম নয়। অর্দ্ধেক রাত সে চিঠিটার আনন্দে ভাল করিয়া ঘুমাইতেই পারিল না। বাক্সর ভিতর চিঠিটুকু আছে ভাবিতেই তাহার মন আনন্দে ভরিয়া যায়।

সে রাত্রে বাবা বাড়ি ফিরিয়াছিলেন কিনা বিনুর মনে নাই। পরদিন হইতে যে কালীকে পাড়ায় দেখা গেল না ইহাও সে লক্ষ্য করিল না।

দেবুর পর পর কয়েকটি চিঠি আসিয়াছে। সত্যই মুসৌরীর ছবি সে পাঠাইয়াছে তাহার সঙ্গে। কিন্তু বিনু তাহার উত্তর দিতে পারে নাই। শুধু যে কি লইয়া চিঠি লিখিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে উত্তর দেয় নাই তাহা নয়। চিঠির উত্তর দিবার জন্যও খাম কিনিতে পয়সা লাগে। পয়সা সে কোথায় পাইবে! চিঠি দিবার প্রতিশ্রুতি দিবার সময় সামান্য এ পয়সার বাধার কথা তাহার মনে হয় নাই। কিন্তু দেখা গেল এ বাধা দুরতিক্রম্য।

তবুও বিনু মার কাছে অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া চিঠি পাঠাইবার খরচ সংগ্রহ করিল। এইবার দেবুকে চমৎকৃত করিয়া দিতে হইবে!

গ্রীষ্মের ছুটির এক দুপুর বেলা সে একলাই রাজবাড়ির দিকে চলিল। সেই প্রায়ান্ধকার পোড়ো বাড়ির নির্জ্জন জঙ্গলের কথা ভাবিয়া ভয় তাহার করিতেছিল অবশ্য, কিন্তু তবু তাহাকে যাইতেই হইবে। তাহার এই সাহসের কথা শুনিয়া দেবু কি অবাকই হইয়া যাইবে! যেখানে ভাঙা বাঁধান ঘাটের উপর তাহারা বসিত, যেখান হইতে তাহারা মাছের খেলা দেখিয়াছে সেই সমস্ত জায়গার কথা সে ভালো করিয়া লিখিবে। যদি একবার সেই পোড়ো বাড়ির ঘরগুলার ভিতর ঘুরিয়া আসিতে পারে তাহা হইলে আরো ভালো হয়। কিন্তু বিনু মনে মনে জানে যে সে তাহা পারিবে না। রাজবাড়িতে ঢুকিবার যেটুকু সাহস সে সঞ্চয় করিয়াছে ইহার অতিরিক্ত আর তাহার কিছুই নাই।

বিনু এতক্ষণে রাজবাড়ির পথে আসিয়া পড়িয়াছে, আর একটা বাঁক ঘুরিলেই রাজবাড়ি। কিন্তু সে বাঁক ঘুরিয়া সে অবাক হইয়া গেল। কোথায় তাহাদের সে রাজবাড়ি! মজুর-মিস্ত্রী লোক-জনে সমস্ত জায়গা গমগম করিতেছে। সে ভাঙা দেওয়াল ইতিমধ্যেই মেরামত হইয়া নূতন হইয়া উঠিয়াছে। ভারা বাঁধিয়া, চুণ সুরকি ইটের গাদা করিয়া ইতিমধ্যেই বহুলোক লাগিয়া গিয়াছে পুরাতন বাড়িটির সংস্কার-কার্য্যে।

রাজবাড়িকে আর চেনাই যায় না। বিনুর মন একেবারে দমিয়া গেল। রাজবাড়ির সেই রহস্যময় নির্জ্জনতায় তাহার ও দেবুর যেন কি অধিকার জন্মিয়া গিয়াছিল। ইহারা যেন জোর করিয়া সে অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে।

বিনু অনেকক্ষণ সেখানে হতাশ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিল। দেবুকে চিঠিতে লিখিবার আর কিছুই যে নাই।

লিখিবার বিশেষ কিছু নাই তবু বিনু কোন রকমে দেবুর পত্র শেষ করিল। দেখা গেল, দেবু কেমন আছে এখন, কতদিনে সে আসিবে, সে মোটা হইয়াছে কিনা, সেখানে নতুন কাহারও সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইয়াছে কিনা এই সমস্ত কথা লিখিয়াই সে চিঠিটিকে যতখানি সম্ভব বড় করিয়াছে। রাজবাড়ির কথা সে কিছুই লিখিল না। তাহাদের সে কল্পনার জগৎ যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে একথা লিখিতে তাহার কষ্ট হয়।

এবার কিছুদিন বাদে একটু দেরী করিয়াই দেবুর চিঠি

আসিল। দেবু অনেক কথা লিখিয়াছে। লিখিয়াছে যে তাহার মনে হয় সে এবার সারিয়া উঠিতেছে। মোটা সে হয় নাই কিন্তু শরীর তাহার ভালো হইয়াছে। সেখানকার ডাক্তারও তাহাকে তাই বলিতেছেন। এবার সারিয়া দেশে ফিরিয়া সে যে কত কি, করিবে সবিস্তারে দেবু তাহার বর্ণনা দিতেও ভোলে নাই। মুসৌরি তাহার সত্যই আর ভালো লাগিতেছে না, দেশে ফিরিবার জন্য সে অত্যন্ত উৎসুক কিন্তু বাবা মা আর একটু না সারিলে তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিবেন না। এমন করিয়া অসুখ সারাইবার জন্য কতদিন পড়িয়া থাকা যায়? এ সময়ে সে দেশে থাকিলে কত মজাই না হইত। চারিদিকে পাহাড় দেখিয়া তাহার আজ কাল কি রকম হাঁফ ধরে জানাইয়া শেষে দেবু কিনা সেই রাজবাড়ির কথাই লিখিয়াছে। সেই ঘন ছায়ার জঙ্গলে তাহার আবার একবার যাইতে ইচ্ছা করে। এখানে ফিরিয়াই সে বিনুর সহিত আর একদিন সেখানে যাইবে। সেই পুকুরের কালো নিথর জল সে যেন এখানেও চোখ বুজিলে দেখিতে পায়। এবার তাহারা একদিন সাহস করিয়া পোড়ো বাড়িটার ভিতরেও ঢুকিয়া দেখিবে। নিশ্চয়ই সেখানে অনেক মজার জিনিষ আছে। বিনু কি একলা কোন দিন সেখানে গিয়াছে?

বিনু এ চিঠির উত্তর অনেক দিন দিতে পারিল না। পয়সার অভাবে ত বটেই তাছাড়া রাজবাড়ি সম্বন্ধে দেবুকে কেমন করিয়া সে হতাশ করিবে! কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে চিঠি দিবার

পরও দেবুর উত্তর আর আসিল না। বিনু অনেক দিন ব্যাকুল ভাবে পত্রের অপেক্ষা করিল। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হইয়াছে, তাহাদের স্কুল খুলিয়াছে। দেবু ফিরিয়া স্কুলেই তাহার সহিত দেখা করিবে বলিয়া হয়ত চিঠি দেয় নাই এই ছিল বিনুর শেষ সান্ত্বনা। কিন্তু তাহাও তাহাব ভাঙ্গিল।

দেবু স্কুলে আসে নাই।

প্রথম দিন স্কুলের তুপুর বেলাতেই ছুটি হইয়া গেল। বিনু স্কুল হইতে ঘরে না ফিরিয়াই চলিল একেবারে দেবুদের বাড়িতে, দেবু ফিরিয়াছে কিনা সে নিজেই দেখিয়া আসিবে।

দেবুদের বাড়ির রাস্তাটা নির্জ্জন। প্রকাণ্ড বড় বড় বাড়িগুলা রাস্তার তুধারে অনেকখানি করিয়া জায়গা লইয়া নিঃসঙ্গ গৌরবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পাড়ার মত এখানে ঘেঁসাঘেঁসি নাই, বাড়িগুলা যেন পরস্পরের সহিত মিতালি পছন্দ করে না— প্রত্যেকে স্বতন্ত্র।

তুপুর বেলা সমস্ত পাড়াটা অত্যন্ত নিস্তব্ধ মনে হইতেছিল। বাড়িগুলার কোথাও কোন লোকজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

দেবুদের ফটক খোলাই ছিল। বিনু একটু সঙ্কুচিত ভাবে তাহার মধ্য দিয়া ভিতরে ঢুকিল। অনেক দিন বাদে এ বাড়িতে আসিয়া গোড়ার দিকের মত সে একটু কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। বাড়ির চারিধারে ফুল ও শাকসব্জির বাগান। একটি মাত্র মালি দূরে বড় কাঁচি লইয়া একটা গাছের পাতা কাটিতেছিল। সমস্ত বাড়িটায় তাহারই শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই।

বিনু ধীরে ধীরে গিয়া দেবুদের নীচের বাহিরের ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। সোজা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যাইবে কিনা ঠিক করিতে না পারিয়া সে ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় নিকট হইতে ভারী গলায় কে বলিল, "কি চাও খোকা?"

বিনু চমকাইয়া উঠিল। দেবুদের সোফার নিকটের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই লোকটাকে চিরদিন বিনু একটু ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে। বিনুর সাহচর্য্যেও তাহা দূর হয় নাই। লোকটা কোনদিন যে তাহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখে নাই—একথা বিনু জানে। কেন যে লোকটা তাহার প্রতি এত বিরূপ তাহা বিনু কোনদিন ভাবিয়া পায় নাই। তাহাকে অসন্তুষ্ট করিবার মত কোন কাজ কখনও বিনু করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

একটু ভড়কাইয়া বিনু অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি—আমি দেবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি! দেবু এসেছে?"

"নাঃ—নাঃ—দেখা টেখা হবে না, যাও!"

সোফারের ধমকানিতে বিনু ভয়ও যেমন পাইল আশ্চর্য্যও হইল তেমনি। লোকটার কথায় দেবু আসে নাই এমন কোন আভাস ত পাওয়া গেল না এবং দেবু যদি আসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার সহিত বিনুকে দেখা করিতে দিতে কেমন করিয়া এ লোকটা বাধা দিতে পারে! দেবু একথা জানিতে পারিলে কি রকম রাগ করিবে সে কি জানে না?

দেবু যদি আসিয়া থাকে তাহা হইলে আর কাহাকেও কিছু

না বলিয়া সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে কোন বাধা নাই। তবু লোকটা যে রকম উগ্র মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে বিনুর সাহস হইল না।

তাড়াতাড়িতে কৈফিয়ৎ স্বরূপ সে বলিয়া ফেলিল, "দেবু, আমায় আসতে বলেছিল যে।"

ইহাতে এমন হিতে বিপরীত হইবে কে জানিত! লোকটা এবার তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত ক্রুর ভাবে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "বলেছিল? তোমায় আসতে বলেছিল না? কবে বলেছিল হে ছোকরা?"

বিনু ভয়ে একটু পিছাইয়া গিয়া বলিতে যাইতেছিল, "আমায় চিঠি লিখেছিল যে।"

কিন্তু সোফার তাহার কথার মাঝখানেই চোখ রাঙ্গাইয়া ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া বলিল, "এই বয়সে খুব ওস্তাদ হয়েছ ত ছোকরা! যাও এখানে গোল কোরো না। মাজি শুনতে পাবেন।"

'মাজি শুনতে পাবেন!' কাঁদ-কাঁদ হইয়া দেবুদের দরজা হইতে ফিরিতে ফিরিতে বিনু এই কথাই ভাবিতেছিল। দেবুর মা যে আসিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ত আর নাই। তবু এতদূর আসিয়া দেবুর সহিত সে দেখা করিতে পাইল না। দেবু তাহাকে চিঠি না দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, স্কুলে তাহার সহিত দেখা করিতে যায় নাই, দেবুর সহিত বাড়িতে দেখা করিতে আসিয়াও সে অপমানিত হইল। তবে কি দেবুই তাহার সহিত

দেখা করিতে আর চাহে না? কিন্তু বিনু সে কথা বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া?

ফটকের কাছাকাছি আসিয়া সে আর একবার দেবুদের বাড়ির দিকে ফিরিয়া চাহিল। মনে হইল দেবুর মা যেন উপরের রেলিংএ ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াও বিনুর মনে হইল। তাহা হইলে সত্যই সে কি ইহাদের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে?

হতাশ ভাবে সে ফটকটা পার হইতেছিল এমন সময়ে পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকিল। বিনু পিছন ফিরিয়া দেখিল সেই সোফারই তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতে আসিতে তাহাকে ডাকিতেছে। নূতন কোন লাঞ্ছনা তাহার কপালে আছে কিনা বুঝিতে না পারিলেও বিনু ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া পড়িল। সোফার তাহার নিকটে আসিয়া রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "যাও, মাজি ডাকছেন।"

সমস্ত ব্যাপারটা বিনুর কাছে অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। দেবুর মা সিঁড়ির উপরেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিলেন, "দেবুকে খুঁজতে এসেছিলে বাবা?"

প্রথমটা বিনু দেবুর মার মুখের দিকে লজ্জায় চাহিতে পারে নাই; এবার মুখ তুলিয়া অবাক হইয়া গেল। দেবুর মার সে চেহারা আর নাই। খুব যে শীর্ণ হইয়াছেন তাহা নয়, কিন্তু সমস্ত মুখের চেহারা তাঁহার কেমন যেন বদলাইয়া গিয়াছে। বস

চেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে তাঁহার দুই গাল বাহিয়া দুটি অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

বিনু মুখ তুলিয়া চাহিতে তিনি আবার বলিলেন—"দেবু ত আর নেই বাবা!" মনে হইল গলাটা হঠাৎ একটু ধরিয়া গিয়াছে। তাছাড়া আর কোন উচ্ছ্বাসের পরিচয় তাঁহার কোথাও পাওয়া গেল না। সস্নেহে তিনি বিনুর মাথার উপর একটি হাত রাখিলেন।

একে ত এতক্ষণের ঘটনায় বিনু একেবারে বিমূঢ় হইয়াছিল, দেবুর মার কথায় প্রথমটা তাহার আচ্ছন্ন ভাব আরও বাড়িয়া গেল। কথাটার সত্যকার অর্থ সে যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেনা। বুদ্ধিশুদ্ধি তাহার হঠাৎ লোপ পাইয়াছে।

হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গিয়া দেবুর মা এক জায়গায় বসাইলেন। তাহার পর অনেকক্ষণ দু'জনেই নীরব। দেবুর মা এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্কুল থেকেই এখানে এসেছ ত; কিছু খাবে বাবা?"

বিনু মাথা নাড়িল। দেবুর মাও আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। এ রকম ভাবে বসিয়া থাকিতে কিন্তু বিনু আর পারিতে-ছিল না। দেবুর মা তাহা বোধ হয় বুঝিয়া খানিক বাদে বলিলেন, "বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে, না বিনু? আচ্ছা যাও। আবার একদিন আসবে ত?"

বিনু ম্লানমুখে ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিল এমন সময়

পিছন হইতে ডাকিয়া দেবুর মা বলিলেন, "একটু দাঁড়াও ত বাবা !"

তিনি ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং খানিক বাদে যাহা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন তাহা দেখিয়া বিন্নু একেবারে অবাক হইয়া গেল। দেবুর সেই পৃথিবীর নানা জন্তু জানোয়ারের ছবির বই। অনেক দাম দিয়া দেবুর বাবা এই বইটি দেবুকে কিনিয়া দিয়াছিলেন বিন্নু জানে। এই ছবির বইটি বিন্নুরও বড় পছন্দ। কতদিন সে দেবুর সঙ্গে বসিয়া ইহার পাতা উল্টাইয়াছে—দেখিয়া তাহার আশা মেটে নাই।

বিস্ময়-বিমূঢ় বিন্নুর হাতে বইখানি দিয়া মা বলিলেন, "দেবু তোমায় দিতে বলে গিয়েছে বাবা !"

একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "শেষ পর্য্যন্ত সে আমাদের ডাকেনি শুধু তোমার নামই করেছে !" গলার স্বর এই প্রথম তাঁহার কান্নায় কেন একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া যে বিন্নু সেদিন বাড়ী ফিরিল তাহার মনে নাই। যন্ত্রচালিতের মতই সে বইটি হাতে করিয়া রাস্তার পর রাস্তা পার হইয়া আসিয়াছে।

তাহার জীবনে মৃত্যুর এই প্রথম পদক্ষেপ।

বাড়ীর দরজার কাছে যখন সে আসিয়া পড়িয়াছে তখনও

তাহার আচ্ছন্নভাব কাটে নাই। দুইজন লোক যে তাহাকে ডাকিতেছে ইহা সে প্রথম শুনিতেই পাইল না। তাহাদের একজন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিতে যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল। যেমন কুৎসিত লোকটার চেহারা তেমনি কর্কশ তাহার গলা। এই কর্কশ গলা যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বিনুর গায়ে হাত বুলাইয়া লোকটা বলিল, "তোমার বাবা বাড়ি আছে কি না দেখে এস ত খোকা!"

'দেখছি।' বলিয়া বিনু বাড়ীতে ঢুকিল। কথা বলিবার সঙ্গে লোকটা কেন যে তাহার সঙ্গীর দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়াছিল অন্য সময় হইলে সে হয়ত বুঝিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু তখন তাহার মনে কোনো কৌতূহলের স্থান নাই।

লোকগুলা তাহার সঙ্গে বাড়ির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ির ভিতর ঢুকিয়াই ঘরের দরজায় বাবাকে দেখিতে পাইয়া বিনু পিছন ফিরিয়া বলিল—"বাবা আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে যাহা ঘটিয়া গেল তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। লোক দুইটা সশব্দে দরজার গোড়ায় হাসিয়া উঠিল। তাহার বাবা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া আসিয়া সজোরে ঠাস করিয়া তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় মারিলেন। বিনু সে আঘাত সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার বাবার রাগ তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না। তাহার হাত হইতে ছবির বইটা টানিয়া লইয়া সবলে তাহা ছিঁড়িয়া তিনি দূরে

ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "বড় বাড় বেড়েছে তোমার না? স্কুলের পর কোথায় ছিলি এতক্ষণ, রাস্কেল?"

দরজা হইতে কুৎসিত লোকটাই বুঝি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "খুব মারুন মশাই, চোরের ছেলের অত সাধু হওয়া ত ভাল নয়।"

বাবা এবার তাহাকে ছাড়িয়া লোক দুইটার সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেলেন। বিনু যেমন বসিয়া পড়িয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল। বাবা বা মার হাতে ইহার আগে কখনও সে মার খায় নাই। কিন্তু তবু সে কাঁদিল না।

একদিনে সমস্ত পৃথিবী এই শিশুটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছে।

বিনুর জীবনে এবার দ্রুত দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের পালা। এত দ্রুত বেগে ঘটনার স্রোত বিনুর উপর দিয়া বহিয়া গেল যে সে ভাল করিয়া তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিল কিনা সন্দেহ। তাহার মনে একটি ঘটনা ভাল করিয়া ছাপ রাখিতে না রাখিতে অপর ঘটনা নূতন ভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া গেল।

সমস্ত মিলিয়া তাহার মনে যে চিত্রটি সৃষ্টি করিল তাহা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল কয়েকটি দৃশ্যের টুকরা মাত্র—খাপছাড়া কয়েকটি ঘটনা,—আপাতঃঅসংলগ্ন কয়েকটি ছবি। তাহার শিশুমনের ধারণাশক্তি আর কত, সে শক্তির উপর চূড়ান্ত অত্যাচার হইয়া গেছে।

প্রথম তাহার বাবাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার দিন। বিনুর কি আর এখন মনে পড়ে!

স্কুল যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। মাহিনা দিতে বাবা পারেন নাই। স্কুলে মাষ্টার মহাশয় তাহাকে ধমকাইয়াছেন। সে ইচ্ছা করিয়াই হয়ত বাড়ী হইতে টাকা আনে না ভাবিয়া কড়া করিয়া চিঠি লিখিয়া দিয়াছেন তাহার হাতে। বলিয়াছেন—"যদি কাল মাইনে না আনিস্ তাহলে শুধু নাম কাটা যাবেনা তোরও হাড়মাস একত্র রাখব না! বুঝেছিস্?"

বিনু নীরবে বুঝি ঘাড় নাড়িয়াছিল।

"ও ঘাড় নাড়া নয়! মিটমিটে ডান ছেলে, তোমার মত আমি অনেক চরিয়ে খেয়েছি। এই একান্ন বছর বয়স হ'ল,

ছেলে দেখে দেখে মাথার চুল পেকে গেছে। কাল যদি টাকা না আনিস্ তাহলে বুঝব এ চিঠি তোর বাবা পায়নি!”

বাবাকে চিঠি দিবে কেমন করিয়া বিনু সারা রাস্তা তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল। বাবা যে রাগ করিবেন তাহার জন্যই তাহার ভাবনা নয়—বাবার রাগও আজকাল তাহার সহ্য হইয়া গিয়াছে কিন্তু বাবার দেখা সে কোথায় পাইবে! বাবা আজকাল কোন দিন যে আসিবেন, কোনদিন আসিবেন না তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

সৌভাগ্যের বিষয় বাবার দেখা মিলিল। বাবা গম্ভীর হইয়া চিঠি পড়িলেন এবং দৈবের অনুগ্রহে আজ বিনুকে দাঁত না খিঁচাইয়া তাহার স্কুলের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

“হুঁ, নাম কাটা যাবে! ভারী ত স্কুল তার আবার মাস মাস মাইনে চাই! চোর; বেটারা সব চোর! পড়াশোনা শেখায় না ছাই শেখায়! যা তোকে কাল থেকে আর স্কুল যেতে হবে না! কাটুক বেটারা নাম।”

বিনুর পক্ষে এ ব্যবস্থা এক প্রকার ভাল। মাহিনা না লইয়া স্কুলে যাওয়ায় যে কি গ্লানি, কি লজ্জা তাহা সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। সব মাষ্টার সমান নয়। তাহার যে ক্লাশে মাহিনা না দিয়া বসিবার অধিকার নাই, দয়া করিয়াও নয়, ঘৃণা ভরে তাহাকে যে শিক্ষা ভিক্ষা দেওয়া হইতেছে মাত্র, একথা কেহ কেহ তাহাকে বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দেন।

রাম বাবুর রাগটাই যেন বেশী। স্কুলটা যেন তাঁহারই সম্পত্তি এবং বিনু যেন ফাঁকি দিয়া তাঁহারই খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখিয়াছে। প্রথমে আসিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"কি রে বেটা, মাইনে এনেছিস্?"

উত্তর আর দিতে হয় না। তিনি আগে হইতেই তাহা অনুমান করিয়া লইয়া বলেন—"হুঁ, আজও আনা হয় নি! এদিকে আয়।"

রাম বাবু মারিতে জানেন না এইটুকু যা সৌভাগ্য। কিন্তু হুলের মত তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্যে বিষ এতই বেশী যে বিনুর মনে হয় ইহার চেয়ে মারিলে বুঝি ভাল হইত!

রাম বাবু বলেন—"ঠিক করে বল দেখি, মাইনের টাকায় লজঞ্জুস খেয়েছিস কিনা! বল!"

বিনু কাতর ভাবে বলে, "না স্যার!"

"না, স্যার! তবে টাকা গেল কোথায়?"

"বাবা মাইনে দেয়নি স্যার!"

"না দেয়নি। দুমাস হয়ে গেল, তোর বাবা ঘুমিয়ে আছে, না? বল না কেন দুমাস তোকে খেতেও দেয়নি।"

বিনু চুপ করিয়া থাকে।

রাম বাবু বলেন—"এটা ফ্রি স্কুল নয় বুঝেছিস্। বাবাকে বলিস, এখানে ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়ে।"

বিনু বিমর্ষ ভাবে বেঞ্চিতে গিয়া বসে। কিন্তু তাহার লাঞ্ছনার এই খানেই শেষ নয়।

মাষ্টার মহাশয় দাঁত খিঁচাইয়া বলেন—"ওখানে নয়, ওই লাষ্ট বোসো গে যাও। মিনি মাগনা অত বিদ্যে হয় না।"

বিনু তাহাই বসে। মাষ্টার মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের ডিক্টেশন্ দেন এবং ইচ্ছা করিয়াই সকলের খাতা দেখিয়া বিনুর খাতাটা শুধু নাম পড়িয়াই তাহার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন।

এ অপমানে বিনু একেবারে মরমে মরিয়া যায়। সুতরাং স্কুলে না যাইতে হওয়ায় বিনু একরকম খুশীই হইয়াছে।

বাড়ীতে অবশ্য সারাদিন থাকা অত্যন্ত কষ্টকর। কোন কাজ নাই, খেলিবারও সাথী নাই। মা আজকাল অত্যন্ত খিটখিটে হইয়াছেন, পদে পদে বকুনি খাইতে খাইতে তাহার প্রাণ যায়। তবু স্কুলের অপমানের চেয়ে এ ভাল।

সেদিনও সে দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া দেবুর দেওয়া সেই বাবার ছেঁড়া বইখানি অন্যমনস্কভাবে উল্টাইতেছিল।

মা প্রদীপের সলিতা পাকাইতে পাকাইতে তাহাকে অকারণে ভৎ‍র্সনা করিতেছিলেন।

"দিনরাত ও ছবির বই দেখে কি হবে শুনি! স্কুল নেই বলে বাড়িতে দুদণ্ড কি পড়ার বই মুখে করা যায় না। আর স্কুল নেই বা কেন? মাইনে দেওয়া হয় নি বলে মাষ্টার আর স্কুলে যেতে দেবে না—ওসব তোর মিথ্যে কথা। সব বানানো—আমি আর কিছু বুঝি না! দুমাস মাইনে না দিলে কি হয়? সবাই অমনি মাস মাস মাইনে দেয়—আমায় একেবারে জল বুঝিয়ে দিলি তুই! কাল যদি স্কুলে না যাস্ ত তোর ভাত নেই!"

বকুনির কোন অর্থও নাই উদ্দেশ্যও নাই। বিনু এসবে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সে আপন মনে ছবি দেখিতেছিল।

হঠাৎ ঝড়ের মত বাবা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

বাবার চেহারা অনেক দিনই খারাপ হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহাকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল, ভীত কোনো দিন বিনু দেখে নাই।

সমস্ত দেহ ঘর্মাক্ত ;—রুক্ষ চুলগুলি মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ।

বাবা ঘরে ঢুকিয়াই মাকে ডাকিলেন—"ওগো শীগ্‌গীর শুনে যাও।"

সে কণ্ঠস্বরে এমন গভীর আশঙ্কার আভাস ছিল যে বিনু ছবির বই হইতে মুখ তুলিয়া তাকাইতে বাধ্য হইল।

মাও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন,—কাছে গিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গো, তোমার অসুখ করেছে নাকি ?"

বাবা কাতর স্বরে বলিলেন—"না না অসুখ করেনি, কিন্তু আমায় এক্ষুনি যেতে হবে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

"তুমি কি বলছ, কি ! পাগল হলে নাকি ?" মার গলা দিয়া যেন কথা আর বাহির হইতে চায় না। স্বামীর এমন চেহারা তিনিও কখন বুঝি দেখেন নাই। মাতাল হইয়া তিনি আজকাল প্রায় বাড়ি আসেন—এক একদিন কেলেঙ্কারী করিতেও কিছু বাকী রাখেন না। বিনুর মা বাহিরে স্বামীর

সে রুদ্র রূপ ভয় করিলেও মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু সহজ অবস্থায় তাঁহার এরকম কথাবার্ত্তা কেন!

বিনুর মা আবার বলিলেন—"তুমি বোস গো, ঘরে এসে বোস। মাথায় বাতাস করব?

বিনুর বাবা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলেন—"তুমি ভাবছ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? না লীলা, না! বুঝি এর চেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেলেই ভালো ছিল।"

বিনুর বাবা একবার বাহিরের দরজার দিকে সভয়ে চাহিয়া খানিক কি ভাবিয়া লইয়া আবার বলিলেন—"কিন্তু তোমাদের কি ব্যবস্থা হবে!"

বিনু বাবার অদ্ভুত ভাবগতিক দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিনুর মা কাতর মিনতি করিয়া বলিলেন—"ও গো তুমি একটু ঘরে এসে বস না গো।"

"বসবার সময় নেই লীলা—বুঝতে পারছ না? শোন তা হলে! আমায় এক্ষুনি চলে যেতে হবে, তোমাদের সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা।"

শেষের কথা গুলি বলিতে বলিতে বাবা কাঁদিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মার চোখের জলও বাধা মানিল না। রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"এসব তুমি কি বলছ!"

হঠাৎ হাত বাড়াইয়া বিনুকে কাছে টানিয়া বাবা বলিলেন, —"আমি তোমাদের শুধু শত্রুতাই করে গেলুম লীলা, আজ থেকে তোমরা পথে বসলে।"

মা চুপ করিয়া রহিলেন। বিন্নুর বাবা অত্যন্ত হতাশ ভাবে বলিতে লাগিলেন—"অফিসের টাকা ভেঙেছিলাম অনেকদিন। এতদিনে সব ধরা পড়েছে। ওয়ারেণ্ট বেরিয়ে গেছে। এখন না পালালে আর উপায় নেই।"

একটু থামিয়া হঠাৎ আগ্রহভরে বাবা বলিলেন—"কিন্তু তোমরাও ত' সঙ্গে যেতে পার লীলা। নাও নাও, শীগ্‌গির গুছিয়ে নাও তা হ'লে্। এখনও সময় আছে! তারপর অদৃষ্টে যা আছে হবে।"

বিপদের মুহূর্ত্তে বাবা যেন আবার পূর্ব্বের সেই স্নিগ্ধতা ফিরিয়া পাইয়াছেন। বাবার এই অসহায় রূপ দেখিয়া বিন্নুর সত্যই কষ্ট হইতেছিল। মা কি বুঝিয়াছিলেন কে জানে, ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এসব জিনিষপত্র কি ফেলে যেতে হবে?"

"সব ফেলে যেতে হবে লীলা। বুঝতে পারছ না যে কোন মুহূর্ত্তে পুলিস আসতে পারে আমায় ধরতে!"

পুলিসের কথায় মা প্রথম সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব যেন উপলব্ধি করিলেন। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন—"কোথায় যাব?"

"তা কি জানি! এখন বেরিয়ে ত পড়ি চল!" বাবার বুকের তলদেশ হইতে যেন গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

মা তখনও বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বাবা আবার বলিলেন—"একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়তে হবে লীলা—জিনিষ পত্রের কথা ভুলে যাও।"

মার সমস্ত মুখ ভয়ে দুঃখে ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"চল তাহলে!"

"তবু একটা পুঁটুলি করে বাসন-কোসন কিছু নাও, পথে লাগবে! আর তাছাড়া জিনিষপত্র কিইবা আছে।"

যন্ত্রচালিতের মত মা বাবার আদেশ পালন করিতে গেলেন। বিনুকে কোলের কাছে লইয়া বাবা মাথায় হাত দিয়া তেমনি বসিয়া রহিলেন।

মার প্রস্তুত হইতে তেমন দেরী হইল না। ফিরিয়া আসিয়া হতাশ ভাবে ঘরদোরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সবই ত' পড়ে রইল!"

"তা থাক্, এখন কোন রকমে মানে মানে পালাতে পারলে হয়। একটু দাঁড়াও আমি বাইরেটা একবার দেখে আসি। কেউ দেখে না ফেলে।"

বিনুর বাবা বাহির হইয়া গেলেন।

তাহার পর বাবাকে আর ফিরিতে হইল না।

বাহিরে গোলমাল শুনিয়া মা ভয়কম্পিত কণ্ঠে বিনুকে একবার দেখিয়া আসিতে বলিলেন। বিনু দরজার কাছে গিয়া একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

কয়েকজন পুলিশ সঙ্গে করিয়া কোট-প্যান্টপরা এক ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে কি কথা কহিতেছে।

বিনুর মা ছেলেকে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। নিজেও দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পুলিশ

দেখিয়া সেই খানেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাবা কথা কহিতে কহিতে কান্না শুনিয়া থামিয়া গেলেন। দরজার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তুমি আবার এখানে এলে কেন বলত? যাও যাও ভেতরে যাও। যা বিন্নু, মাকে ভেতরে নিয়ে যা।"

কিন্তু মা ও ছেলে কেহই সেখান হইতে নড়িল না।

বিন্নুর বাবা এবার কাছে আসিয়া জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"ভয় কি লীলা, আমি এক্ষুনি ফিরে আসব। কিন্তু সে হাসি একান্ত অসহায় কান্নার চেয়েও করুণ। স্বামীর হাত ধরিয়া বিন্নুর মা আরও জোরে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হ্যাট-কোটপরা লোকটি যেন বিব্রত বোধ করিতেছিল। দূর হইতে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল,—"ভয় কি মা, আপনার স্বামীকে আমরা ধরে নিয়ে ত যাচ্ছিনা। থানায় উনি শুধু একবার দেখা করেই ফিরে আসবেন।"

বাবা নির্ব্বোধের মত বলিলেন—"দেখুন দিকি! এতে আর ভয় কিসের!"

কিন্তু মা যে ইতিপূর্ব্বেই সব কথা শুনিয়াছেন। মান লজ্জা সরমের কথা ভুলিয়া রাস্তার উপরেই কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য পুলিশ কর্ম্মচারীর পায়ে ধরিয়া একাকার করিলেন।

কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইলই। পুলিশের লোক শেষ পর্য্যন্ত এক রকম জোর করিয়াই মার হাত ছাড়াইয়া বিন্নুর বাবাকে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি তখনও নির্ব্বোধের মত হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিতেছেন—"ভয় কি লীলা,আমি আবার ফিরে আসব।"

তাহার পর কয়েকটি মাস কি নিদারুণ দুঃখের ভিতর দিয়া যে কাটিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। বিনু শুনিয়াছে তাহার বাবার জেল হইয়াছে। পাঁচ বছর না ছয় বছর সে ভাল করিয়া জানেনা, এইটুকু শুধু বোঝে যে বহুদিন আর বাবার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না।

মা প্রথমটা কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিয়াছিলেন। দিনে রাত্রে পাগলের মত ছটফট করিয়া বেড়াইতেন। যখন তখন মেঝেয় মাথা ঠুকিতেন। কিন্তু কিছুদিন হইতে তিনি একেবারে গুম হইয়া গিয়াছেন। মার এই চেহারা দেখিয়া বিনুর বেশী ভয় করে। ইহার চেয়ে মার কান্না সহ্য করা সহজ। মা যে সারাদিন মুখ বুজিয়া থাকেন, অন্যমনস্কের মত কোন কথাতেই ভাল করিয়া কান দেন না ইহাতে বিনুর কি রকম যেন হইতে থাকে।

তাহাদের দিন কেমন করিয়া চলিতেছে কে জানে! মানুষ সবাই বোধ হয় খারাপ নয়। বাড়ীওয়ালা দূরে থাকে। ভাড়া চাহিতে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া কিছু না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। পরে একদিন নিজে হইতে আসিয়া বিনুকে ডাকিয়াছে এবং তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া অন্তরালবর্ত্তিনী বিনুর মার উদ্দেশে বলিয়াছে—"আপনার কাছে ভাড়া আমি চাইনা; এ বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতেও বলিনে। কিন্তু আমিও ছাঁপোষা মানুষ, সামান্য আয়, একেবারে এ বাড়ির ভাড়া না পেলে আমার চলে না।"

বিন্নুর মা আড়াল হইতে বলিয়াছেন—"ওঁকে বল বিন্নু, আমরা বেশীদিন আর ওঁর ক্ষতি করব না। তোমার মামার চিঠি এলেই আমরা চলে যাব।"

বাড়িওয়ালা বলিয়াছে—"সে কথা বলছিলাম না। আমি বলি কি—আপনাদের এখন ত দুটো ঘর দরকার নেই। একটায় আপনারা থাকুন, আর একটায় ভালোলোক দেখে আমি ভাড়া দিই। আমারও তা হ'লে ক্ষতি হয় না আপনাদেরও সুবিধে হয়।"

এই ছোট সঙ্কীর্ণ বাড়িতে আবার অপর ভাড়াটের সঙ্গে থাকিবার কথায় বিন্নুর মা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু উপায় কি? বাড়িওয়ালা তাঁহাদের দয়া করিয়া যে থাকিতে দিতেছে ইহাই যথেষ্ট। তিনি চুপ করিয়াই ছিলেন।

"আচ্ছা আপনি ভেবে দেখবেন! আমি আবার আসব।" বলিয়া বাড়িওয়ালা চলিয়া গিয়াছিল।

বিন্নুদের নিকট আত্মীয় কোন দিকে কেহ নাই। মা তাঁহার পিসতুত ভাই-এর কাছে চিঠি লিখিয়াছেন, এবং চিঠিতে অনেক মিনতি করিয়া একটু আশ্রয় চাহিয়াছিলেন মাত্র। পিসতুত ভাই গ্রামে থাকে। চাষবাস জমি জোরাত করিয়া সুখেই আছে বলিয়া বিন্নুর মা শুনিয়াছিলেন।

কিন্তু পিসতুত ভাই-এর গৃহে অসহায় নারীর আশ্রয় নাই। সে বিনয় করিয়া লিখিল—এ বিপদে তাহার আপন মামাত' ভগ্নীকে সাহায্য করিতে পারিলে সে অত্যন্ত সুখী হইত। কিন্তু

তাহার অবস্থা বড় খারাপ। ক্ষেত খামার জল অভাবে জ্বলিয়া গিয়াছে। বাজারে ফসলের দর নাই। এবার যেন তাহাকে মাপ করা হয়।

আশ্রয় মিলিতে পারে সম্ভব অসম্ভব এমন আরো অনেক জায়গায় বিনুর মা কাতর আবেদন জানাইলেন। ফল কিছু হইল না। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় খবর পাইয়া দেখা করিয়া গেল। যাইবার সময় সামান্য কিছু টাকা এবং প্রচুর আশ্বাস দিয়া যাইতেও ভুলিল না। কিন্তু সেই পর্য্যন্তই। তাহার পর আর তাহার সাড়াশব্দ মিলিল না।

বাড়িওয়ালা ইতিমধ্যে আবার আসিল। বিনুর মা কথাটা নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিয়াছেন। তাই তিনি ভাড়াটেকে একেবারে সঙ্গে করিয়া ঘর দেখাইতে আনিয়াছেন।

ভাড়াটে সস্ত্রীক সেখানে থাকিবে। বেশী হ্যাঙ্গাম নাই। শুধু স্বামী আর স্ত্রী। কিন্তু পুরুষটির চেহারা আড়াল হইতে দেখিয়া বিনুর মা আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। লোকটার চেহারা অত্যন্ত চোয়াড় গোছের। ঘর দেখিবার অজুহাতে অভদ্রভাবে সে এদিক ওদিক চাহিতেছিল।

ভাড়াটে ঘর দেখিয়া চলিয়া যাইবার পর বাড়িওয়ালা বিনুকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার মাকে বল খোকা, ওদের ঘর পছন্দ হয়েছে, কাল থেকেই আসবে। জিনিষপত্রগুলো যেন ওঘর থেকে সরিয়ে রাখেন।"

বিনুর মা আড়াল হইতে এবার সোজাসুজি বাড়িওলাকেই

উদ্দেশ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—"আপনি অন্য কোন ভাড়াটে ঠিক করতে পারেন না ?"

অক্ষয়বাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন— "কেন ? কেন ? ওত খুব ভালো লোক ? আমার জানা লোক না হলে কি আর আমি এ বাড়িতে জায়গা দিতে চাইতুম। আপনার কিছু ভাবনা নেই।"

ইহার পর বিনুর মার পক্ষে আর কিছু বলা অসম্ভব।

সুখের বিষয় ভাড়াটে পরদিন আসিল না। আসিলেন বাড়িওয়ালা নিজে। আজ আর বিনুর মধ্যস্থতার সাহায্য না লইয়া সোজাসুজি তিনি বিনুর মার সামনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিনুর মা এই আকস্মিক আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া লজ্জায় মাথায় কাপড় টানিয়া জড়সড় হইয়া বসিলেন।

অক্ষয়বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমায় আর লজ্জা করবেন না! আমি আপনার আত্মীয়ের মত। দেখুন আমি শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখলুম, আপনার যখন অমত তখন ও ভাড়াটে বসিয়ে কাজ নেই।"

বিনুর মা চুপ করিয়া রহিলেন।

বাড়িওয়ালা আবার বলিলেন, "আমার একটু ক্ষতি হবে, তা হোক। আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে, বিপদে পড়েছেন, আপনার অসুবিধে ত' করতে পারিনে।"

বিন্থর মা তেমনি নিরুত্তর।

অক্ষয়বাবু খানিকক্ষণ জবাবের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন প্রকার সাড়াশব্দ না পাইয়া একবার এদিক ওদিক পায়চারী করিলেন। তাহার পর কাছে আসিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমাকে ওভাবে লজ্জা করলে ত আপনার চলবে না। আপনার এখন একজন অভিভাবক দরকার! নইলে একলা মেয়ে মানুষ, বিপদ আপনার পদে পদে। আমায় পর ভাববেন না।"

একটা কিছু না বলিলে বাড়িওয়ালা নড়িবে না বুঝিয়াই বোধ হয় বিন্থর মা মৃদুস্বরে বলিলেন—"বেশ।"

এই সামান্য কথাতেই অক্ষয়বাবু কিন্তু একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আপনি সেলাই জানেন?"

বিন্থর মা তেমনি মাথা নীচু করিয়া বলিলেন—"সামান্য।"

"তা হোক্, তাতেই হবে। আমি বলি কি, আপনি যদি সেলাই করতে পারেন, তা হলে আপনাকে জামা কাপড়ের কাজ আমি এনে দিতে পারি। ঘরে বসেই কিছু রোজগার হবে তাতে।"

এ প্রস্তাবে সত্যই বিন্থর মা খুশী হইলেন। নিজের ও ছেলের জন্য দু বেলা দু মুঠা ভাত কেমন করিয়া জোগাড় করিবেন তাহা ভাবিয়া তিনি কোথাও কূল পাইতেছিলেন না। সে সমস্যার যদি এত সহজে মীমাংসা হয় তাহা হইলে ত তিনি বাঁচিয়া যান। বাড়ীওয়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার মন

ভরিয়া গেল। এই প্রথম তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—"আপনি যদি দয়া করে সে ব্যবস্থা করেন—"

তাঁহাকে আর কথা শেষ করিতে হইল না। অক্ষয়বাবু এক গাল হাসিয়া বলিলেন—"দয়া আবার কিসের? এত আমার কর্ত্তব্য!"

অন্ন-সমস্যার একটা মীমাংসা হইল বটে কিন্তু প্রথম বারেই সামান্য একটা সেমিজ-সেলাই-এর পারিশ্রমিক বাবদ একেবারে পাঁচ টাকার নোট পাইয়া বিনুর মা অবাক হইয়া গেলেন।

মনে যাহা হইল সে কথা মুখ ফুটিয়া তিনি প্রকাশও করিলেন।

"সেমিজের সেলাই-এর জন্যে পাঁচ টাকা দিলেন?"

অক্ষয়বাবু হাসিয়া বলিলেন—"না, না, পাঁচ টাকা সেলাই-এর জন্যে সব দেবে কেন! আরো কাজ দেবে, তাই টাকাটা অগ্রিম দিয়ে রাখলে।"

বিনুর মার মন খুঁত খুঁত করিতেছিল। কিন্তু এই নিদারুণ দারিদ্র্যের ভিতর পাঁচ টাকা হাতে পাইয়া ফিরাইয়া দেওয়া যে অত্যন্ত কঠিন। প্রয়োজনের কাছে আত্মসম্মান শেষ পর্য্যন্ত হার মানিল।

তাহার পর হইতে সেলাই-এর কাজ চলিতেছে। কাহারা তাঁহার কাজ লইতেছে কে জানে! কিন্তু কাজ করাইবার চাহিতে অগ্রিম মূল্য দিবার আগ্রহই তাহাদের বেশী বলিয়া মনে হয়।

বাড়িওয়ালা আজকাল সকাল বিকাল খোঁজ লইতে আসে।

বিন্নুর মা একদিন স্পষ্ট বলিলেন—"দেখুন, অগ্রিম টাকা আর দেবেন না আমায়। যা নিয়েছি কাজ দিয়ে আগে তাই শোধ করি।"

অক্ষয়বাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "শোধ দেবার জন্যে আপনি যে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন দেখছি। শোধ দেওয়া কি অত সহজ!"

কিছুদিন হইতে অক্ষয় বাবু একটু যেন বেশী ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিন্নুর মা ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। আজও তাঁহার কথার ধরণ বিন্নুর মার ভালো লাগিল না। গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তা ছাড়া আপনি যখন বাড়ি ভাড়া দয়া করে নেন না, তখন আমাদের কতই বা খরচ দুজনের!"

বাড়িওয়ালা অদ্ভুত ভাবে চাহিয়া বলিল, "বেশ আপনার যদি দরকার না হয়, আমি তাদের বারণ করে দেব। আপনাকে অগ্রিম টাকা দেবার জন্য আমায় তা'বলে দোষী ঠাওরাবেন না।"

এ কথার উত্তর দিতে গেলে কথা বাড়ে। বিন্নুর মা তাহা চান না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বাড়ীওয়ালা যে কি রকম লোক বোঝা কঠিন। টাকা ফিরাইয়া দিবার পর দিন হইতে সেই যে গিয়াছে আর তাহার দেখা নাই। দুইবেলা যে খোঁজ লইতে আসিত তাহার এই ভাবে হঠাৎ দীর্ঘদিনের জন্য অন্তর্ধান হওয়া একটু বিস্ময়কর বই কি!

বিনুর মা বলিয়াছিলেন, খরচ তাঁহার সামান্য, বেশী টাকার দরকার নাই। কিন্তু সামান্য খরচেও ধীরে ধীরে একদিন হাতের পুঁজি ফুরাইয়া আসে। বিনুর মার দিন চলা ক্রমশই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রত্যেক দিনই বিনুর মা অক্ষয় বাবুর আসিবার অপেক্ষা করেন। অসুখ বিসুখ করিবার দরুণ হয়ত এতদিন ভদ্রলোক আসিতে পারেন নাই ভাবেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু একেবারে নিরুদ্দেশ।

হাতে যাহা কাজ ছিল সাঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু অক্ষয় বাবু ছাড়া কেই বা তাহার দাম আনিয়া দিবে। অর্থোপার্জ্জনের আর কোন পথও তাঁহার জানা নাই। বিনুর মা রীতিমত শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। অক্ষয় বাবুর উপর কতখানি যে তিনি নির্ভর করিতে হঠাৎ বাধ্য হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অশান্তি অনুভব করিলেও তাঁহার আগমন এইবার তিনি সমস্ত মন দিয়া কামনা করেন।

সেদিন এই ভাবে টাকা ফিরাইয়া দিবার জন্যই হয়ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ভদ্রলোক আসিতেছেন না এ সন্দেহও তাঁহার মনে জাগে।

মনে হয় অতটা বাড়াবাড়ি না করিলেও হইত। ভদ্রলোকের উদারতাকে অপমান করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন তাহার জন্য নিজেকে তিনি তিরস্কার করেন।

মাথা গুঁজিবার যাহার ঠাঁই নাই তেমন নিঃসম্বল অসহায় স্ত্রীলোকের অত স্পর্দ্ধাই বা কেন! ভদ্রলোকের রাগ ত' হইতেই পারে। বিপন্ন স্ত্রীলোককে ভদ্রলোক প্রাপ্যের অতিরিক্ত টাকা দিয়াছিলেন মাত্র। তাহাতে দোষ ধরিবার কি আছে! বিনুর মার কাছে অনুপস্থিত অক্ষয় বাবুর রূপ ধীরে ধীরে বদলাইয়া যায়। মনে হয়, সত্যই এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী লোক আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না। অক্ষয় বাবুর সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধই নাই, তবু ভদ্রলোক নিজে হইতে তাঁহাদের যে সাহায্য করিয়াছেন কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে তাহা ত পাওয়া যায় না। আর এই লোককে তিনি কিনা সন্দেহ করিয়াছিলেন! টাকা ফিরাইয়া দিয়া এরকম লোকের মনে আঘাত দেওয়া যে কতদূর অন্যায় হইয়াছে তাহা সহসা বুঝিতে পারিয়া বিনুর মার অনুশোচনার আর অন্ত থাকে না।

এখন অবশ্য অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই! অক্ষয়বাবু কিছু ত' আর জানিতে পারিতেছেন না। উপায় থাকিলে বিনুর মা অক্ষয়বাবুকে খবর পাঠাইতেন। কিন্তু তাঁহার ঠিকানা জানা নাই।

বিনুর মা ক্রমশঃই চারিদিকে অন্ধকার দেখেন। মুদিখানায়

বিনুকে ধারে কিছু জিনিষপত্র আনিতে কয়েক বার পাঠাইয়াছিলেন। মুদি ধারে দিতে রাজী হয় নাই।

নিরুপায় হইয়া বিনুর মা কখনও যাহা করেন নাই তাহাই এইবার করেন। লোকের বাড়ীতে ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই একদিন ছেলের হাত ধরিয়া তিনি বাহির হন।

সামনের মাঠটুকুর ওপারেই উকীলবাবুর বড় দোতালা বাড়ী, দুপুর বেলা বিনুকে লইয়া মা তাঁহাদের দরজায় গিয়া দাঁড়ান।

একেবারে ঠিক ভিখারীর বেশে কিন্তু বিনুর মা কিছুতেই যাইতে পারেন নাই। ট্রাঙ্কের ভিতর ছেঁড়া হইলেও পরিষ্কার একটা শাড়ী ছিল সেইটাই শেষ পর্য্যন্ত পরিয়াছেন। বিনুকেও একটু ফরসা কাপড় না পরাইযা পারেন নাই।

নীচে হইতে ঝি তাঁহাদের দেখিয়া বলে, "কাকে চাই গা?"

বিনুর মার লজ্জায় সঙ্কোচে কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসে। অস্ফুট স্বরে বলেন, "তোমাদের গিন্নিমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

বিনুর মার চেহারা ও বেশভুষায় ভিক্ষুকের কোন ছাপ থাকিলে হয়ত ঝিই নীচে হইতে ফিরাইয়া দিত। কিন্তু সে, গিন্নীর কোন পরিচিত লোক ভাবিয়া উপরের একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া বলে—"যাওনা, মা ওপরে আছেন।"

বিনুর মার মনে তখনও দ্বিধা আছে। সেইখান হইতেই তাঁহার ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। উপরে যাইতে সাহস হয় না।

বাড়ীর কোন পুরুষ মানুষের সামনেও হয়ত পড়িতে পারেন ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করেন।

কিন্তু না যাইলেও যে চলে না। অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বিনুর মা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বাড়ীর গৃহিণীর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়ান। ঘরের সামনে পরদা ফেলা। লজ্জা দমন করিয়া সে পরদা সরাইয়া তাঁহাকে উঁকি মারিতেও হয়।

চমৎকার সুসজ্জিত ঘর। তাহারই ভিতর গদিআঁটা আরাম-কেদারায় বসিয়া অল্পবয়স্কা একটি সুন্দরী মেয়ে কি একটা বই পড়িতেছে। ইনিই গৃহিণী কিনা বিনুর মার সন্দেহ হয়। গৃহিণীর এত অল্প বয়স ও এতটা রূপ বিনুর মা আশা করেন নাই।

পর্দা সরাইবার পর মেয়েটিও বই হইতে মুখ তুলিয়া তাঁহাদের দিকে অবাক হইয়া খানিক চাহিয়া থাকে, তাহার পর ইজি-চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে—"আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

বিনুর মা কুণ্ঠিত ভাবে বলেন, "আমরা এই কাছেই থাকি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

মেয়েটির মুখ তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বলে,—"আসুন, আসুন।"

বিনুর মা মেঝের উপর পাতা কার্পেটের উপরই বসিতে যান। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই শোনে না। তাঁহাকে আরাম-কেদারায় বসাইয়া একটা চেয়ার আনিয়া কাছে বসিয়া বলে, "দুপুর বেলা

কথা কইবার একটা লোক পাইনা ; কি কষ্টে যে থাকি কি বলব ! আজ আমার খুব সৌভাগ্য।”

বিন্নুর মা কথা কহিবার কিছু খুঁজিয়া পান না।

মেয়েটি বিন্নুকে কাছে ডাকিয়া আদর করিতে করিতে বলে, “আমার বাপের বাড়ীতে দুপুর বেলা মেয়েদের খুব মজলিস হয়। পাশাপাশি বাড়ি—আমরা ত' এ ওর বাড়ি রোজ যাওয়া আসা করতাম। এখানে এসে দেখছি উল্টো রকম,—কেউ কারুর বাড়ী আসে না। আমি নতুন মানুষ, কে কি মনে করবে ভেবে নিজে যেতেও সাহস করি না।”

মেয়েটি যেমন অমায়িক তেমনি আমুদে। তাহার অনর্গল কথার স্রোত বন্ধ হইবার নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বিন্নুর মাকে তাহার বাপের বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ীর খবর হইতে তাহার মনের গোপন কথা পর্য্যন্ত সমস্তই জানাইয়া দেয়। বিন্নুর মা যে এপর্য্যন্ত একবার দুইবারের বেশী মুখ খোলেন নাই তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। সে বোধ হয় তাহা লক্ষ্যই করে নাই।

জীবনের সৌভাগ্যের আনন্দ মেয়েটীর সমস্ত মুখ চোখ ও কথায় বার্ত্তায় পরিস্ফুট। তাহার মনে কোথাও কোন দুঃখ বেদনার ছায়া নাই।

বিন্নুর মা ইতিমধ্যে সব কথাই জানিয়াছেন। সে যে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাহার স্বামী যে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেকদিন অবিবাহিত থাকিয়া তবে বিবাহ করিয়াছেন, এখনও যে

সে তপস্যাভঙ্গের কথা বলিয়া স্বামীকে ঠাট্টা করে, স্বামী যে মহাদেবের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহার কথার উত্তর দিবার চেষ্টা করেন, তাহার স্বামীর সত্যই যে বয়স কম এবং প্রথম পক্ষের স্ত্রী যে বিবাহের মাস ছয়ের মধ্যেই মারা গিয়াছিল—কোন কথাই মেয়েটি বলিতে ভোলে নাই।

এত কাছে থাকিলেও বিনুদের কোন খবরই সে রাখে না দেখা গেল। জানিবার তাহার অবসরও নাই। নিজের কথাতেই সে মত্ত।

কথায় কথায় বিকাল হইয়া আসিয়াছে। ঝি আসিয়া বলে—"মা বিকেলে তুমি যে কি কাটলেট ভাজবে বলেছিলে! ঠাকুর কি মশলা-টশলা বাটতে হবে জিজ্ঞেস করলে!"

মেয়েটি রাগের ভাণ করিয়া বলে—"না, না, কিছু ভাজব টাজব না, তুই বলগে যা।"

ঝি ফিরিয়া যাইতেই কিন্তু মেয়েটি তাহাকে ডাকিয়া হাসিয়া বলে, "শোন্ শোন্ তাকে এখন কিছু করতে হবে না। ঠাকুরকে বল আমি যাচ্ছি।"

সে চলিয়া যাইবার পর মেয়েটি সলজ্জ ভাবে হাসিয়া বিনুর মাকে বলে, "ওঁর ঠাট্টার জ্বালায় ভাই অতিষ্ঠ হয়ে আজ কাট্‌লেট ভেজে খাওয়াব বলেছিলাম। আমার বাক্স খুলে কবে আমার স্কুলের সার্টিফিকেট দেখেছিলেন কে জানে! সেই থেকে আমায় কেবল ঠাট্টা—'রান্নার জন্য দ্রৌপদী না কি একটা টাইটেল পেয়েছিলে যে!' স্কুলের রান্না শেখা কি রকম তা ত জান ভাই—

একটা ফ্রেঞ্চ টোষ্ট ভেজেই সেখানে বড় রাঁধিয়ে—উনি ঠাট্টা করলেও আমি লজ্জায় চুপ করে থাকি। আজ কিন্তু আর পারলাম না, রাগ করে বলে ফেলেছি—তা বলে তোমার হোটেলের চেয়ে ভাল রাঁধতে পারি বাপু, আজ না হয় খেয়েই দেখো!"

একটু থামিয়া মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাঁ ভাই, বিস্কুটের গুঁড়োর চেয়ে আলো চাল বাঁটা দিয়ে নাকি ভালো কাটলেট হয়? আমি ভাই সত্যি ওসব কিছু জানি না।"

বিনুর মা যেমন জানেন তেমনি পরামর্শ দিয়া এইবার উঠিয়া পড়েন। মেয়েটি নীচে পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া বলে—"আলাপ হয়ে গেল, এবার থেকে সময় পেলেই কিন্তু আসতে হবে। আমিও শীগ্‌গীর একদিন যাচ্ছি মনে থাকে যেন।"

হতাশ হইয়া বিনুর মা বাড়ী ফেরেন। এত সৌহার্দ্দ ও আদর-আপ্যায়নের ভিতর সামান্য ভিক্ষার কথা তিনি কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই।

হঠাৎ অক্ষয়বাবু আসিয়া দেখা দেন একদিন। তাহার আগে একবেলা বিনুকে পর্য্যন্ত উপবাস দিতে হইয়াছে।

অক্ষয়বাবু আসিয়া একেবারে গোড়ার দিকের মত বাহির হইতেই বিনুকে ডাকিতেছিলেন। গলার স্বর শুনিয়া মা বিনুকে দিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকিয়া পাঠান।

অক্ষয়বাবু যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ভিতরে আসিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াই বলেন—“এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার খোঁজ নিয়ে যাই। আপনারা ভালো আছেন ত ?”

বিনুর মা আজ লজ্জা-সরম ভুলিয়া অনেক কথাই বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবুর কথার ধরণে তিনি একেবারে দমিয়া যান। একথার উত্তরে নিজেদের দুর্দ্দশার কাহিনী কেমন করিয়া জানান যায় তাহা তিনি ভাবিয়া পান না।

শুধু বলেন—“আপনি অনেক দিন আসেন নি।”

“হ্যাঁ, কাজকর্ম্ম সব একাই করতে হয়, সময় পাই না।” অনাত্মীয় পুরুষকে এ কথার পর আর কিছুই বলা যায় না। সময় যদি তাঁহার সত্যই না থাকে তাহা হইলে বলিবার আর কি আছে! তাঁহার উপর ত আর জোর চলে না। তবু মনে মনে বিনুর মা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ, অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। অক্ষয়বাবুকে এখন স্বল্প কথায় বিদায় দিলেই কোন রকমে আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখা যায়। কিন্তু তিনি নিরুপায়। অক্ষয়বাবুর ঔদাসীন্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেও বিনুর মাকে গায়ে পড়িয়া কথা কহিতে হইবে! ভদ্রলোকের সাহায্য ছাড়া তাঁহার কোন গতি নাই। এবার চলিয়া গেলে অক্ষয় বাবু আর আসিবেন কিনা সন্দেহ। হয়ত এবার এ আশ্রয় ত্যাগ করিতেও তাঁহাকে হইতে পারে।

অক্ষয়বাবু খানিক উস্‌খুস্‌ করিয়া বলেন—“আচ্ছা আজ তবে আসি!

বিন্নুর মা তথাপি মাথা নীচু করিয়া কোন রকমে বলেন—“আমার সে কাজগুলো শেষ হয়েছে!”

“ওঃ সেই সেলাই-এর কাজ!”

সে ব্যাপার সম্বন্ধে অক্ষয়বাবুর কোন প্রকার আগ্রহ যে নাই এ কথায় তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়।

খানিক নীরবে মাথা নীচু করিয়া থাকিয়া বিন্নুর মা আবার বলেন,—“সেগুলো দিয়ে আসতে পারলে ভাল হয়।”

“হুঁ, তা ত হয়! তাদের টাকাটা এখনও শোধ হয় নি।”

কিন্তু টাকা শোধ দেওয়ার জন্য বিন্নুর মা এখন ব্যস্ত হন নাই। এখন তাঁহার কিছু অর্থের প্রয়োজন। বলেন—“আর কিছু কাজও যদি পেতাম...”

অক্ষয়বাবু চিন্তান্বিত কণ্ঠে বলেন, “এতদিন বাদে আর তারা কি কাজ দেবে? অনেক কষ্টে তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলাম।”

বিন্নুর মা একেবারে অকূল পাথারে পড়েন। সত্যই যদি আর কাজ না পাওয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে—ভাবিতেও তিনি শিহরিয়া ওঠেন।

অক্ষয়বাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলেন—“আচ্ছা বলে দেখব যদি হয়!”

অক্ষয়বাবু চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া মরিয়া হইয়া বিন্নুর মা বলেন—“আমার কিছু টাকার দরকার ছিল।”

অক্ষয়বাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলেন—“অগ্রিম টাকা!”

তাঁহার কণ্ঠের স্বরে সরল বিস্ময় না নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কি আছে বিনুর মা ভাল বুঝিতে পারেন না। কিন্তু লজ্জায় অপমানে তাঁহার একেবারে মাটিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

এবার অক্ষয়বাবুর কণ্ঠস্বরে যে বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাতে সন্দেহের আর অবকাশ নাই। ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলেন—"আমি ভেবেছিলাম অগ্রিম টাকা নিতে আপনার ভয়ানক আপত্তি!"

বিনুর মা চুপ করিয়া থাকেন।

অক্ষয়বাবু আবার বলেন—"আপনার মত বদলেছে দেখে আমি অবশ্য সুখীই হ'লাম। কিছুদিন আগে বদলালে আরও ভাল হ'ত।"

অক্ষয়বাবুর কথায় বিনুর মা মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকাইয়া তিনি চোখ নামাইয়া ল'ন। তাঁহার চোখমুখ লাল হইয়া ওঠে। অক্ষয়বাবুর মুখে চোখে হাসিতে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে অতিবড় নির্ব্বোধেরও তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে ভুল হইতে পারে না। অক্ষয়বাবুর দৃষ্টি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিষাক্ত শরের মত বিদ্ধ করিতে থাকে।

নিকটে সরিয়া আসিয়া পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া অক্ষয়বাবু তা বিনুর মার হাতে দেন। বলেন—"তাদের হয়ে আমিই আজ আগাম দিয়ে গেলাম। হিসেব নিকেশ আজ সন্ধ্যের পর এসে করব; দিনের বেলা আমার সময় হবে না।"

বিনুর মাকে সত্যই এবার কঠিন সংগ্রাম করিতে হয়। নিজে দু'বেলা উপবাসী। বিনু একবেলা অভুক্ত আছে। তবুও শেষ পর্য্যন্ত টাকাটা তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। মুখেও তিনি কিছু হয়ত বলিতেন, কিন্তু ক্ষোভে দুঃখে অপমানে কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অক্ষয়বাবু এ আচরণে মৃদু একটু হাস্য করেন মাত্র। নোটটা কুড়াইয়া লইবার কোন চেষ্টা না করিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে তিনি নিম্নস্বরে শুধু বলিয়া যান—"আসতে বোধ হয় আমার একটু রাত হবে।"

অনেক দিন বাদে মা বিনুকে আজ অত্যন্ত আদর করেন। মা আজ অনেক কিছু রাঁধিয়া তাহাকে সন্ধ্যার পরই খাওয়াইয়াছেন। সে যাহা যাহা ভালবাসে কিছুই মা ভোলেন নাই। জিনিষপত্র বিনুকেই অবশ্য কিনিয়া আনিতে হইয়াছে। পয়সা ব্যয় সম্বন্ধে মায়ের এই আকস্মিক উদারতা দেখিয়া বিনু অবাক হইয়া গিয়াছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর মা তাহাকে কাছে লইয়া বাহিরের দাওয়ার উপর বসিয়াছেন। বিনু জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"মা তুমি খেলে না?"

মা হাসিয়া বলিয়াছেন—"খাবখ'ন। মা না খেলে, তোর ভাবনা হয় বিনু?"

বিনু লজ্জিত হইয়া কিছু বলিতে পারে নাই। মা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"ওঁর জন্যে মন কেমন করে বিনু?"

এ প্রশ্নে বিনুর অবাক হইবারই কথা। মাতাপুত্রের মধ্যে পরস্পরের অস্ফুট সম্মতিক্রমেই এ প্রসঙ্গ যেন এতদিন চাপা ছিল। মা কখনও এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। বিনুও আব্ছা আব্ছা অনেক কিছু জানিলেও দুর্জ্ঞেয় কোন প্রেরণায় বাবার কথা স্পষ্ট কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় বুঝিয়াছে।

আজ প্রথম মা বাবার কথা তুলিলেন। বিনু প্রথম চমকিত হইয়া কোন উত্তর দিতে পারে না। খানিক বাদে প্রায় চুপি চুপি মায়ের বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া বলে—"করে।"

তাহার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কান্না রোধ করিবার চেষ্টায় তাহার ফোঁপানি শোনা যায়। মা নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে থাকেন; সান্ত্বনার কোন কথা বলেন না।

বিনু কি জন্য কাঁদিতেছে জানিতে পারিলে মা বোধ হয় একটু অবাক হইতেন। বাবা জেলে গিয়াছেন বলিয়া দুঃখ বিনুর আছে, কিন্তু সে দুঃখ বড় নয়। বাবার দীর্ঘ অদর্শনে ব্যাকুল হইয়াও সে কাঁদিতেছে না। বাবার কথা উঠিতেই তাহার মনে বাবার সেদিনকার অসহায় কাতরতার যে ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই তাহার সমস্ত বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বাবার সে উদ্‌ভ্রান্ত হতাশ চেহারা স্মরণ করিলেই কে জানে কেন তাহার পক্ষে কান্না সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

অনেকক্ষণ বাদে বিনু শান্ত হইলে মা বলেন—"এবার ঘুমোতে চল বাবা।"

বিনু চোখ মুছিয়া আবার জিজ্ঞাসা করে—"তুমি খাবে না?"

"খাবখ'ন রে পাগলা!" বলিয়া মা হাসেন।

বিনু নিজের বিছানায় শুইতে যাইতেছিল হঠাৎ মা তাহাকে আবার টানিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করেন। মায়ের আদর আজ যেন কেমন অদ্ভুত ঠেকে। শব্দ নাই তবু বিনুর মনে হয় মা কাঁদিতেছেন।

বাবা জেলে যাইবার পর প্রথম প্রথম মা অত্যন্ত ছটফট করিতেন, সারাদিন কাঁদিতেন। কিন্তু তখনকার কান্নার সহিত এ কান্নার তফাৎ বিনুও বুঝিতে পারে।

সান্ত্বনা দিবার ভাষা সে জানে না। কাতর ভাবে সে শুধু মাকে একবার ডাকে।

একটু স্থির হইয়া মা বলেন, "তোকে আজকাল বড্ড বকি, মারি। মাকে আর তোর ভাল লাগে না, নারে বিনু?"

একথার বিনু কি জবাব দিবে! অকারণে তাহারও অশ্রুতে দুচোখ ভরিয়া আসে।

আজ যেন তাহাদের কি হইয়াছে। মা হঠাৎ কোথা হইতে কি কথা টানিয়া আনিয়া বলেন, "তুই যদি আর একটু বড় হতিস্ বিনু, তাহলে আজ আমাদের কিছু ভাবতে হত না। রোজগার করে এনে মাকে খাওয়াতে পারতিস্ ত?"

এসব কথার কোন অর্থ নাই, তবু একটা কিছু উত্তর দিবার জন্য বিনু বলে,—"পারতাম।"

মা এই কথাতেই যেন অত্যন্ত খুশী হইয়া ওঠেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলেন, "তোর বড় হতে কিন্তু এখনো অনেক দেরী যে বিনু! ততদিন কি হবে?" শেষ কথাগুলি বলিবার সময় মার গলার স্বর একটু নামিয়াই আসে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জাগিতেছিল বিনু এইবার তাহা প্রকাশ করে। জিজ্ঞাসা করে—"আজ এত খরচ করলে কেন?"

মা হাসিয়া বলেন—"তা করলেই বা একদিন! তোর বুঝি ভাবনা হচ্ছে তাই!"

একটু থামিয়া মা যেন নিজের মনেই বলেন—"তোর ভাবনা কি বাবা! বেটাছেলে! পরমায়ু থাকলে বড় হয়ে নিজের রোজগারে একদিন স্বাধীন হতে পারবি। কারুর মুখ চেয়ে থাকতে হবে না, কিছু ভয় করতে হবে না। এখন কিছুদিন হয়ত কষ্ট আছে!"

একথাগুলা মা নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্তই বলেন কিনা কে জানে!

খানিক বাদে সে শুইতে যাইবার সময় মা হঠাৎ বলেন,—"আজকাল তোর একা শুতে ভয় করে না, নারে বিনু?"

বিনু সরল ভাবে বলে, "না"।

পিছন হইতে মার মুখ সে দেখিতে পায় না।

*　　*　　*　　*

বিন্নুর জীবনের একটি দিনের পাতা বিস্ময়, বেদনা ও আতঙ্কের স্মৃতির টুকরা টুকরা অসংলগ্ন চিত্রে সব চেয়ে ভয়াবহ হইয়া আছে। এখনও সে পাতা সে সজ্ঞানে খুলিতে সাহস করে না। তন্দ্রার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতে কখনও কখনও স্মৃতির সে-পাতা উল্টাইয়া যায়। ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সে জাগিয়া ওঠে।

পরের দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে সে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে যেন অনেকে মিলিয়া ডাকিতেছে। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহাকে যেন অনেকে মিলিয়া জাগাইতে ব্যস্ত। জাগিয়া ওঠার পর লোকগুলার চোখে সে যাহা দেখিয়াছিল এখনও তাহা ভুলিতে পারে নাই। কোন মানুষের কথা তাহার মনে পড়ে না। কেবল কতকগুলা চোখ—সে চোখের নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর কৌতূহল, সামান্য বুঝি একটু বেদনা, পরিপূর্ণ আতঙ্ক, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

কিছু সে বোঝে নাই, কিন্তু বুকের ভিতর পর্য্যন্ত সেই সমস্ত চোখের ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতে তাহার কেমন করিয়া হিম হইয়া গিয়াছিল।

তাহার পর সে বুঝি বাহিরে আসিয়াছিল। ভাল করিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল কিনা তাহাও তাহার স্মরণ হয় না। কিন্তু না দেখিতেই তাহার মনে সে ছবি যেন বহুপূর্ব্বেই আপনা হইতে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ ছবিও নয়—সামান্য একটু আধটু অংশ মাত্র, কিন্তু তাহাই যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকায় ক্ষত করিয়া

কে তাহার হৃদয়ে চিরদিনের মত খোদাই করিয়া দিয়াছে। শাড়ীর নীচে মায়ের শীর্ণ আলতা-পরা পা অসহায় ভাবে শূন্যে ঝুলিতেছে। মাথার অপর্য্যাপ্ত সিন্দুর গড়াইয়া বেদনাবিকৃত পাণ্ডুর মুখে ও গলার কাছে শাড়ীতে পড়িয়াছে .....

পুলিস ডাকা হইয়াছে। তখনও কেহ লাশ নামাইতে সাহস করে নাই। পাড়াশুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে তাহাদের বাড়ীতে।

বিনুকে যেন অনেকে আদর করিতেছে, কুৎসিত বিতৃষ্ণাকর আদর। আবার সবাই যেন তাহাকে ভুলিয়া ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছে।

কে যেন তাহাকে কোলে করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বিনু উঠিবে না, কিছুতেই উঠিবে না। আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া সে সেই জঘন্য আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইল।

তাহার গায়ে মাথায় কেবল মানুষের হাত—হাত নয় যেন পশুর থাবা। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত হইয়া যাইতেছে—ইহারা কি বুঝিতে পারে না!

কেমন করিয়া কে প্রথম খবর পাইয়াছিল কে জানে! এসব খবর রাষ্ট্র হইবার অসাধারণ সব পন্থা আছে। প্রথম দেখার গৌরব লইয়া চারিধারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তর্কও বুঝি হইতেছিল।

মানুষের জঙ্গলের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে বিনু কখন একেবারে বাহির হইয়া পড়িল। বাড়ীর ভিতর থাকা অসহ্য। কেহ কেহ হয়ত লক্ষ্য করিল, কেহ করিল না।

বিনু সে বাড়ীতে আর ফিরিল না।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সেদিন বিহু যে কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল তাহা সে নিজেই জানে না। ভিতরের একটা প্রচণ্ড ভাষাহীন আবেগ তাহাকে ক্রমাগতই ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। পথ ঘাট মানুষ সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই। তাহার মনের চারিধারে গাঢ় কুয়াসার একটা পর্দ্দা যেন টাঙ্গান। সে পর্দ্দার পিছনে সমস্ত পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া গেছে।

বিকাল বেলা তাহাকে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় একটি পার্কের মধ্যে দেখা গেল। মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; সমস্ত দেহ ধূলিধূসর। পথের নিরাশ্রয় অনাথ ছেলেদের ভিতর হইতে আর তাহাকে চিনিয়া লইবার উপায় নাই।

কিন্তু ক্লান্ত হইলেও এতক্ষণে তাহার মনের চারদিককার শ্বাসরোধকারী কুয়াসা কাটিয়া গিয়াছে। এইটুকু বালকের অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা অবিরাম পথ চলার ভিতর দিয়াই বুঝি অনেকটা ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।

বাড়ির কথাটা সে যেন জোর করিয়াই মন হইতে সরাইয়া রাখিয়াছে। বসিয়া বসিয়া পার্কের ছেলেমেয়েদের খেলায় সে নিবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু খানিক বাদে আর ভাল লাগিল না। সে যেন সমবয়সী ছেলেমেয়েদের চাইতে হঠাৎ অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত ছেলেমানুষী খেলা আর তাহার ভাল লাগে না। তাহার এখন ইচ্ছা করে অনেক দূরে কোথাও চলিয়া যাইতে। মনের মধ্যে অনেক দূর বলিয়া যে জায়গাটা সে কল্পনা করে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই।

দেবুর কাছে শোনা বিদেশের গল্পের সঙ্গে তাহার খানিকটা মিল আছে—খানিকটা তাহার নিজের কল্পনা দিয়া গড়া। সেই সুন্দর দেশে যেন সব আছে। বাবা যখন ভাল ছিলেন, মায়ের মুখে যখন হাসি ফুটিত, তখনকার তাহাদের বাড়ীর মত সে দেশ মধুর—আবার দেবুর বইএ পড়া ভীষণ অরণ্যের মত সে দেশ রোমাঞ্চকর।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পার্ক প্রায় খালি হইয়া আসিতেছে। ছোট ছেলে মেয়ের দল চলিয়া গিয়াছে। এখানে ওখানে বয়স্ক লোকেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। চারিধারের রাস্তায় খানিক আগেই আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, সেই আলোর মালার বেষ্টনীতে সমস্ত পার্কটিকে দেখাইতেছিল বড় অদ্ভুত।

অন্যদিন হইলে এই অন্ধকারে একা পার্কের মাঝে বসিয়া থাকিতে হয়ত বিনুর ভয় করিত আজ কিন্তু সে সাধারণ ভয়-ভাবনার ঊর্দ্ধে কেমন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বেঞ্চির উপর গুটিসুটি হইয়া বসিয়া সে এখন কোথায় যাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। মনে হইল আজ দেবু থাকিলে তাহার আর কোন ভাবনা থাকিত না। অনায়াসে তাহাদের বাড়ি গিয়া সে উঠিতে পারিত। কিন্তু দেবুদের বাড়ি সে আর কোন মতেই যে যাইতে পারে না।

সারাদিন তাহার চোখ দিয়া একবারও জল পড়ে নাই কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে দেবুকে মনে পড়িতেই হঠাৎ চোখ

তাহার জলে ভরিয়া আসিল। হৃদয়ের গভীরতম বেদনাটিকে আড়াল করিয়া রাখিবার জন্য এ যেন তাহার মনের একটি কৌশল। দেবুর অভাবটিকেই বড় করিয়া দেখার ছলে তাহার মন যেন ভিতরের রুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দিতে চায়।

দেবুর জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত দেহে বেঞ্চির উপরেই শুইয়া বিনু এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম যখন তাহার ভাঙিল তখন রাত বেশ হইয়াছে। সদ্য ঘুমভাঙা চোখে অপরিচিত আবেষ্টন দেখিয়া সে একবার বুঝি ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। বেঞ্চির অপর দিক হইতে ভারী গলায় কে বলিল,—"চেঁচায় কেরে ?"

ভাল করিয়া ঘুমের ঘোর কাটিতেই বিনু আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। লোকটার গলার স্বরে ভয় পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

সমস্ত পার্ক অন্ধকার। লোকটাও হয়ত বেঞ্চির অপর পিঠে বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। এবার বিনুর সাড়া না পাইয়া সে কৌতূহলী হইয়া এদিকে ঘুরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনু দেখিল গলাটা ভারী হইলেও মানুষটা দেখিতে এমন কিছু নয়। শীর্ণ ছোট্ট-খাট্ট চেহারা! গলার স্বর না শুনিলে অন্ধকারে তাহাকে বালক বলিয়া মনে হইত। কোলে তাহার ছোট একটি শিশু ঘুমাইয়া আছে বলিয়াই মনে হইল।

খানিকক্ষণ বিনুকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লোকটা বলিল— "এতক্ষণ পর্য্যন্ত মাঠে শুয়ে আছ যে খোকা; যাও যাও বাড়ি

যাও! রাত কত হয়েছে জান! গীর্জ্জের ঘড়িতে ঢঙ্ ঢঙ্ করে এগারটা বেজে গেল এই মাত্র। হ্যাঁ ঘড়ি বানিয়েছে বটে গীর্জ্জের!—তিনি মাইল দূর থেকে ঘণ্টা শুনতে পাবে। আর হবে নাই বা কেন! এ যে আসল বিলিতি গোরার গীর্জ্জে!"

বিনু কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। রাত যে অনেক হইয়াছে তাহা সেও বেশ বুঝিতে পারিতেছে। বাহিরের রাস্তায় লোকজন, গাড়িঘোড়া নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এত রাত্রে কোথায় বা সে যাইবে!

লোকটা কি ভাবিয়া আর একটু কাছে আসিয়া বলিল—"বাড়ি থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছ বুঝি! বাবা বড্ড মেরেছিল, কেমন? এতক্ষণে বাবার রাগ জল হয়ে গেছে, দেখগে যাও। মাও সেই কখন থেকে কাঁদছে! ছি, খোকা বাপমার ওপর কি রাগ করে!"

বিনু এবার সত্যই বিহ্বলভাবে লোকটার দিকে তাকাইয়া রহিল। এ লোকটার কথায় জবাব না দিলে নয়। অথচ কিইবা সে বলিতে পারে!

কোল হইতে শিশুটিকে কাঁধের উপর ফেলিয়া লোকটা এবার এক হাত দিয়া বিনুকে একটু টানিয়া বলিল—"খানিক বাদেই মালী গেট বন্ধ করে দেবে যে! তখন আর সারারাত কাঁদলেও বেরুতে পাবে না। যা উঁচু রেলিঙ। আমিই টপকাতে পারি না, ত তুমি! চল, চল বাড়ি চল!"

বিনুকে উঠিতেই হইল। লোকটা যে রকম নাছোড়বান্দা,

না উঠিলে আরো কতক্ষণ ধরিয়া বকৃবকৃ করিবে কে জানে! অথচ পার্কের বাহিরে যাইতে তাহার একটুও ইচ্ছা নাই। এখানে তবু শুইবার একটা বেঞ্চি আছে। বাহিরে রাস্তায় সারা রাত কাটাইবার কথায় তাহার সত্যই ভয় করে।

লোকটা তাহাকে সঙ্গে লইয়া আবার বকৃবকৃ করিতে করিতে চলিল—"বাপ মা মারলে কি রাগ করতে আছে খোকা! বাপ মা হল দেবতা! কেষ্ট-বিষ্টু কালি-ফালি যা বল বাবা সাক্ষাৎ দেবতা হ'ল শুধু বাপ-মা। রোজ সকাল বিকেল বাপ-মার পা ধুয়ে একটু জল খেয়ো দেখি, মানুষ ত' মানুষ যম তোমায় ছুঁতে পারবে না। আমাদের পাড়ার নরেন বোস,—কলকেতা সহরে চারটে তেতালা বাড়ী, দুটো মোটর—টাকার কুমীর বল্লেই হয়—এখনো দুটি বেলা মার পায়ের চন্নামেরত তার খাওয়া চাই-ই। বরাত কি আর অমনি খোলে!"

তাহারা এখন পার্কের বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল, গ্যাসের আলোয় লোকটাকে এবার ভাল করিয়া দেখা গেল। অবস্থা যে তাহার একেবারে খারাপ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গায়ে ছেঁড়া তালি-দেওয়া একটা পাঞ্জাবী। কিন্তু সেটা বোধ হয় তাহার নিজের নয়, আলখাল্লার মত তাহা হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পরণের কাপড়খানি জামার তুলনায় ফর্সা হইলেও শতছিন্ন। কাঁধের উপর যে শিশুটি ঘুমাইতেছে তাহার গায়ে কোন প্রকার জামাই নাই। একটা পুরাণ গায়ের কাপড়ের ছেঁড়া টুকরা চাপা দিয়া রাখিয়াছে মাত্র। লোকটার

শুকনো পাকানো মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার বয়স বুঝিবার উপায় নাই। ত্রিশ হইতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যে কোন বয়স তাহার হইতে পারে। সব শুদ্ধ জড়াইয়া এই শীর্ণ ছোটখাট মানুষটির চারিধারে এমন একটি অসহায় সঙ্কুচিত ভাব আছে যে দেখিলে দয়া হয়। ইহার কাছে বিনুরও যেন নিজেকে আর ছোট বলিয়া মনে হইতেছিল না।

লোকটাও আলোয় বিনুকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইয়া চমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ পিতৃমাতৃভক্তির সমস্ত উপদেশ ভুলিয়া সে বলিল—"আহা এযে ফুলের মত ছেলে গো! এমন ছেলেকে কোন প্রাণে বাপ-মা মারে বলত! এমন পাষাণ বাপমার মুখে আগুন। কোন্ দিকে তোমার বাড়ি বাবা?"

লোকটাকে এড়াইয়া যাইবার জন্য বিনু খেয়াল মত একটা দিক দেখাইয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। ঘুমন্ত ছেলেটাকে সযত্নে অন্য কাঁধে বদল করিয়া লোকটা বলিল—"চল বাবা, চল, আমিও যাব্ এই দিকে। খানিকটা তোমায় এগিয়ে দিই।"

কথা না কহিয়া লোকটা বুঝি থাকিতে পারে না। খানিক দূর যাইতে না যাইতে সে আবার কথা সুরু করিল—"কি বলছিলাম না তখন? হ্যাঁ হ্যাঁ বাপমার কথা। তা দেখ বাবা, মারধোরই করুক, আর যাই করুক, তারা জন্মদাতা, তাদের কখন অমান্য করবে না। বাপমাকে কষ্ট দিয়েই না আজ এই

দুর্দ্দশা। তখন একটু মার খেয়ে রাগ করেছি আর আজ দুনিয়া শুদ্ধ মেরে যাচ্ছে। কার ওপর রাগ করব বল। তাই বলি, মার্ বাবা মার্, কত মারতে পারিস! এ যুগে ত আর দয়ামায়া মানুষের শরীরে নেই। যে যার নিজের গণ্ডাটি শুধু বোঝে।”

ক্লান্ত পদে চলিতে চলিতে বিনু লোকটার কোন কথাই বিশেষ মন দিয়া শুনিতেছিল না। কাঁধের শিশুটির কান্নায় তাহার প্রথম চমক ভাঙ্গিল। তাহার কেমন সন্দেহ হইল যে লোকটা ইচ্ছা করিয়াই যেন ছেলেটাকে কাঁদাইয়াছে। তাহারা তখন বড় রাস্তার মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। রাস্তার ধারে বোধ হয় বাসের জন্যই একজন সুবেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছিলেন। লোকটা হঠাৎ তাহাকে বিস্মিত করিয়া সটান তাহার হাত ধরিয়া ভদ্রলোকের কাছে গিয়া হাজির হইল।

তাহার পর ভারী গলাটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া সে যাহা বলিতে আরম্ভ করিল তাহাতে বিনু ত' একেবারে অবাক! এক বছরের ওই দুগ্ধপোষ্য ছেলেটিকে রাখিয়া তাহার স্ত্রী নাকি মারা গিয়াছে। সংসারে তাহার আর কেহ নাই, চাকরী বাকরী আজ দুই বৎসর ধরিয়া খুঁজিয়া পাইতেছে না। একটু দুধের অভাবে ছেলেটা মারা পড়িতে বসিয়াছে। সে পুরুষ মানুষ, ছেলের যত্নের কিই বা জানে। কোথাও রাখিবার জায়গা নাই বলিয়া নিজেই সারাদিন বহিয়া বেড়ায়। ভদ্রলোক যদি দয়া করিয়া কিছু সাহায্য করেন।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া সরিয়া যাইবার সময় একবার বিনুর দিকে তাকাইলেন। লোকটা তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে বিনুকে দেখাইয়া বলিল—"আর এইটি বড় ছেলে মশাই। রাজপুত্তুরের মত চেহারা ছিল। খেতে না পেয়ে পেয়ে কি দশা হয়েছে দেখুন না? কোথায় কোন বদ্‌ছেলের সঙ্গে মিশে বকে যাবে তাই সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াই। সহর কি পাজি জায়গা জানেন ত!"

একটা বাস আসিয়া পড়িয়াছিল। ভদ্রলোক আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলেন। সেই দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে একটা গাল দিয়া লোকটা বলিল,—"চামার বেটারা সব চামার! বেটাদের ঘরে যাও, দেখবে কুকুর-বেড়ালের রাজভোগ হচ্ছে, আর এমন কচি মুখ দেখে বেটাদের মায়া হয় না।"

লোকটার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিনু এবার নিজে হইতেই একদিকে চলিয়া যাইতেছিল। লোকটা পিছন হইতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল—"এই দিকে বুঝি বাড়ি বাবা তোমার? যাও বাবা, বাড়ি যাও। কিছু মনে কোরোনা বাবা, পেটের দায়ে অমন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাগুলো বলি, তাতেও কি কিছু হয়! এই দেখ না রাত বারোটা পর্য্যন্ত দুধের ছেলেটাকে রাস্তায় রাস্তায় নিয়ে বেড়াই, চিমটি কেটে কাঁদিয়ে ভিক্ষে করি তবু দুগণ্ডা পয়সাও মেলে না। এসব পাপ জমা হচ্ছে জানি, চিত্রগুপ্তের খাতায় ঢেঁড়ার পর ঢেঁড়া পড়ছে। কি করব যে—"

লোকটা আরও কিছু বলিতেছিল। কিন্তু বিনু আর না শুনিয়া সামনের দিকে আগাইয়া গেল।

বড় রাস্তাও এখন নির্জ্জন হইয়া আসিয়াছে। দুই একটা মোটর মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল মাত্র। লোক-জন একেবারে নাই বলিলেই হয়। একটা গাড়িবারান্দার তলায় অনেকগুলা লোক শুধু মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমে সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিলেও এই অপরিচিত লোক-গুলার ভিতর শুইতে বিনুর সাহস হইল না। পার্কের সেই বেঞ্চিটির জন্যই তাহার লোভ হইতেছিল। সেখানকার অন্ধকার নির্জ্জনতায় সামান্য একটু ভয় হয়ত করিতে পারে কিন্তু তবু, সে জায়গা অনেক দিক দিয়া সুবিধার। এখনও হয় ত মালী গেট বন্ধ করে নাই এই আশায় বিনু পার্কের উদ্দেশেই আবার ফিরিল। কিন্তু বেশী দূর তাহাকে যাইতে হইল না।

পথের মাঝখানে ছেলে কোলে লইয়া সেই লোকটাই দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল,—"এই বুঝি তোমার বাড়ি যাওয়া খোকা? আমি ভাবলাম ছেলেটা এত রাত্রে একলা বাড়ি যাবে—একটু এগিয়েই দেখি! তোমার এমন ফাঁকি দেবার মতলব, তা কেমন করে জানব!"

বিশেষ কারণ না থাকিলেও বিনু এবার অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিতেছিল। মাথা নীচু করিয়া বলিল—"আমার ওধারে বাড়ি নয়!"

—"না বাবা, তোমার চালাকীতে ভুলছিনে, চল কোথায়

তোমার বাড়ি আমি তাহ'লে দেখে আসব। এমন পাগলা ছেলেও ত দেখিনি কখন। মার জন্যে মন কেমন করছে না?"

বিনু চুপ করিয়া রহিল।

লোকটা বলিল—"কেমন, মন কেমন করছে ত? করবে না বাবা! ও করতেই হবে, ছেলেবেলা আমি অমন কত পালিয়েছি। দিনের বেলা টো টো করে ঘুরে বেড়াতাম, কিন্তু রাত হলে আর কথাটি নেই, সুড় সুড় করে বাড়িতে গিয়ে হাজির। মাকে না দেখে কতক্ষণ থাকা যায়!"

নিজের মনে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বিনুর মুখের দিকে চাহিয়া লোকটা থামিয়া গেল। কাতর ভাবে বলিল, "কি হ'ল বাবা! ছি ছি এত বড় ছেলে কাঁদে নাকি! চল বাড়ি চল।"

বিনু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"আমার বাড়ি নেই!"

—"বাড়ি নেই?" খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া লোকটা বলিল—"এই ব্যাপার। বুঝেছি, আর বলতে হবে না। বাবা আবার বিয়ে করেছে, সৎমা উঠ্‌তে বসতে মুখ নাড়া দেয়, কেমন? তাইত ভাবি ছেলেটা বাড়ি যেতে এমন নারাজ কেন! এত শুধু রাগের ব্যাপার নয়!"

বিনু এ কথার কোন প্রতিবাদই করিল না। উচ্ছ্বসিত হইয়া এইবার সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

লোকটা খানিক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল তারপর হঠাৎ বিনুর হাত ধরিয়া বলিল, "চল্ বাবা চল্, অমন বাপ-

মায়ের কাছে তোকে আর যেতে হবে না। নকুড় দাস ভিক্ষে মেগে খায় তবু ছেলের অযত্ন সইতে পারে না। আমাদের যদি জোটে ত তুইও খেতে পাবি, না জোটে শুকিয়ে মরবি! কি করবি বল্, যেমন বরাত করেছিস্। তবু দরকার নেই অমন সৎমার ঘরে গিয়ে। মাগী কোনদিন হয়ত বিষই দিয়ে দেবে। বেটিরা সব পারে!”

নকুড় দাস নিজের মনে বকিতে বকিতেই চলিল। বিন্টুর ইচ্ছা অনিচ্ছা বলিয়া আর কিছু ছিল না। নকুড়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার আর কোন চেষ্টা সে করিল না।

নকুড় দাসের সংসার বিনুর কাছে সত্যকার একটা নূতন পৃথিবী। এ পৃথিবীর সঙ্গেও বুঝি তার পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। এ যেন একটা বিকৃত ছায়ার জগৎ—উর্দ্ধে কোথায় মানুষের জীবনের সত্যকার কাহিনী চলিতেছে, এখানে তাহারই নকল প্রতিবিম্ব—বিকৃত ও কুৎসিত।

দারিদ্র্য ও গ্লানির সঙ্গে তাহার পরিচয় ভাল মতেই আছে। তাহাদের বাড়ীর সমস্ত কাহিনী এই অভাব অনটনের পট-ভূমিতেই অঙ্কিত। কিন্তু এখানে দারিদ্র্যের যেন অন্যরূপ।

তাহার মা ও বাবার জন্য কোথায় অলক্ষ্যে বিনুর মনে একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত ঘৃণা বুঝি জন্মিয়াছিল। তাহাদের অক্ষমতা সে কেমন যেন ক্ষমা করিতে পারে নাই। কিন্তু এখানে নকুড় দাসের সংসার দেখিয়া তাহার সে ভাব কাটিয়া গেল। নিষ্ফল হউক আর যাই হউক তাহার মা ও বাবা তবু সংগ্রাম করিয়াছেন। গ্লানিবোধ ছিল বলিয়াই তাঁহারা আহত হইয়াছেন। এখানে আঘাতের কোন অনুভূতিই নাই। ইহাদের সমস্ত মন অসাড় হইয়া গিয়াছে।

নকুড় দাস যেমন করিয়াই হউক আশ্রয়টি জোগাড় করিয়াছে ভাল। গঙ্গার সঙ্কীর্ণ একটি শাখা নগরের একটি অংশের ভিতর দিয়া ক্ষীণ ভাবে বহিয়া গিয়াছে। তাহার পুণ্য সলিল এখন নগরের এই অংশের ক্লেদ বহন করে মাত্র। তবু তাহার মাহাত্ম্য যে যায় নাই, পঞ্চাশ হাত অন্তর তীরের বাঁধান ঘাটগুলিই তাহার প্রমাণ। এমনি একটি ঘাটের উপরকার দুইটি পাকা

ঘর নকুড় কেমন করিয়া অধিকার করিয়াছে। ইহার জন্য ভাড়া সে কাহাকেও অবশ্য দেয় না, কিন্তু তাহাকে উঠাইবার চেষ্টাও গত পাঁচ বছর কেহ করে নাই।

দুইটি ছেলে ও স্ত্রী লইয়া নকুড়ের সংসার। কোলের শিশুটিকে লইয়া নকুড় প্রতিদিন সকালে বিকালে ভিক্ষায় বাহির হয়। বড় ছেলেটি সারাদিন কোথায় যে থাকে কে জানে। দুইবেলা দুইবার খাইবার সময় সে শুধু বাড়ি আসে। এক একদিন দিনের বেলাও তাহাকে দেখা যায় না। কিন্তু নকুড় ও তাহার স্ত্রীর সে জন্য কোন দুর্ভাবনা নাই। সামনে থাকিলে যাহার আদরের সীমা থাকে না সারাদিন তাহার অনুপস্থিতি ইহাদের এতটুকু বিচলিত করে না।

নন্দর সহিত বিনুর ভাল করিয়া পরিচয় হইবার সৌভাগ্য হয় নাই। বিনু যে কোথা হইতে এ বাড়ীতে আসিয়াছে, কেনই বা যে সে আছে, সে সম্বন্ধে কৌতূহলও যেন নন্দর নাই। বিনুকে সে গ্রাহ্যই করে না। বিনুর চেয়ে বয়সে একটু ছোট হইলেও সে অনেক বেশী পাকিয়া গিয়াছে।

নকুড় দাসের স্ত্রীকে বিনুর খারাপ লাগে নাই। কিন্তু ভাল লাগিবারও তাহার ভিতর কিছু নাই। নিতান্ত সাধারণ বর্ণহীন তাহার চরিত্র—নিজস্ব তাহার কোন সত্তা আছে বলিয়াই মনে হয় না। ভারবাহী পশুর মত সে সারাদিন কাজ করিয়া যায়, কিন্তু সে কাজেও তাহার কোন গা নাই। নেহাৎ না করিলে আহার জুটিবে না বলিয়াই করে।

প্রথম দিন বিন্নুর সম্বন্ধে সে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। নকুড় দাস তখন সবিস্তারে এই 'সোণার চাঁদের মত ছেলে' কুড়াইয়া পাওয়ার গল্প করিয়াছে। সৎমার দৌরাত্ম্যে ও পিতার ঔদাসীন্যে ছেলেটা কেমন করিয়া ঘরে টিঁকিতে পারে নাই তাহার মনগড়া একটা গল্পও সে বলিতে ভোলে নাই।

নকুড় দাসের স্ত্রী সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়া বিন্নুকে বুকে জড়াইয়া বলিয়াছিল—"আহা বাছারে! এমন ছেলেকে সারাদিন দেখতে না পেয়ে মা বাপ আছে কি করে? তাদের প্রাণ কাঁদে না গা?"

নকুড় দাস বিজ্ঞের মত বলিয়াছিল, "তারা হয়ত এতক্ষণ আপদ গেছে ভেবে হরির লুট দিচ্ছে।"

"এমন বাপমার মুখে আগুন!" বলিয়া নকুড়ের স্ত্রী বিন্নুর মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিল, "তুই বাবা আজ থেকে আমায় মাসি বলে ডাকিস্, আমার পেটের দুটো ছেলের আদার জোগাড় হয় ত তিনটেরও হবে।"

বিন্নু ইহাদের মাঝে পড়িয়া এতক্ষণে একটি কথাও বলিতে পারে নাই। ইহারা তাহার বাড়ীর যে অবাস্তব চিত্র নিজেদের মনোমত করিয়া আঁকিয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিবার উৎসাহও তাহার ছিল না। কুণ্ঠিত ভাবে সে তাহার নূতন আশ্রয়টি লক্ষ্য করিতেছিল। পাকা হইলে কি হয়, ঘাটের উপরকার এই পুরাতন ঘরটির অত্যন্ত ভগ্নদশা। কড়িকাঠগুলা উয়ে

খাওয়া, উপরের টালিগুলা সব সময়েই পড়িয়া যাইবে বলিয়া ভয় হয়। তাহার উপর ঘরটি অত্যন্ত নোংরা। এত নোংরা ঘর সে কালীদের বাড়িতেও দেখে নাই। রাজ্যের জঞ্জাল এই ঘরটিতে কেন যে ইহারা জড় করিয়াছে তাহা বিনুর বোধগম্য হয় না। ছোট বড় ভাঙা টিনের কৌটা, কাগজের নানাপ্রকার বাক্স, রাস্তার খড়কুটা ইহারা যাহা পাইয়াছে তাহাই ঘরে আনিয়া বোঝাই করিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নূতন পাতানো মাসির অশ্রুজল দেখিয়াও নিজের দিক হইতে তাহার মন কিছুমাত্র সাড়া দেয় নাই। দেবুর মার স্নেহের স্পর্শে তাহার মন আপনা হইতে আর্দ্র হইয়া উঠিত। কিন্তু নকুড় দাসের স্ত্রীর আদর যেন তাহাকে স্পর্শই করে নাই।

সন্তান যে কত পুণ্যের ফলে পাওয়া যায় এবং তাহার অযত্ন করা যে কত বড় পাপ নকুড় দাস সে বিষয়ে অনেক মূল্যবান কথা বলিয়া যাইতেছিল। মাসির সে বিষয়ে স্বামীর সহিত মতভেদ নাই। তা ছাড়া দরিদ্র হইয়াও যে ছেলের জন্য সব দুঃখ সহ্য করিতে পারে এই গর্ব্বেই স্বামীস্ত্রী তখন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

মাসি বলিল, "হ্যাঁগা, আবার কোন দিন ফিরিয়ে দিয়ে আসবে না ত!"

নকুড় দাস সবিস্ময়ে বলিল, "ঈস্! ফিরিয়ে দেব সেই চামার বাপের হাতে! তুই বলিস্ কি বড় বৌ, সেধে নিতে এলে দেব

না, ত', ফিরিয়ে দেব? কই নিয়ে যাক্ দিকিঁ কেমন করে কে নিতে পারে, নকুড় দাসের হাত থেকে ছিনিয়ে!"

মাসি আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তাই বলছিলাম বাপু, আদর যত্ন করে মানুষ করে আর ফিরিয়ে দিতে পারব না, আমার অমনি মায়া পড়ে গেছে।"

মাসির মায়া হয়ত সত্যই পড়িয়াছিল কিন্তু আহারের সময় তাই বলিয়া সে একটু উচ্চবাচ্য না করিয়া পারে নাই।

"বলি হ্যাঁগা ছেলে ত' সোহাগ করে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলে, তার খাবারের ব্যবস্থা করেছ! তিনজনের ভাতে চারজনের কুলোয়?"

নকুড় বিব্রত হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিয়াছিল "ঘরে মুড়ি-টুড়ি নেই?"

"মুড়ি আবার নেই! আমায় ঝুড়ি ঝুড়ি পয়সা এনে দিয়েছ, আমি জালা জালা মুড়ি কিনে রেখে দিয়েছি!"

নকুড় দাস বলিয়াছিল, "তা না হয় আমায় ভাত কিছু কম করে দিও।"

"তাত' দেবই!" বলিয়া মাসি গজগজ করিতে করিতে ভাত বাড়িতে বসিয়াছিল।

আহারের ব্যাপার লইয়া এই কথাবার্ত্তায় বিনুর অত্যন্ত লজ্জা হইতেছিল, কিন্তু সারাদিন উপবাসের পর তাহার তখন সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে। খাইবে না বলিবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

মাসি শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় নিজের অংশ হইতেই বিন্নুকে খাইতে দিয়াছিল, কিন্তু অনেক রাত পর্য্যন্ত তাহার ক্ষুব্ধ গুঞ্জন থামে নাই !

—"ভালোকের হাতে পড়েছিলাম ; খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল তবু দুবেলা দুমুঠো পেটভরে খেতে পাই না।"—"পাঁচ কড়ার যার মুরদ নেই তার অত আদিখ্যেতা কেন !"

নোংরা বিছানার এক পাশে কুণ্ঠিত ভাবে শুইয়া বিন্নু বিষম লজ্জায় একেবারে মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। নিজের ক্ষুধা পাওয়ার অপরাধ সে কোনমতে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

ক্লান্ত হইলেও সে রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিন্নু ঘুমাইতে পারে নাই। অপরিচিত আবেষ্টনের ভিতর অনাত্মীয় লোকেদের মাঝে শুইয়া তাহার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। জিনিষ-পত্রে বোঝাই সঙ্কীর্ণ ঘরে কেমন একটা ভাপসা দুর্গন্ধ। তাহার পাশেই নন্দ শুইয়া ছিল। ঘুমের ঘোরে পা দিয়া বিন্নুকে সে খালি মেঝের উপরেই ঠেলিয়া দিয়াছে। বিন্নু সেখানেই পড়িয়া বিহ্বল মন লইয়া নিজের অবস্থাটা বোধ হয় বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর যাহাই করুক, কাল সকাল হইতে সে যে ইহাদের আশ্রয়ে আর থাকিবে না এ বিষয়ে সে তখন স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছে।

*　　*　　*　　*

পরের দিন কিন্তু বিন্থর যাওয়া হইল না, ঘুম হইতে উঠিল সে একটু বেলাতে। আর সকলে তখন উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। ছোট ছেলেটা শুধু এক পাশে জাগিয়া বসিয়া খেলা করিতেছিল। বিন্থ ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই মাসি ডাকিয়া বলিল, "ঘুম ভাঙল বাবা এতক্ষণে! হাক্লান্ত হয়ে কাল ঘুমিয়েছিলি বলে আমি আর সকালে ডাকিনি।"

ঘরের বাহিরে ঘাটের পঁইঠার উপর এক তাল মাটি ও কয়লার গুঁড়া লইয়া মাসি গুল দিতে বসিয়াছিল তাহা প্রথমটা বিন্থর চোখে পড়ে নাই। পলায়নের ইচ্ছা লইয়াই সে বাহির হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে থামিতে হইল।

মাসি আবার বলিল, "ছেলেটার জন্য ঘর ছেড়ে যেতে পারছিলাম না। দস্যি ছেলে কখন গঙ্গায় পড়বে কখন রাস্তায় বেরিয়ে যাবে তার কিছু ঠিক নেই। পোড়াঘরের দরজা নেই যে আটকে রাখব।"

ঘরের অবস্থা মাসি অতিরঞ্জিত করিয়া বলে নাই। ভাঙা উইয়ে-খাওয়া দরজার তুটি পাল্লা কোনরকমে টিকিয়া থাকিলেও তাহাদের বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। বাহিরের দিকের শিকলিটি কড়াসমেত কবে লোপাট হইয়া গিয়াছে কে জানে।

টিনের উপর সাজান গুলগুলা ঘাটের একধারে রৌদ্রে বসাইয়া আসিয়া মাসি বলিল, "ছেলেটাকে একটু দেখিস ত' বাবা, আমি চট করে বামুনদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। তুটো শাকপাতা যোগাড় না হলে ত' আজ শুধু ফ্যানভাত খেতে হবে।"

বিন্নুকে বাধ্য হইয়া ঘরে ঢুকিয়া ছেলে আগলাইতে বসিতে হইল। অত্যন্ত অপ্রসন্ন মন লইয়াই সে ছেলে আগলাইতে বসিয়াছিল। এখানকার আবহাওয়া হইতে সে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় যাইবে কি করিবে সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকিলেও তাহার মনে হইতেছিল এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিলেই সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে।

কিন্তু খানিক বাদেই এ সব কথা সে ভুলিয়া গেল।

ছোট ছেলে যে এমন অপরূপ বিস্ময়ের বস্তু হইতে পারে একথা জানিবার সুযোগ তাহার কখনও হয় নাই। ছোট ভাইবোনের অভাবে এই বয়সের শিশুর সহিত পরিচয় তাহার ছিল না। মাসি বড় জোর আধঘণ্টা বাহিরে ছিল কিন্তু ইহারই মধ্যে দেখা গেল ছেলেটা নাক কামড়াইয়া গা-ময় লালা ফেলিয়া অপরূপ সব মুখভঙ্গি করিয়া বিন্নুকে একেবারে বশ করিয়া ফেলিয়াছে।

মাসি তরীতরকারী সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিতে বিন্নু এক গাল হাসিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"মাসিমা, নীলু নিজে নিজে উঠে দাঁড়াতে পারে! দেখবে? এই দেখ আমি হাত ছেড়ে দেব, তবু দাঁড়িয়ে থাকবে!"

একদিক দিয়া নকুড় দাসের সংসার বিন্নুর পক্ষে সুবিধাজনক।

এই সংসারের ভিতরকার বন্ধন শিথিল না হইলে বিনু এত সহজে ইহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিত না। আশ্রয় পাইয়াও হয়ত তাহার আড়ষ্টতা দূর হইত না। ইহাদের সংসারে সত্যকার কোন বাঁধুনি না থাকার দরুণ অনায়াসে বিনু খাপ খাইয়া গিয়াছে। ইহাদের মনে সত্যকার কোন স্থান তাহার হয়ত নাই, কিন্তু অনাবশ্যক উপদ্রব রূপে তাহাকে বিদায় করিয়া দিবার কথাও ইহাদের মনে আসে না। তাহাদের ভিক্ষার অন্নে ভাগ বসাইবার মত আর একটি প্রাণী বাড়ায় ছোটখাট যে সব অসুবিধা হয়, তাহাতে মাসি মাঝে মাঝে উত্যক্ত হইয়া ওঠে। কিন্তু তাহার ক্ষোভ বিনুর বিরুদ্ধে নয়, ভাগ্য ও নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। সংস্কারগত স্নেহের প্রেরণায় বিনুকে মাসি আদরও করে প্রচুর।

সব শুদ্ধ জড়াইয়া ধরিতে গেলে, এমন ভাবে মিশিয়া যাওয়ার সুযোগ তাহার পক্ষে কল্যাণকর কিনা, তাহা অবশ্য বিনুর বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু আপাততঃ সে অদূর অতীতের ঘটনাগুলিকে ভুলিয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

ইহাদের জীবনের ধারা আর যাহাই হউক একঘেয়ে নয়। তাহার বৈচিত্র্যের স্বাদ বুঝিবার ক্ষমতা ইহাদের না থাকিলেও বিনুর আছে। ইহাদের প্রত্যেক দিনের অনিশ্চয়তাই বিনুর মনকে নাড়া দিয়া সচল করিয়া রাখে। পিছনের ঘটনার চারিধারে অন্ধ ঘূর্ণাবর্ত্ত রচনা করিবার অবকাশ তাহার মনের মেলে না।

নকুড় দাসের সংসারে প্রত্যেক দিন একই সমস্যা নূতন ভাবে দেখা দেয়। আজিকার দিনে কোথা হইতে ক্ষুধার অন্ন মিলিবে ইহাই তাহাদের প্রধান চিন্তা। এ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য তাহারা পথের বাদবিচার বড় একটা কখনও করে না। কোন দিন রাত থাকিতে মাসি হয়ত স্বামীকে ডাকিয়া তুলিয়া দেয়, "ওগো ওঠোনা, আজ যে বাগানে যাবে বলেছিলে?"

বাগানে যাওয়া ব্যাপারটার অর্থ আজ কয়দিন হইল বিনু বুঝিতে পারিয়াছে। ব্যাপারটা প্রাতর্ভ্রমণ ঠিক নয়, সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের চর্চ্চাও তাহাকে বলা যায় না। ইহার ভিতরে একটু রহস্য আছে। বাগানে যাওয়ার দিন ভোর হইবার অনেক আগে বাহির হইয়া সূর্য্য ওঠার পূর্ব্বেই নকুড় দাস নন্দকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাইবার সময় খালি হাতে গেলেও আসিবার সময় দেখা যায় তাহাদের কোঁচড় ভর্ত্তি হইয়া আছে। তরী তরকারী প্রভৃতির কয়েকদিন আর অভাব থাকে না।

প্রথম প্রথম ইহাদের এই আচরণে বিনু অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। মুখে কিছু না বলিতে পারিলেও মন তাহার সঙ্কুচিত হইয়াছে ঘৃণায়।

চুরি জিনিষটার বিরুদ্ধে তাহার মনের সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। ইহারা এই ব্যাপার লইয়া বড়াই পর্য্যন্ত করে দেখিয়া তাহার বিস্ময় আরও বাড়িয়াই যায়। আজকাল কিন্তু ব্যাপারটা তাহার গা-সওয়া হইয়া আসিতেছে।

স্ত্রীর ডাকে নকুড় দাস উঠিয়া পড়ে। নন্দ বাড়ীর আর কোন কাজে সাহায্য না করিলেও এ ব্যাপারে পিতার সঙ্গে যাইতে আপত্তি করে না। বাহাদুরির একটা মোহ তাহার মনেও বোধহয় আছে। বাপের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সে'ও প্রস্তুত হয়।

বিনুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। বিছানায় পড়িয়া সে উহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিতে থাকে। হঠাৎ নন্দ বলে,—"রোজ রোজ আমরাই বা যাব কেন বল্‌ত? তোর নবাব বোন্‌পো একদিন যেতে পারে না?"

মাসির বিনুকে যাইতে দিতে যে বিশেষ আপত্তি আছে তাহা নয়—তবু একবার সে বলে—"না না ওকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। কখনও যায় নি, শেষ কালে ধরা-টরা পড়ে যাবে!"

নন্দর কাছে কথায় পারিবার জো নাই। বিদ্রূপ করিয়া সে বলে—"ঈস্ কখন যায় নি! আমরাই কি পেট থেকে পড়ে যেতে আরম্ভ করেছি নাকি?"

মাসি পুত্রগর্ব্বে একটু খুশী হইয়া বলে—"ও কি তোর মত চটপটে! নিড়বিড়ে মানুষ, শেষকালে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে!"

কিন্তু নন্দ আজ নাছোড়বান্দা। রাগিয়া উঠিয়া বলে "খাবার বেলা ত' বেশ চটপটে দেখতে পাই। সে হবে না। আজ যেতে হবে ওকে!"

বিনুকে শেষ পর্য্যন্ত উঠিতে হয়। একটু সঙ্কোচ থাকিলেও কৌতুহল যে তাহার এ বিষয়ে একেবারে নাই তাহা নয়।

নকুড়দাস এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। এইবার বিনুকে

উৎসাহ দিয়া বলে, "এখন থেকে একটু চালাক চতুর হওয়া ভাল। ভয় কি! আমরা ত সঙ্গে আছি।"

গঙ্গার ওপারে সরকারী বাগান। গঙ্গার জল অবশ্য সামান্যই। হাঁটিয়া পার হইতে বিনুর কোমর পর্য্যন্তও জল উঠে না। অন্ধকারে সন্তর্পণে গঙ্গা পার হইবার সময় বিনুর সমস্ত ব্যপ্যারটা তেমন খারাপ আর লাগে না। কেমন যেন একটু উৎসাহই হয়। ব্যপারটা যে চুরি করিতে যাওয়া মাত্র ইহা আর তাহার মনে থাকে না। মস্ত বড় একটা দুঃসাহসী কাজে যেন সে চলিয়াছে! অধীর ঔৎসুক্যে তাহার বুকটা অদ্ভুত ভয়মিশ্রিত আনন্দে কাঁপিতে থাকে।

নির্জ্জন গঙ্গার ঘাট। আগের দিন কয়েকটা ইটের বড় মহাজনী নৌকা জোয়ারের স্রোতে আসিয়া মাল খালাস করিয়াছিল। ভাঁটা পড়িয়া আসায় তাহারা আর যাইতে পারে নাই, জোয়ারের অপেক্ষায় নোঙ্গর ফেলিয়া আছে। অন্ধকারে তাহাদের কাল মূর্ত্তিগুলা বড় অদ্ভুত দেখায়। ছোট নদীর উপরে যেন বড় বড় কাল পাথরের চাঁই পড়িয়া আছে। সেই নৌকাগুলার পাশ দিয়া সন্তর্পনে তিনজন ওপারে গিয়া ওঠে। সামনে ঢালু গঙ্গার পাড়। পাড় বাহিয়া উঠিতে গিয়া বিনু পিছল কাদায় একবার পা ফস্কাইয়া পড়িয়া যায়। নন্দ চাপা গলায় বলে,—"সাবধান, ওদিকে বড় কাদা, এইদিক দিয়ে আয়।"

চুরি করিতে যাওয়ার উত্তেজনায় ও উৎসাহে নন্দ বিনুর প্রতি

তাহার নীরব অবজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছে। তিনজনের সম্বন্ধ এখন যেন নূতন।

পাড় বাহিয়া উঠিবার পর সরকারী বাগানের কাঁটার তারের বেড়া সামনে পড়ে। নন্দ সবার আগে তাহার ভিতব দিযা গলিয়া ভিতরে গিয়া ঢোকে। বিনুকে বেড়া ডিঙাইতে একটু বিব্রত হইতে হয়। নন্দ তাহার সাহায্যে আসিযা বলে, "তুই বড় আনাড়ি! দাঁড়া আমি দুটো তার ফাঁক করে ধরছি তুই ভেতর দিয়ে গলে আয়।"

নন্দ ও নকুড়ের সাহায্য সত্ত্বেও বিনুর পিঠের দুএকটা জাযগা কাঁটায় ছড়িয়া যায়। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে তাহার আর ভ্রূক্ষেপ নাই। দুঃসাহসী কাজের উন্মাদনা তখন তাহাকেও পাইয়া বসিয়াছে।

বেড়ার ওপারে গিয়া তিনজনে খানিক স্থির হইয়া দাঁড়ায়। সামনে বহুদূর বিস্তৃত বাগান। অস্পষ্টভাবে নিকটের সারি সারি শাক-সব্জির আলগুলি দেখা যায়। দূরে লিচু ও আমের বন অন্ধকার করিয়া আছে।

নন্দ চুপি চুপি বলে, "সেদিনকার মত আজ আবার কেউ ঘুপটি মেরে পাহারায় বসে নেইত'!" এদিককার কথাটা বিনু একেবারেই ভাবে নাই। সহসা একটু ভয় পাইয়া সে বলে— "যদি থাকে?"

নন্দ সাহস দিয়া বলে—"থাকলেই বা, আমাদের ধরতে পারবে নাকি! সেদিন বেটার নাকের সামনে দিয়ে ত পালিয়ে গিয়েছি।"

বিনুর এতক্ষণের উৎসাহ একটু ম্লান হইয়া আসে। কাহারও নাকের সামনে দিয়া পলাইবার বাসনা তাহার নাই।

ক্ষেতের মাঝখানে কাঠের একটা মাচাবাঁধা ছোট ঘর। নকুড় দাস সেদিকে দেখাইয়া বলে, "দেখ দিকি, তক্তার ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে কিনা।"

"ওইত' আলো দেখা যাচ্ছে, বেটা ভেতরেই আছে আজ! এস বাবা।" বলিয়া নন্দ সামনে চলিয়া যায়।

বিনু এবার অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তাহাদের সঙ্গে অগ্রসর হয়। ইহাদের সহিত আসার জন্য এইবার তাহার সামান্য অনুশোচনা আরম্ভ হইয়াছে। তাহার কেমন ধারণা হয় যে আজ সে ধরা পড়িবেই। কেহ তাড়া করিলে ইহারা পলাইতে পারিলেও ওই কাঁটা তারের বেড়া সে কিছুতেই পার হইতে পারিবে না।

নন্দ এক সময়ে পিছন ফিরিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলে— "পেছিয়ে পড়ছিস্ কেন? কিছু ভয় নেই, আয় না এগিয়ে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিনুকে সামনে যাইতে হয়। সন্তর্পণে বাগানের মাঝামাঝি গিয়া তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে আরম্ভ করে। ছোট ছোট চৌকোনা ক্ষেতে আল বাঁধিয়া বেগুন আলু লঙ্কা মূলা প্রভৃতির চাষ হইয়াছে। নন্দ ও নকুড়ের সমস্ত ক্ষেতই চেনা। বিনুকে পাহারাদারের ঘরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া তাহারা কোঁচড় ভর্ত্তি করিয়া তরকারী সংগ্রহ করিতে সুরু করে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে পাহারা-ঘরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ভয়ে বিনুর বুক কাঁপিতে থাকে। তাহার প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, কে যেন সন্তর্পণে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এখনি চিৎকার করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। ধীরে ধীরে নন্দর কাছে সরিয়া গিয়া খানিক বাদে সে চুপি চুপি বলে, "পাহারা-ঘরের কাছে কে একজন দাঁড়িয়ে ভাই—হাত নাড়ছে।"

নন্দ ও নকুড় একথায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। নকুড় জিজ্ঞাসা করে,—"কোথায় ?"

বিনু হাত দিয়া দেখাইয়া দিতেই নন্দ একটু হাসিয়া বলে—"দূর ওটা কলাগাছ, হাওয়ায় একটা পাতা দুলছে দেখে হাত নাড়ছে ভেবেছিস্। তুই ত আচ্ছা আটাশে!"

বিনু এবার সত্যই অত্যন্ত লজ্জিত হয়। নন্দ তাহার চেয়ে বয়সে ছোট। তাহার কাছে হইতে ভীরু অপবাদ শোনা সত্যই অপমানজনক। নিজের ভীরুতার অপবাদ খণ্ডন করাইবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করে—"ও ধারের ক্ষেতটায় কি আছে ?"

নন্দ বলে, "ওতে কপির চারা লাগিয়েছে!"

বিনু সাহস দেখাইয়া বলে—"আনব গোটাকতক!"

নকুড় মানা করিয়া বলে, "না না ও চারাগাছ কি নষ্ট করতে আছে! পেটের দায়ে পরের জিনিষ নিতে হয় বাবা, কিন্তু জিনিষ কখন নষ্ট করেছি এমন কথা কেউ বলতে পারবে না! নকুড় দাস এমন লোক নয়! দুটো দরকার থাকলে তিনটে সে প্রাণ থাকতে নেবে না।"

নন্দ বাধা দিয়া বলে—"আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি বাবা এগুলো নিয়ে চলে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

নকুড় নন্দর সংগৃহীত তরীতরকারী গুলি নিজের কোঁচড়ে ভর্ত্তি করিতে করিতে বলে, "আবার একটু পরে কেন !"

নন্দ চাপাগলায় বলে, "আজ কলাবাগানে একটু যাব। যাবি বিনু !"

সাহস দেখাইতে গিয়া এমন অবস্থায় পড়িবে বিনু ভাবে নাই। এ প্রস্তাবে সায় দিতে তার মন চাহে না, তবু্ও সে জোর করিয়া বলে, "যাব।"

নকুড় ছেলেকে একটু বুঝি ভয় করে। একবার শুধু আপত্তি করিয়া তবু সে বলে, "কি হবে আর কলাবাগানে গিয়ে! ভোর হয়ে আসছে !"

"তা আসুক, তুমি যাও।" বলিয়া নন্দ বিনুর একটা হাত ধরিয়া কলাবাগানের দিকে অগ্রসর হয়।

ভোর হইবার আগেকার নীলাভ তরল অন্ধকারে সমস্ত বাগান অপরূপ দেখাইতেছে। অদূরে কলাবাগানের ঘন ঝোপ বিনুর কাছে অত্যন্ত রহস্যময় মনে হয়। অত্যন্ত ভয় করিলেও আবার তাহার একটু মোহ ধরিয়া আসে।

অস্পষ্ট অন্ধকারে তাহার কেমন মনে হয়—তাহার পাশে যে তাহার হাত ধরিয়া চলিয়াছে সে নন্দ নয়—সে দেবু। দেবুর সঙ্গেই যেন সে দুঃসাধ্য কোন কাজে চলিয়াছে। ভয় বিপদ কিছু

তাহারা গ্রাহ্য করে না। পাশাপাশি থাকিলে তাহারা সব কিছু উপেক্ষা করিতে পারে।

তাহার স্বপ্ন কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। নির্ম্মমভাবে তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নন্দ বলে, "ভাল এক কাঁদি হাতাতে পারলে আজ বাজারে বিক্রী করে দেব। পয়সার ভাগ কিন্তু তোমায় দিচ্ছি না বাবা!"

নকুড় দাসের সংসারে বেশী দিন থাকিলে বিনুর কি হইত বলা যায় না। ইহাদের জীবনের ধারায় নিজেকে মিলাইলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না। তাহার শিক্ষা ও সংস্কারের শক্তি আর কতটুকু। ইহাদের জীবনের শৈথিল্য তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া অনায়াসেই তাহার সমস্ত সম্ভাবনা নিষ্ফল করিয়া দিতে পারিত।

ইতিমধ্যে তাহার বুঝি একটু-আধটু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। সকাল বেলা হয়ত মাসি বলে—"আজ ত উনুন জ্বলবে না বাবা। তুটো কাঠ নিয়ে আসতে পারিস্?"

ঘাটের পাশে খড় ও কাঠের গোলা। ঘাটের নীচের ধাপ হইতে লুকাইয়া গোলার ভিতর ঢুকিয়া পড়া যায়। তুএকটা কাঠ গোপনে চুরি করিয়া আনাও সহজ। বিনু মাসির কথায় বিনা প্রতিবাদে কাঠ আনিতে যায়। তুইটার জায়গায় চারিটা চেলাকাঠ আনিয়া বিনু উত্তেজিত স্বরে বলে, "এখন গোলায়

কেউ নাই মাসি, নন্দ থাকলে এক বোঝা কাঠ আন্‌তে পারতুম।”

মাসি হাসিয়া বলে, “দরকার নেই বাবা, তুমি যা এনেছ তাই ঢের।”

নকুড় দাসের সঙ্গে আজকাল নীলুকে লইয়া সেও সময় সময় ভিক্ষায় বাহির হয়। নকুড় দাস বিন্নুকে তাহার মাতৃহীন সন্তান বলিয়া পরিচয় দিলে বিন্নুর আর রাগ হয় না ; মুখখানি ম্লান করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেও সে আজকাল ভালই পারে। নকুড় দাস আজকাল বুঝিয়াছে যে শিশু নীলুর চাইতে বিন্নুর সুন্দর ম্লান মুখের আবেদনের মুল্য অনেক বেশী ! সে আজকাল বিন্নুকেও সঙ্গে লইয়া যায়। হয়ত এই মিথ্যাচরণে বিন্নুর মনে কোথাও সঙ্কোচের কাঁটা এখনও বেঁধে, কিন্তু নকুড় দাসের সংসার তাহা না হইলে চলিবে না ভাবিয়া সে আর আপত্তি করে না। আপত্তি না করিবার আরও কারণ আছে। মাসি আজকাল কথায় কথায় বলে, “এ জন্মেই না হয় পেটে ধরিনি, ও-আমার আর জন্মের ছেলে। নন্দ আমাদের ভুল্‌লেও ও কখনো আমাদের ফেলবে না, দেখো।”

অর্থহীন এই স্নেহের উচ্ছ্বাসে বিন্নু আজকাল কেমন যেন গলিয়া যায়। এ সংসারের দুর্ব্বল ভাবপ্রবণতার আবহাওয়ায় মাসির পূর্ব্বজন্মের সন্তান হওয়াও তাহার কাছে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে হয়।

নকুড় দাসের সংসারের গ্লানি আর যে তাহাকে তেমন

পীড়িত করে না ইহাই বিনুর সম্বন্ধে সব চাইতে ভয়ের কথা। ইহাদের জীবনের প্রণালীতে সে যেন মিশিয়া যাইতেছে। এখানকার আবহাওয়া তাহাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করিয়া যে ফেলিতেছে তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

এই সংসারে জড়ত্বের একটা আরাম আছে, কিছু না করার কিছু না ভাবার একটা পরিতৃপ্তি। সেই পরিতৃপ্তিই কি বিনুর কাম্য হইয়া পড়িতেছে ?

এক একদিন অবশ্য তার সুপ্ত মন গা ঝাড়া দিয়া উঠে। সে দিন হয়ত সন্ধ্যার অন্ধকারে কোন কাজ না থাকায় সে ঘাটের পইঠার উপর আসিয়া বসিয়াছে। কালীর মত কালো নদীর জলে কয়েকটা শালতির আব্ছা চেহারা দেখা যায়। একটি শালতির মাঝে হোগলার ছাউনির তলায় মাঝিরা উনুনে ভাত চাপাইয়াছে। হোগলার ভিতর দিয়া উনুনের আগুনের আভা অন্ধকারে বড় সুন্দর দেখায়। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনুর মন উদাস হইয়া যায়। হঠাৎ তাহার যেন মনে পড়ে নকুড় দাসের এই সংসারের বাহিরে কত বড় পৃথিবী তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেখানে কত রহস্য, কত উত্তেজনা! সে পৃথিবীর সহিত তাহার কি পরিচয় হইবে না ?

ছবি দিয়াই এখনও সে ভাবে। এখানকার জীবন ভাবিতেই নকুড় দাসের ভাপসা গন্ধে ভরা, অপরিষ্কার সঙ্কীর্ণ ঘরটা তাহার মনে পড়ে। এই ভাঙ্গা ঘরের শ্বাসরোধকারী সঙ্কীর্ণতাই যেন এখানকার জীবনের প্রতীক। শীতল অন্ধকারে শালতির

অস্পষ্ট দীর্ঘ ছায়া-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সত্যই খানিকক্ষণের জন্ত এই ঘরের উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মায়। শালতিগুলা কোথা হইতে আসিয়াছে, কে জানে! কাল ভোর হইবার আগেই লগি বাহিয়া মাঝিরা কোন দূর গ্রামের উদ্দেশে হয়ত রওনা হইয়া পড়িবে। তাহার হঠাৎ ওই মাঝিদের সঙ্গে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। নীল জলের ভিতর দিয়া মসৃণ গতিতে শালতি চলিয়া যাইতেছে, দুইপাশে কত অপরিচিত ঘাট, কত মাঠ, বন, গাছপালা। শালতির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে সমস্ত পার হইয়া যাওয়া—ইহার চেয়ে বড় সুখ আর কিছুই নাই। তাহার শিশুমন এ জীবন হইতে মুক্তি এই ভাবেই কল্পনা করে। এ জীবনে কোথায় তাহার মনের মধ্যে একটু অতৃপ্তি আছে। সে অতৃপ্তি রূপ গ্রহণ করে শুধু দূরে চলিয়া যাওয়ার বাসনায়।

• কিন্তু এরকম মনোভাব তাহার ক্রমশঃই বিরল হইয়া আসিতেছে। খানিক বাদেই হয়ত মাসি তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকে। নন্দ বুঝি কোথায় জেলেদের ছেলের সহিত মাছ ধরিতে গিয়াছিল। জেলেরা কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে কয়েকটা ছোট মাছ দিয়াছে। অন্য কোন জিনিষ হইলে নন্দর বাড়ি আনিতে মনে থাকিত না। মাছটা নেহাৎ রান্না না করিলে চলে না বলিয়াই সে বাড়ির প্রতি এইটুকু দয়া করিয়াছে।

এই ব্যাপার লইয়াই মাসির আদিখ্যেতার আর সীমা নাই।

নন্দ বুঝি বলিয়াছে,—"বড় বড় গুলো কিন্তু আমি খাব, আগে থাকতে বলে রাখছি।"

মাসি সে কথায় গম্ভীর মুখে বলে, "তাই খাস্‌রে খাস্‌! আমার আর ও মাছে লোভ নেই। মাছ খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়েছে। তোরা আর কি দেখলি বল্‌—আমার বাপের বাড়ীর দীঘির এক একটা মাছ যদি তোরা দেখতিস্‌!..."

মাছের সূত্রে মাসি তাহার বাপের বাড়ির গল্প বলিতে বসে। মাসির বাপ যে মস্ত বড় লোক ছিল, কোঠাবাড়ি ক্ষেতখামার, পুকুর বাগান কিছুরই যে তাহার অভাব ছিল না এ গল্প বিনু অনেকবার এ পর্য্যন্ত শুনিয়াছে। মাসির বাপের বাড়ির ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ অবশ্য বাড়িয়াই চলিতেছে। আজ শোনা যায় যে মাসির বাপের বাড়ির পুকুর বলিয়া যাহা মনে করা গিয়াছিল তাহা আসলে পুকুর নয়—সেটি দীঘি এবং সে দীঘির মাছ নাকি এত বড় ও এত বেশী যে জেলেরা জাল ছিঁড়িয়া যাইবার ভয়ে সেখানে জাল দিতে সাহস করিত না।

মাছের কাহিনী শেষ করিয়া মাসি বলে—"আমার বাপ ত আর একটা হেঁজিপেঁজি লোক ছিল না!"

নকুড় দাস এই মাত্র কোথা হইতে ফিরিয়াছে। বাপের বাড়ির গৌরবের পর কথাটা কোন পথে যাইবে অনুমান করিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি বলে—"চেহারাও ছিল কিরকম শ্বশুর মশাইএর? ঠিক রাজারাজড়ার মত!"

স্বামীর দিকে চাহিয়া অত্যন্ত প্রসন্নমুখে মাসি বলে, "তুমি যখন দেখেছ তখন তবু রোগে ভুগে ভুগে, অর্দ্ধেক হয়ে গেছেন।"

নকুড় দাস বিনা আপত্তিতে সে কথা স্বীকার করিয়া লয়। আজ বাড়ির আবহাওয়া ভাল। বাপের বাড়ির কথা হইতে অকর্ম্মণ্য স্বামীর হাতে পড়ার দুর্ভাগ্যের কথা অতি সহজেই যে আসিয়া পড়ে তাহা নকুড়ের জানিতে বাকী নাই। আজ খুঁব তৎপরতার সহিত সে কথাটার মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে।

স্বামীকে দলে পাইয়া মাসির আজ উৎসাহের আর সীমা নাই। এই কুৎসিত অভাবগ্রস্ত জীবনের একমাত্র বিলাস সে আজ ভাল করিয়াই ভোগ করিয়া লয়। বিনুকে উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই মাসি বলে—"গাঁয়ের লোক ত' বাবার নামে তটস্থ! বারোয়ারীতলায় ঝগড়া বেধেছে;—পূজোর পেসাদ নিয়ে লাঠালাঠি হয় আর কি;—বাবা গিয়ে যেই দাঁড়ান, অমনি কারুর মুখে আর কথাটি নেই!"

নকুড় দাস স্ত্রীর মেজাজ বুঝিয়া ভরসা করিয়া বলে, "অমনি ক্ষেমতা আমার বাবারও ছিল। একবার রুখে দাঁড়ালে সামনে এগোয় কার সাধ্যি!"

মাসির আজ মেজাজ সত্যই ভাল। স্বামীকে এইটুকু সুবিধা দিতে তাহার আজ কিছু মাত্র আপত্তি নাই। সে বরং সায় দিয়া বলে, "তা আর হবে না, কত বড় বংশের ছেলে!"

ইহাদের কথায় বিনুও উৎসাহ পায়। এমন মজার খেলা আর কিছু নাই। কেহ প্রতিবাদ করিবে না। নিজের কথা শুনাইবার আগ্রহে অপরের কল্পনায় অনায়াসে বিশ্বাস করিতে সকলেই প্রস্তুত। বিনা পরিশ্রমে এমন কল্পনার নেশা উপভোগ করিবার লোভ সামলান সহজ নয়।

কথাটা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল সেইখানেই ফিরাইয়া লইয়া গিয়া সে বলে, "মাসিমা, আমাদের পুকুরেও খুব বড় বড় মাছ হয়! তার একটা আনলে তোমরা সবাই খেয়ে ফুরতে পারবে না!"

নন্দ গঙ্গায় হাত পা ধুইতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া বিনুর কথাটা শুনিতে পাইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলে—"তোর বাবার পুকুর কোনটা রে? গোলদীঘি না লালদীঘি?"

বিনু অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। কিন্তু আজ মাসিই তার সাহায্যে আসিয়া ছেলেকে মুখ নাড়া দিয়া বলে,—"সব কথায় ফড়ফড় করিস কেন বল্‌ত? তোর মত হাঘরেঁ ত' ও নয়। ছেলেকেই না হয় দেখে না, ওর বাপ একটা লোকের মত লোক তা জানিস্।"

বিন্নু এ জীবন হইতে উদ্ধার পাইল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

কিছুদিন আগে নকুড়দাস ভিক্ষা করিবার একটা নূতন ফিকির আবিষ্কার করিয়াছিল। বিন্নুই তাহার প্রধান উপকরণ।

একদিন দেখা গেল নকুড় কাহাকে দিয়া ইংরাজি ও বাংলায় একটা আবেদন-পত্র লিখাইয়া আনিয়াছে। আবেদন পত্রটি বিন্নুর হাতে দিয়া নকুড় বিন্নুকে কি করিতে হইবে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। তাহার সহিত ইহাও বলিল যে চালাকচতুর হইয়া বিন্নু যদি চলে তাহা হইলে এবার তাহাদের অর্থের অভাব আর হইবে না।

বিন্নুর অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও এই ব্যাপারে তাহার প্রথমটা একটু আপত্তি দেখা গেল। এতখানি মিথ্যাচার করিতে এখনও তাহার বাধে। দরখাস্তের মর্ম্ম সে বুঝিয়াছে। এই আবেদন-পত্রটি লইয়া সন্তপিতৃবিয়োগবিধুর অনাথ বালক সাজিয়া বাসে ও ট্রামে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইবে, ইহাই নকুড়ের অনুরোধ।

বিন্নু প্রথমটা কিছুতেই রাজি হইতে চাহিল না।

কিন্তু নকুড় দাসও নাছোড়বান্দা। কিছুতে বিন্নুকে রাজী করাইতে না পারিয়া অবশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে বিন্নুকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশী স্নেহ দিয়া সে পালন করিতেছে, বিন্নু যদি তাহার মুখ একটু না চাহে তাহা হইলে তাহার আর উপায় নাই। ছেলেপুলে লইয়া তাহাকে

অনাহারে মরিতে হইবে। আর কাজটাই বা এমন কি অন্যায়? জাল জুয়াচুরি করিয়া কাহারও ক্ষতি ত করা হইতেছে না। এ যুগের লোকের মায়ামমতা নাই। সত্যকথা বলিলে তাহাদের মন গলে না। সেইজন্যই এই মিথ্যাটুকুর আশ্রয় লইয়া ভিক্ষা করিতে হইতেছে। এক হিসাবে ইহা মিথ্যাও নয়। বিন্নুর বাবা যখন তাহার কোন খোঁজ লয়না তখন এক হিসাবে তাহার অস্তিত্বই ত নাই।

শেষ পর্য্যন্ত বিন্নুকে রাজী হইতে হইল। সেই হইতে আবেদন-পত্র হাতে লইয়া সত্যই সে ট্রামে ও বাসে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতেছে।

নকুড়দাসের অনুমান ভুল নয়। সত্যই এই ফিকিরে প্রচুর অর্থ প্রথম প্রথম উপায় হইতে লাগিল। নকুড়দাস বিন্নুকে সকালে বিকালে গলায়-কাছা-দেয়া পিতৃহীন অনাথ বালক সাজাইয়া বাহির করিয়া দেয়। বিন্নু ফিরিবার সময় থলি ভর্ত্তি করিয়া পয়সা, আনি, সিকি, কখন কখন গোটা টাকাও লইয়া আসে। বিন্নুর সুন্দর সরল মুখ দেখিয়া আবেদন-পত্রের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হয় না। অধিকাংশ লোকই যেমন সাধ্য কিছু দেয়।

অনাথ বালকের অভিনয়ে বিন্নুও ক্রমশঃ দক্ষ হইয়া উঠিতেছে। বিশেষ কিছু অবশ্য তাহাকে করিতে হয় না। মুখখানি ম্লান করিয়া ট্রামে বা বাসে উঠিয়া যাত্রীদের কাছে দাঁড়াইলেই হইল! অধিকাংশ লোক তাহার কাতর মুখের দিকে

চাহিয়া আবেদন-পত্রের উপর একটু চোখ বুলাইয়াই পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া দেয়। দু একজন একটু আধটু খবরও লয়। কেহ কেহ অবশ্য উদাসীনই থাকে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বেশী নয়। উপার্জ্জনের পরিমাণ দেখিয়া বিনুও ক্রমশঃ এ ব্যাপারে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বের সঙ্কোচ আর তাহার নাই।

কিন্তু একদিন ভয়ঙ্কর একটা কেলেঙ্কারী হইয়া গেল। বিনুর জীবন-ধারা নূতন পথে প্রবাহিত হইলও সেই কেলেঙ্কারীর ফলেই।

নকুড় দাস চালাক লোক। ধরা যাহাতে না পড়ে সেজন্য সে বিনুকে প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিপদ ঘটিল।

সকাল বেলা বিনু বেহালার দিকের একটি ট্রামে উঠিয়া আবেদন-পত্র বাহির করিয়া দেখাইতেছিল। অফিসের সময় ঠিক না হইলেও ট্রামে যাত্রীর অভাব নাই। কয়েকজনের কাছে কিছু কিছু আদায় হইয়াছে, এমন সময় এক ভদ্রলোক সামনের দিক হইতে বিনুকে ইসারা করিয়া ডাকিলেন।

বিনু কাছে যাইতেই ভদ্রলোক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখি তোমার কাগজখানা।"

বিনু আনন্দিত চিত্তেই আবেদন-পত্রটি তাঁহার হাতে দিল।

ভদ্রলোক আবেদন-পত্রের উপর একবার চোখ বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি জাত খোকা?"

বিন্নু একটু থতমত খাইয়া বলিল, "আমরা ব্রাহ্মণ।"

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বলিলেন "বেশ! কতদিন ধরে এ জুচ্চুরী চালাচ্ছ?"

বিন্নুর আজকাল সাহস অনেক বাড়িয়াছে। তবু একথায় সে কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িল। কাতর মুখে বলিল, "জুচ্চুরী কেন করব! আমার বাবা মারা গেছে!"

ভদ্রলোক গলা আরো চড়াইয়া ধমক দিলেন,—"বাবা মারা গেছে! বামুনের ছেলে একমাস ধরে কাছা গলায় দিয়ে থাকে—না?"

বিন্নুর মুখ কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে সে সত্যই অত্যন্ত ভীরু, অত্যন্ত লাজুক। এই মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়া বাহ্যিক তাহার একটু সাহস জন্মাইলেও সঙ্কোচ তাহার একেবারেই কাটে নাই। ভদ্রলোকের ধমকানিতে লজ্জায় গ্লানিতে সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল।

ট্রামের অন্যান্য যাত্রীরা তখন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে। একজন জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি মশাই?"

ভদ্রলোক উষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"ব্যাপার আর কি মশাই! এই এক নতুন রকমের জুচ্চুরী!"

"সেকি মশাই? ওইটুকু ছেলে জুচ্চুরী করবে! মুখ দেখলে মায়া হয় যে?"

"ওই ত পাকা জুয়াচোরের লক্ষণ। এখন থেকে তৈরী হচ্ছে, বড় হলে লোকের গলায় ছুরী দেবে।" ভদ্রলোক আবার

বিনুর দিকে ফিরিয়া ধমক দিয়া বলিলেন—"কি ? বাবা মরার নাম করে আর এ রকম জুচ্চুরী করবে ?"

বিনু তুর্ব্বল ভাবে বলিল—"আমি ত জুচ্চুরী করি নি !"

ভদ্রলোক হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া তাহার একটা হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তবু বলছ জুচ্চুরী করিনি ? তোমায় আমি পুলিশে দোব জান !" তাহার পর অন্যান্য যাত্রীদের দিকে ফিরিয়া তিনি জানাইলেন—"এইটুকু ছেলের বদমায়েসী দেখুন মশাই। একমাস আগে আমি নিজে ওকে এই অবস্থায় দেখে পয়সা দিয়েছি। আজ ট্রামে উঠতেই তাই আমার সন্দেহ হয়েছিল। কাছে ডেকে দেখি যা ভেবেছি তাই। আমার কথা বিশ্বাস না হয় ওর কাগজটার তারিখ দেখুন না ! দেড়মাস আগে ওর বাবা মরেছে, এখনো ওর গলা থেকে কাছা নামল না !"

নকুড় দাস ধূর্ত্ত হইলেও এইখানে সত্যই একটা ভুল করিয়াছিল। আবেদনের কাগজটা বদলাইবার কথা তাহার মনে পড়ে নাই।

ট্রামের যাত্রীরা বিনুর জুয়াচুরীর স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের যে সরলতা এতদিন সকলের মনকে কোমল করিয়াছে সেই সরলতাই এখন তাহার সব চেয়ে প্রতিকূল দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিনু বিমূঢ় হইয়া ভয়ে তুঃখে লজ্জায় তখন কাঁদিতেছে। সে কান্নায় যাত্রীদের মন গলা দূরের কথা, রাগ যেন বাড়িয়া গেল।

একজন তাহার হাত ধরিয়া একটা হেঁচকা দিয়া বলিল—"খুব ধড়িবাজ ছেলে ত বাবা! আবার মায়া কান্না সুরু করে দিয়েছে!"

আর একজন কে বলিল,—"এই বয়সে বাপকে মেরে পয়সা আদায়ের ফিকির শিখেছে, বড় হলে করবে কি!"

একজন বুঝি তাহার পক্ষ লইয়া একটু কিছু বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা টিঁকিল না।

"ওর দোষ নেই মশাই ওর পেছনে বদমায়েস লোক আছে। তা না হলে ও অত জানবে কেমন করে?"

যে ভদ্রলোক প্রথম বিনুকে ধরিয়াছিলেন তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন—"পেছনে না হয় লোক আছে বুঝলাম, কিন্তু আমাদের সামনে বাপ মরার ভাণ করে ত আর সে দাঁড়ায় নি। এসব ঢঙ ওইটুকু ছেলে শিখলে কোথায়?"

বিনু চারিদিকে এইবার অন্ধকার দেখিতেছিল। এই এতগুলি লোকের ভিতর তাহার সহায় হইবার মত কেহ নাই। সবাই তাহার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই উত্তেজিত লোকগুলির বিরূপতার চাইতে তাহার নিজের ভয়ঙ্কর অপরাধের অনুভূতিই তখন তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। হঠাৎ অভ্যাসের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া গিয়া তাহার নিজের মূর্ত্তি সে যেন দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ছি, ছি এতবড় জুয়াচুরী কেন সে এতদিন করিয়া আসিয়াছে। নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায়, লজ্জায়, গ্লানিতে, মাটিতে তাহার যেন মিশাইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল।

কে একজন তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"এসব ব্যাপার অমনি ক্ষমা করা উচিত নয় মশাই। আমি ওকে পুলিশে দেব।"

এতক্ষণ মুখ তুলিয়া বিনু চাইতে পারে নাই। পুলিশের কথায় আতঙ্কে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কাতর ভাবে লোকটার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মিনতি করিয়া সে বলিল—"আমায় পুলিশে দেবেন না, আমি আর কখনও এমন করব না।"

কিন্তু এইটুকু একটা ছেলের সরলতার ভাণে ঠকিয়া গিয়া লোকগুলার রাগ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। যে ভদ্রলোক তাহাকে প্রথম ধরিয়াছিলেন বিনুর হাত হইতে আবেদন পত্রটি লইয়া কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন—"না, করবে না! কাল থেকে তুমি পকেট কাটবে। চল তোমায় পুলিশে দেবই।"

বিনু সকলের মুখের দিকে চাহিয়া হতাশ ভাবে কাঁদিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার আর কোন আশা ইহাদের কাছে নাই।

পুলিশে সত্যই তাহাকে দেওয়া হইত কিনা বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় একটি বেঞ্চি হইতে একজন উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইয়া শান্ত স্বরে বলিলন—"পুলিশে দিলে কি ওর সত্যি উপকার হবে মনে করেন আপনারা?"

একজন বুঝি বলিল—"আমাদের উপকার ত হবে! এর পর আর নতুন কেউ ঠকবে না!"

তেমনি শান্ত স্বরে লোকটি বলিলেন—"তাও বলা যায় না, জেল যদি ওর হয়, তাহলে জেল থেকে ও পরম সাধু হয়ে নাও বেরোতে পারে। সাধারণতঃ তা বেরোয় না।"

সকলে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া লোকটি আবার বলিলেন, "আপনারা যদি আপত্তি না করেন তা হলে আমি ওকে এখানে নামিয়ে নিয়ে যাই।"

আপত্তি অবশ্য কাহারও বিশেষ কিছু দেখা গেল না। বিনুর উপর রাগ যত বেশী হউক পুলিশে দিবার হ্যাঙ্গাম পোহাইতে কেহ বড় রাজী নয়। তাছাড়া এতক্ষণ ধরিয়া আস্ফালন করিয়া গায়ের ঝাল তাঁহাদের অনেকটা মিটিয়াছে।

একজন শুধু বলিল—"কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না মশাই। ও মিটমিটে ডান ছেলেকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ভাল করতে পারবেন মনে করবেন না।"

লোকটি বিনুর কাঁধে সস্নেহে একটি হাত রাখিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। তাহার পর বলিলেন—"কিন্তু চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি ?"

পুলিশের ভয়ে এতক্ষণ বিনু একেবারে আড়ষ্ট হইয়াছিল। সে বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনায় এতক্ষণ বাদে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে প্রথম তাহার উদ্ধার-কর্ত্তার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া তাহার শিশুমন সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেল। কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে লোকটি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে বিনু ভাল করিয়া তবু তাহা বুঝিতেও বোধহয় পারে

তাহাকে লইয়া নির্জ্জন একটি জায়গায় গিয়া তিনি বসিলেন। কোন কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না কিন্তু খানিক বাদে দেখা গেল সন্ন্যাসীর স্নেহের স্পর্শে গলিয়া বিনু তাহার অনেক কথাই বলিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ন্যাসী সমস্ত কথা শুনিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন— "তুমি আর সেখানে যেতে চাও বিনু?"

বিনু হাঁ, না, কিছুই বলিল না। সত্যই সে এখন কি করিবে কিছুই জানে না।

কিছু দিনের এই উদ্দেশ্যহীন বিশৃঙ্খলায় জীবনের প্রেরণা গুলিও সে বুঝি হারাইয়া ফেলিয়াছে। সম্মুখের চিহ্নহীন প্রান্তরে তাহার শিশুমন কেমন করিয়া পথ খুঁজিয়া পাইবে?

বিনুকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে এক জায়গায়? সেখানে তোমার মত অনেক ছেলে আছে। খেলার মাঠ, স্কুল, মন্দির আরো কত কি দেখবে সেখানে।"

বিনু সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে যাইবে। নকুড় দাসের সংসর্গের প্রতি বিতৃষ্ণাই তাহার এ উৎসাহের একমাত্র কারণ নয়। নূতন জীবনের সম্ভাবনাও তাহাকে লুব্ধ করিয়াছে। তাছাড়া সন্ন্যাসীর সৌম্যশান্ত মূর্ত্তির প্রভাব ইতিমধ্যেই তাহার উপর কেমন করিয়া যেন পড়িয়াছে।

সন্ন্যাসীর গৈরিকবাসের দিকে লুব্ধ অথচ সঙ্কুচিত ভাবে চাহিয়া সে কুন্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি অমনি কাপড় পরব ত?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "যদি পার ত পরবে একদিন।"

নাই। লোকটি সন্ন্যাসী; সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি, ঋজু দীর্ঘ সবল দেহে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা মানাইয়াছে অপরূপ। এমন সন্ন্যাসী বিনু আগে কখনও দেখে নাই। সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের হাসিতে কি এমন একটি মাধুর্য্য ও মহিমা আছে যে মন আপনা হইতেই শ্রদ্ধানত হইয়া আসে।

সন্ন্যাসী বিনুর হাত ধরিয়া খানিক বাদেই এক জায়গায় নামিয়া পড়িলেন। বিনুর কান্না তখন থামিয়াছে, কিন্তু চোখের জল শুখায় নাই। সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"চোখের জল মুছে ফেল ভাই—বড় ছেলেকে কি কাঁদতে আছে!"

বিনু লজ্জিত হইয়া কোচার খুঁটে চোখের জল মুছিল।

সন্ন্যাসী হঠাৎ বলিলেন—"চল ভাই তোমাদের বাড়ি যাব। কোন্ দিকে তোমাদের বাড়ি?"

বিনু মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী একটু থামিয়া বলিলেন—"বাড়িতে তোমার বাবা আছেন?"

বিনু এবার শুধু একটু মাথা নাড়িল। আবার তাহার কান্না আসিয়াছে।

সন্ন্যাসী সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়িতে তাহলে তোমার কে আছে? কে তোমায় এমন করে ভিক্ষে করতে পাঠায় বলত?"

বিনুর চোখে অশ্রুর আভাষ দেখিয়া সন্ন্যাসী আর উত্তরের জন্য জেদ করিলেন না।

তাহার পর বিনুর উৎসাহ দেখিয়া একটু হাসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কারুর জন্যে তোমার মন কেমন করবে না ত ?"

বিনু অম্লান বদনে বলিল—"না", তারপর উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করিল—"সে যায়গা এখান থেকে কত দূর ?"

"বেশী দূর নয়, রেলগাড়ি করে ঘণ্টা দু'এক যেতে হয়।"

"রেলগাড়ি করে যেতে হয় ?" মনে হইল সে জায়গা সম্বন্ধে যেটুকু আপত্তি হইতে পারিত রেলগাড়ি করিয়া যাইতে হয় বলিয়া বুঝি তাহা খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। বিনু অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আজকেই যাব ত ?

সন্ন্যাসী ঘাড় নাড়িলেন।

* * * *

কিন্তু নূতন জায়গা সম্বন্ধে যত উৎসাহই থাক গাড়িতে উঠিয়া বিনুর মন কেমন করিতে লাগিল। মাঠ, বন, ষ্টেশন ফেলিয়া গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ ছুটিয়া চলার ভিতর একটা অপরূপ আনন্দও আছে। কিন্তু সেই আনন্দের ভিতরও বিনুর মন কেমন উদাস হইয়া যায়। স্পষ্ট করিয়া কাহারও জন্য যে তাহার মন কাঁদে তাহা নয়; কিন্তু তবু তাহার যেন মনে হয় অনেক ভালবাসার অনেক স্মৃতির গড়া জীবনকে এই গাড়ির সহিত সেও চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতেছে। যেখান হইতে আজ সে চলিয়া যাইতেছে সেখানে আর কখনও ফেরা যাইবে না এবং এই ফিরিতে না পাওয়ার চেয়ে

বড় দুঃখ বুঝি কিছুই নাই। তাহার মনের ভিতরে তাহার মা, বাবা, তাহাদের পাড়ার বন্ধুরা, মাসি, এমন কি নকুড় ও নন্দও যেন একাকার হইয়া অতি প্রিয়জনের মত অশ্রুসজল নেত্রে তাহাকে অনিচ্ছায় বিদায় দিতে থাকে।

বেঞ্চির একধারে সমাহিত ভাবে সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। এতটুকু চাঞ্চল্য কোথাও তাঁহার নাই। হঠাৎ দেখিয়া প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। শুধু তাঁহার মুখেই নয় তাঁহার পরিধানের গেরুয়া রঙে এবং আলখাল্লার ভাঁজগুলিতে পর্য্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রশান্তির এক বিস্ময়কর সমাবেশ। বিদায়ের বেদনার ভিতর সন্ন্যাসীর এই কঠিন প্রশান্তি হইতেই বিনু কেমন একটু আশ্বাস যেন পায়।

বাহিরের আলো গেরুয়া আলখাল্লায় প্রতিফলিত হইয়া বিনুর মুখে আসিয়া পড়ে—তাহার জীবনের উপরও এখন হইতে এই গৈরিকের গাঢ় ছায়া।

বিনু এই স্বল্প পরিমিত জীবনেই অনেক দুঃখ পাইয়াছে। জীবনের অনেকরূপ সে দেখিয়াছে—অনেক জটিল জিজ্ঞাসা অস্ফুটভাবে তাহার জীবনে ইতিমধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে—সে সকলের মীমাংসা কি ওই গৈরিক রঞ্জিত জগতে?—সেখানেই কি তাহার শান্তি ও সার্থকতা?

*   *   *   *

বিনুর জীবনে এইখান হইতে ছেদ পড়িয়াছে। ইহার পরের ইতিহাস অমৃতানন্দের।

প্রথমা

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার বই

দাম দেড় টাকা

নানারূপে নানা রসের ভিতর দিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে যে কবি নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন এক কথায় তাঁহার পরিচয় দেওয়া সহজ নয় তবু বিংশ শতাব্দীর কবি বলিলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের খানিকটা পরিচয় বোধহয় দেওয়া যায়। বিংশ শতাব্দী শুধু মানব সমাজের সমষ্টিগত জীবনে যুগান্তর আনে নাই; ব্যক্তিগত জীবনেরও সব কিছু ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। যে সমস্ত প্রাচীন, বহুদিনের সংস্কার সম্বন্ধে মত ও বিশ্বাসের আশ্রয়ে মানুষ এতদিন নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, সৃষ্টির অসীম ভয়ঙ্কর রহস্যের সম্মুখে মানুষ যে বিশ্বাসের জোবে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়াছে বিংশ শতাব্দী সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। নিরাশ্রয় নিরাবলম্ব মানুষকে আজ নূতন করিয়া অতীত বিশ্বাসের অতীত চিন্তার ধ্বংসস্তূপ হইতে নূতন ধর্ম্ম নূতন জীবনের আশ্বাস গড়িয়া তুলিতে হইতেছে।

এই ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার যুগে কাব্যের প্রেরণা লইয়া যাঁহারা আসিয়াছেন বাক্যের বা শুধু অনুভূতির বিলাসে মগ্ন হইয়া থাকিবার তাঁহাদের অবসর নাই। বিশাল সাগরের মত রহস্যময় মানুষের সমগ্র সত্ত্বা আজ কাব্যে তাহার প্রকাশ চায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রেব কাব্যে বিংশ শতাব্দীর এই জটীল দুর্ব্বোধ রহস্যময় মানব-জীবনেব আশা আকাঙ্খা আনন্দ বেদনাই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দের বৈচিত্র্যে, শব্দপ্রয়োগ-কৌশলে, প্রকাশ ভঙ্গির মাধুর্য্যে, অনবদ্য রসসৃষ্টিতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের তুলনা বর্ত্তমান সাহিত্যে মেলা ভার কিন্তু শুধু ঐগুলির প্রশংসা করিলেই তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না! প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়

এসবের চেয়ে আরো কিছু বেশী আছে। সেই অবর্ণনীয় বৈশিষ্ট্যটুকুর দরুণই তাঁহার কবিতা একটী তুর্লভ স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করিয়াছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁহার অপরূপ বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গি। সে দৃষ্টি-ভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইলে মানুষের বর্ত্তমান চিন্তাজগতের উদ্বর্ত্তনের সমস্ত ইতিহাস বলিতে হয়। বিগত ও বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রবীন খ্যাতনামা কবিরা জীবনকে যেমন করিয়া যেখান হইতে দেখিয়াছেন 'প্রথমার' কবি তেমন করিয়া দেখেন নাই, দেখিবার তাঁহার উপায় নাই, কারণ, আগেই বলিয়াছি যে বিংশ শতাব্দী মানুষের সমস্ত প্রাচীন আশ্রয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। মধুর ও মোলায়েম কোন দর্শন দিয়া সৃষ্টির বিস্ময়কর রহস্য এড়াইয়া চলিবার তুর্ব্বলতা আর মানুষের সাজেনা। মধুর ও মোলায়েম দর্শনের সঙ্গে হয়ত মানুষ তাহার নিরাপদ শান্তিও হারাইয়াছে কিন্তু সত্যদ্রষ্টা কবি সেই ভয়ে চোখ বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না।

তাই বলিয়া সস্তা তুঃখবাদ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যের প্রেরণা নয়। সৃষ্টির স্বরূপ বুঝিবার বেদনাময় চেষ্টায় মানুষের অসীম সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস তিনি হারান নাই। তিনি যখন বলেন,

> অভ্রংলিহ মিনার দম্ভ তুলি,
> ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি।

কিম্বা

> অসীম আকাশ তীরে
> সীমার ধরণী গড়ি মোরা অক্ষয়।

তখন মানুষের অজেয় শক্তির উপর তাঁহার শ্রদ্ধা যে কত গভীর তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না।

সত্যই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় বর্ত্তমান যুগ তাহার ভাষা পাইয়াছে।